চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

সিষ্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 19 January, 2020 ■ আগরতলা, ১৯ জানুয়ারী, ২০১৯ ইং ■ ৪ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

এডিসি'র অধিক ক্ষমতায়নে সংবিধান সংশোধন

কাল গুয়াহাটিতে জনজাতি নেতাদের সাথে সংসদীয় কমিটির বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। সংবিধানের ১২৫তম সংশোধনের চিন্তা ভাবনা শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। মূলত, এডিসি'র অধিক ক্ষমতায়নে সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তাই, আগামী সোমবার গুয়াহাটিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সংসদীয় স্থায়ী কমিটি উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যের জনজাতি নেতা এবং জনজাতি ভিত্তিক স্বেচ্ছা সেবী সংগঠনের সাথে বৈঠক করবে। ওই বৈঠকে এডিসি'র অধিক ক্ষমতায়ন নিয়ে সংসদীয় কমিটি মতামত সংগ্রহ করবে। এদিকে আজ মেঘালয়ে তিনটি স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রতিনিধি সহ ২৭টি জনজাতির সংস্থার সাথে ৫ সদস্যক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি বৈঠক করেছে। রাজ্যসভার সাংসদ আনন্দ শর্মার নেতৃত্বে ওই কমিটি তাদের কাছ থেকে এডিসি'র অধিক ক্ষমতায়নে মতামত সংগ্রহ করেছে। সোমবার গুয়াহাটিতে বৈঠকের মেঘালয় ছাড়া বাকি ৭টি রাজ্যের জনজাতি প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন।

এ বিষয়ে রাজস্ব মন্ত্রী তথা আইপিএফটি সভাপতি এনসি দেববর্মা বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে এডিসি'র অধিক ক্ষমতায়নের দাবি জানানো হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার সেই লক্ষ্যে সংবিধানের সংশোধনের চিন্তা ভাবনা করছে। তাই, আগামী সোমবার গুয়াহাটিতে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সাথে উত্তর পূর্বাঞ্চলের জনজাতি নেতারা ওই বৈঠকে অংশ নেবেন। তিনি বলেন, দলের সমস্ত শাখা সংগঠনের নেতৃত্বদের সাথে নিয়ে আইপিএফটির সহ সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেববর্মার নেতৃত্বে ৮ জনের প্রতিনিধি দল ওই বৈঠকে অংশ নেবেন। রাজ্যের পরিস্থিতির নিরিখে এডিসি'র অধিক ক্ষমতায়নে তাঁরা মতামত পেশ করবেন। এদিকে, আইএনপিটি'র সাধারণ সম্পাদক জগদীশ দেববর্মা সহ জেএমএসিএএ'র সদস্যরা ওই বৈঠকে অংশ নেবেন।

আজ মেঘালয়ে সাংসদ আনন্দ শর্মার নেতৃত্বে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এডিসি'র অধিক ক্ষমতায়নে মতামত সংগ্রহ করেছে। শ্রী শর্মা বলেন, আজ আমরা বিভিন্ন জনজাতি সংস্থা এবং শ্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে এডিসি'র অধিক ক্ষমতায়নে সংবিধান সংসদ সংশোধনে মতামত সংগ্রহ করেছি। সোমবার গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আরও মতামত সংগ্রহ করা হবে। তিনি জানান, আগামী মার্চে সংসদে এই কমিটি সংবিধান সংশোধনে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে রিপোর্ট পেশ করবে।

রাজ্যে গণতন্ত্র উন্মুক্ত

মিছিল-সমাবেশে কাউকেই বাধা দেওয়া হয় না, বিরোধীদের বিঁধলেন আইনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় গণতন্ত্র উন্মুক্ত। তাই, মিছিল-সমাবেশে কোন বাধা দেওয়া হয়না। গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধের বিরোধীদের অভিযোগের জবাবে তথ্য তুলে ধরে পাল্টা নিশানা করেছেন আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

আজ সন্ধ্যায় মহাকরণে আইনমন্ত্রী বলেন, বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে আলোচনা-সমালোচনা পছন্দ করি আমরা। তাই, কোন দলের রাজনৈতিক মিছিল-সমাবেশে বাধা দেওয়া হয় না। অথচ, প্রায় সময় বিরোধীরা ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধের অভিযোগ আনেন।

এক তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, সারা ত্রিপুরায় বিজেপি ২৪৫৪টি মিছিল-সমাবেশের আবেদন জানিয়েছিল। পুলিশের অনুমতি পেয়েছে ২৪৪৪টি-র। তেমনি, সিপিএম ৯১৯টি আবেদন করেছে। তার মধ্যে ৯০৬টি মিছিল-সমাবেশের অনুমতি পেয়েছে। তাছাড়া, কংগ্রেস ৫১০টি আবেদন করে ৪৯৮টি মিছিল-সমাবেশের অনুমতি পেয়েছে।

তাঁর দাবি, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের একইভাবে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আইপিএফটি ৮১৫টি আবেদনে ৮০৯টি, আইএনপিটি-র ১৪০টি আবেদনে ১৩৬টি, তৃণমূল কংগ্রেসের ৯টি আবেদনে ৯টি, আমরা বাঙালি-র ৭৮টি আবেদনে ৭৬টি এবং অন্যান্য ৪২২টি আবেদনে ৪১৫টি মিছিল-সমাবেশের অনুমতি পেয়েছে।

তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, তবুও বিরোধীরা সরকারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধের অভিযোগ আনছেন। তাঁর কথায়, মিছিল-সমাবেশের ১০০ শতাংশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি ও সিপিএম'র ৪বিজেপি ৪ সিপিএম সদস্যের সদস্যপদ খারিজের দাবি কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৮ জানুয়ারি ।। কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের অধীনে শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি দলের চারজন পঞ্চায়েত সদস্য এবং সিপিআইএম দলের চারজন পঞ্চায়েত সদস্যের সদস্যপদ অবিলম্বে খারিজ করার দাবি জানালেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান। শনিবার দুপুরে কৈলাসহর জেলা কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে ঊনকোটি জেলা কংগ্রেস সভাপতি বলেন, তেরো আসন বিশিষ্ট শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিআইএম দল পাঁচটি আসন, বিজেপি দল ছয়টি আসন এবং কংগ্রেস দল দুটি আসনে জয়লাভ করার পর পঞ্চায়েত ত্রিশঙ্কু হয়ে যায়। তারপর কংগ্রেস এবং সিপিআইএম দল যৌথভাবে পঞ্চায়েত দখল করে। কিন্তু কিছুদিন পর পঞ্চায়েত পরিচালনায় সমস্যা তৈরি হওয়ায় বিজেপি দলের চারজন সদস্য ও সিপিআইএম দলের চারজন সদস্য মিলে পঞ্চায়েত দখল করে গত তেসরা ডিসেম্বর। সিপিআইএম দলের চারজন সদস্যের মধ্যে তুয়াকুলী আলি গ্রামপ্রধান এবং বিজেপি দলের সিরাজ মিঞা উপপ্রধান নির্বাচিত হয়। পরবর্তী সময়ে পয়লা জানুয়ারি ব্লকের বিডিও মনোজ সাহার কাছে লিখিতভাবে বিজেপি দল এবং সিপিআইএম দল জানায় যে, তেসরা ডিসেম্বর যেসব সদস্যরা দলীয় হুইপ মানেনি তাদের পঞ্চায়েত সদস্যপদ খারিজ করা হউক। ঠিক এর পরের দিন অর্থাৎ দোসরা জানুয়ারি ফের সিপিআইএম ও বিজেপি দল আবার বিডিওকে চিঠি দিয়ে জানায় যে, দল সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছে। তাই ওদের সদস্যপদ বহাল থাকুক। সাংবাদিক সম্মেলনে বদরুজ্জামান বলেন যে, রাজ্য পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী দলের হুইপ কেউ অমান্য করলে সেই দল যদি ত্রিশদিনের মধ্যে ক্ষমা না করে তাহলে সেই দলের পঞ্চায়েত সদস্যের সদস্যপদ খারিজ হয়ে যায়। যেহেতু দুই দলেরই পঞ্চায়েত সদস্যরা গত তেসরা ডিসেম্বর দলীয় হুইপ অমান্য করে পঞ্চায়েত গঠন করে এবং ত্রিশ দিনের মধ্যে গত পয়লা জানুয়ারি দুই দলই সদস্যপদ খারিজের জন্য বিডিও-এর নিকট লিখিত দিয়েছে তাই অবিলম্বে দুই দলের আটজনের সদস্যপদ খারিজ করতে হবে। কিন্তু দুই দলই আইন অমান্য করে একত্রিশ দিনের মাথায় ফের লিখিতভাবে জানায় সদস্যপদ বহাল রাখার জন্য। যা সম্পূর্ণ বেআইনি, বিডিও মনোজ সাহা যদি পঞ্চায়েত আইন ভঙ্গ করে ওদের সদস্যপদ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। ছবি- নিজস্ব।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল স্বাস্থ্য দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত এক কর্মীর। মৃতের নাম মৃণাল কান্তি চক্রবর্তী। ঘঠনাটি ঘটেছে শনিবার বোধজংনগর থানাধীন আমতলীতে। জানা যায় একটি দ্রুতগামী ট্রিপার গাড়ি পথচারী মৃনাল কান্তি চক্রবর্তীকে ধাক্কা দেয় তাতে তিনি ছিটকে পড়েন। গাড়ির চাকায় তার মাথা থেঁতলে যায় । ফলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। পথ দুর্ঘটনায় অবসরপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীর মৃত্যুর সংবাদে গোটা এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। খবর পেয়ে এলাকার বিধায়ক রতন চক্রবর্তী ছুটে যান। তিনি বলেন, বেপরোয়া যান চলাচলের ফলেই এধরনের দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। বিধায়ক বলেন, রাজ্যসরকার দুর্ঘটনা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ প্যারেড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। ভারতের ৭১তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে বিশেষ প্যারেডের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাতে বিএসএফ, আসাম রাইফেলস, টিএসআর, সিআরপিএফ, ত্রিপুরা পুলিশষ ফরেস্ট, হোমগার্ড এবং এনসিসি বালক বালিকা, স্কাউড, গাইড, সিভিল ডিফেন্সের প্ল্যাটন প্যারেডে অংশ নেবে। এছাড়া ব্যান্ড প্ল্যাটুনের মধ্যে আসাম রাইফেলস, বিএসএফ, টিএসআর ত্রিপুরা পুলিশ এবং হোমগার্ড ব্যান্ড পরিবেশন করবে। মোট ১৬টি প্ল্যাটনে ৬১৫ জন তাতে সামিল হচ্ছে। প্যারেড প্র্যাকটিস সন্তোষজনকভাবে হচ্ছে। ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে দারুণ প্যারেড প্রদর্শন করা হবে।

বেতন পাচ্ছেন না টিএনজিসিএল'র নিরাপত্তা কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। টিএনজিসিএলের নিরাপত্তা কর্মীরা দুমাস ধরে বেতন পাচ্ছে না। ফলে তাদের পরিবারে অর্ধাহার, অনাহার দেখা দিয়েছে। ক্ষুব্ধ নিরাপত্তা কর্মীরা শনিবার টিএনজিসিএলের অফিসের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তারা জানান রাজ্যে মোট ৫০জন নিরাপত্তা কর্মী টিএনজিসিএলের অধিনে কাজ করে চলেছেন। তাদের বেতন নিয়মিত দেওয়া হচ্ছে না। এবিষয় নিয়ে প্রতিনিয়তই ঠিকেদার এবং টিএনজিসিএলের মধ্যে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিন টাকার ব্যাগ আট হাজার টাকা জরিমানা বাটাকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। ক্যারিব্যাগ বাবদ তিন টাকা নিয়ে আট হাজার টাকার জরিমানা দিতে হইতেছে জুতো প্রস্তুত কারক সংস্থাকে। আগরতলার রাণাপ্রতাপ নাথ ভৌমিক গত বছর ১৭ এপ্রিল বাটা কোম্পানীর বিরুদ্ধে বেআইনীভাবে ক্যারিব্যাগ বাবদ গ্রাহকদের নিকট থেকে টাকা আদায়ের অভিযোগ দায়ের করেন। ভোক্তা আদালতে এটি মামলা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। বৃহস্পতিবার (১৬ই জানুয়ারি) এই মামলার রায় দিতে গিয়ে ভোক্তা আদালত বাটা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়াছেন রাণাপ্রতাপ নাথ ভৌমিকের কাছ থেকে আদায়কৃত তিন টাকার সাথে পাঁচ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তার সাথে মামলার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিএএ : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দেখা মিলেনি, হতাশ জয়েন্ট ফোরাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দেখা মিলেনি। তাই, নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইনের বিরোধিতায় আন্দোলনের পথেই হাটবে উপজাতিভিত্তিক জয়েন্ট ফোরাম। ফোরামের সদস্য তথা আইএনপিটি সাধারণ সম্পাদক জগদীশ দেববর্মা-র কথায়, টানা ১০ দিন দিল্লিতে অপেক্ষা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি। তাই, আজ আমরা ত্রিপুরায় ফিরে এসেছি। এখন, ত্রিপুরায় ওই আইনের বিরোধিতায় লাগাতর আন্দোলন করব আমরা।

জগদীশ দেববর্মা বলেন, ত্রিপুরা সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরোধে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় আন্দোলন স্থগিত রেখেছিলাম। গত ১২ ডিসেম্বর দিল্লিতে বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ওই বিষয়ে পরবর্তী সময়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। কিন্তু, অনেকটা সময় অতিক্রান্ত হলেও, বৈঠক নিয়ে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছিল না। তিনি বলেন, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের সহযোগিতায় গত ৯ জানুয়ারি দিল্লিতে গিয়েছিলাম কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে বৈঠকের জন্য। কিন্তু, তাঁর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়নি।

জগদীশবাবু বলেন, ৯ জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত আমরা দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করেছি। মাঝে ১৪ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জি কিষান রাও-র সাথেও দেখা করেছি। কিন্তু,

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অবৈধ ই-রিক্সা ভাঙা শুরু কৈলাসহরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৮ জানুয়ারি ।। ত্রিপুরা হাইকোর্টের নির্দেশ মোতাবেক ঊনকোটি জেলা প্রশাসন এবং কৈলাসহর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে সারা রাজ্যের সাথে কৈলাসহরে অবৈধ ই-রিক্সা ভেঙে ফেলা শুরু হয়েছে। যেসব ই-রিক্সার বৈধ কাগজপত্র অর্থাৎ রেজিস্ট্রেশন, ইন্সুরেন্স, পলিউশন এবং ফিটনেস থাকবে না তাদের চিহ্নিত করে ভেঙে ফেলা হবে বলে জানান ঊনকোটি জেলা পরিবহণ আধিকারিক অভিজিৎ মালাকার। যেসব ই-রিক্সাগুলো অনেক বছর পুরানো হয়ে গেছে সেইসব ই-রিক্সার মালিকরা যদি ই-রিক্সা শোরুমে পুরানো গাড়ি জমা দিয়ে নতুন ই-রিক্সা ক্রয় করতে চায় তাহলে কুড়ি হাজার টাকা সাবসিটি পাবে এবং শোরুমে জমা দেওয়া পুরানো ই-রিক্সাগুলোও প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভেঙে দেওয়া হবে না। আঠারো জানুয়ারি দুপুরে কৈলাসহরের টিআরটিসি বাসস্ট্যান্ডে শোরুমে জমা দেওয়া দুটি পুরানো ই-রিক্সা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ড্রজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন ডিটিও অভিজিৎ মালাকার। অভিজিৎ মালাকার জানান যে, এইরকম অভিযান প্রায় প্রতিদিনই করা হবে। তবে এক প্রশ্নের উত্তরে ডিটিও জানান যে, কৈলাসহরে মোট একশোটি অবৈধ ই-রিক্সা রয়েছে। তবে অপর একটি সূত্রে জানা যায়, কৈলাসহরে আটশোটিরও বেশি অবৈধ ই-রিক্সা রয়েছে।

যে দুটি ই-রিক্সা শনিবার প্রশাসনের তরফে ভেঙে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে একটি ই-রিক্সার মালিকের নাম হলো প্রদীপ দাস। ই-রিক্সা ভেঙে দেওয়ার পর প্রদীপ দাস সংবাদমাধ্যমের কাছে অতি আক্ষেপের সঙ্গে বলেন, ই-রিক্সা চালক এবং মালিকদের দাবি অনুযায়ী সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরানো ই-রিক্সা জমা দিয়ে নতুন ই-রিক্সা ক্রয় করলে কুড়ি হাজার টাকা দেবে এবং ইতিমধ্যেই তা শুরুও হয়েছে। সরকার প্রথমদিকে কোনো টাকাই দেবে না বলেছিল পরবর্তী সময়ে চালকদের এবং মালিকদের চাপে পড়ে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কুড়ি হাজার টাকা দেবে। তবে, চালকদের দাবি ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবার জন্য। প্রদীপ দাস জানান, কুড়ি হাজার টাকার পরিবর্তে পঞ্চাশ হাজার পেলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রু শরণার্থীরা ত্রিপুরার নাগরিক

ডম্বুর বাঁধ নির্মাণে তাঁরা বাস্তুচ্যুত হয়ে মিজোরামে আশ্রয় নিয়েছিলেন : মেবার

আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.)।। ব্রু শরণার্থীরা ত্রিপুরার নাগরিক। ডম্বুর বাঁধ নির্মাণের সময় তাঁরা বাস্তুচ্যুত হয়েছিলেন। বাধ্য হয়ে মিজোরামে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাই, তাঁদের পুনর্বাসন আমাদের দায়িত্ব। আজ এই কথা জোর গলায় দাবি করেন ত্রিপুরা সরকারের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী তথা আইপিএফটি সাধারণ সম্পাদক মেবার কুমার জমাতিয়া। সাথে তিনি নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইনের বিরোধিতায় আন্দোলন থেকে আইপিএফটি সরে আসছে না বলে সাফ জানিয়েছেন।

আজ, খুমুলুঙে গণবস্থান মঞ্চে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, ২০১৬ সাল থেকে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় আন্দোলন জারি রেখেছে আইপিএফটি। তাঁর দাবি, ত্রিপুরাতে আমরাই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে সর্ববৃহৎ আন্দোলন গড়ে তুলেছি। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরার স্বার্থেই ওই আইনের বিরোধিতা করছি।

মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ত্রিপুরায় জনবিস্ফোরণ ঘটেছে। আয়তনের তুলনায় ত্রিপুরায় জনসংখ্যা অধিক হয়েছে। ফলে, নতুন করে বোঝা বহন করার ক্ষমতা নেই আমাদের। তিনি বলেন, অতীতে একাধিকবার ত্রিপুরা বোঝা কাঁধে নিয়েছে। কিন্তু, নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইনের মাধ্যমে নতুন করে বোঝা কাঁধে নেব না। ত্রিপুরার স্বার্থে ওই আইন চালু হতে দেব না।

তিনি বলেন, আগামী ২২ জানুয়ারি সুপ্রিমকোর্টে নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইনের বিরুদ্ধে মামলার শুনানি হবে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন আত্মহারা নেতারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। দুই দশকেরও অধিক সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরায় পুনর্বাসনের সিদ্ধান্তে শরণার্থী নেতারা খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়েছেন। আজ রাজ্যে ফিরেই তাঁরা আনন্দ প্রকাশ করেছেন। ব্রু শরণার্থী সংগঠন এমবিআইডিএম এর মুখ্যপাত্র বলেন, অবশেষে ব্রু শরণার্থীরা স্থায়ী ঠিকানা পেতে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ইতিবাচক ভূমিকায় তাদের জীবন জীবিকা সুনিশ্চিত হয়েছে। এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপের জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরায় পুনর্বাসনে কতটা সময় নেবে তা এখন দেখা বিষয়।

বাঙালি উদ্বাস্তুদের জন্য ব্রু শরণার্থীদের মতোই প্যাকেজ চেয়েছে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ১৮ জানুয়ারি।। ব্রু শরণার্থীদের মতোই কাঞ্চনপুরে অবস্থানরত বাঙালি উদ্বাস্তুদের প্যাকেজ দাবি করেছে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে মঞ্চের সভাপতি রঞ্জিত নাথ বলেন, ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরায় আশ্রয় দিতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে ৬২২টি বাঙালি পরিবার উদ্বাস্তু হয়েছে। তাদেরকেও ব্রু-দের মতোই প্যাকেজ দিতে হবে।

এদিন তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ব্রু শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনের বদলে ত্রিপুরায় পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করেছে। সাথে তাদের জীবন জীবিকার জন্য প্যাকেজও ঘোষণা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ত্রিপুরা সরকারকে তাদের জমি বন্দোবস্ত করার জন্য ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে, কাঞ্চনপুরে বিভিন্ন সময়ে উদ্বাস্তু পরিবারগুলির একই ধরনের সহায়তা প্রাপ্তির অধিকার রয়েছে।

তাঁর কথায়, ওই উদ্বাস্তু পরিবারগুলি ভিটেমাটি ছাড়া হয়েছেন। সম্প্রতি বনধে ৯০টি বাঙালি পরিবার হিংসার শিকার হয়েছিলেন। তাঁরা আনন্দবাজার থানায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, তাদের নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত করতে হবে। এদিকে, কাঞ্চনপুরে দাঙ্গা ছড়ানো হচ্ছে বলে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগ খন্ডন করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৬ ◻ সংখ্যা ১০১ ◻ ১৯ জানুয়ারি ২০২০ইং ◻ ৪ মাঘ ◻ রবিবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

আসন বাড়িতেছে এডিসিতে

এডিসি গঠিত হইয়াছে উপজাতিদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং তাহাদের স্বশাসনের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা। এরাজ্যে ৭ম তপশিল মোতাবেক গঠিত এডিসি পথ চলা শুরু করিয়াছিল। তাহার পর এই এডিসিকে নিয়া কত না রাজনৈতিক তরজা দেখিতে হইয়াছে। রাজ্যে তখন উগ্রপন্থীদের রমরমা। টিএনভির ত্রাস রাজ্য জুড়িয়া। স্বাধীন ত্রিপুরার দাবীতে পাহাড়ে বন্দুকের দাপাদাপি, বারুদের গন্ধে আতংক ও দুর্বিষহ জীবন চলিয়াছে। স্বাধীন ত্রিপুরার জন্য বন্দুকবাজরা নির্বিচারে মানুষের রক্ত পান করিয়াছে। ১৯৮০ সালে ভ্রাতৃঘাতি দাঙ্গায় জাতি উপজাতির মধ্যে অবিশ্বাসের বাতাবরণ দেখা গিয়াছিল। তাহা কাটাইয়া উঠিতে দীর্ঘ সাধনা করিতে হইয়াছে। ১৯৮৮ সালে রাজ্যে কংগ্রেস জোট রাজ্যের ক্ষমতায় আসীন হইবার পর স্বাধীন ত্রিপুরার উগ্রবাদীরা স্বাভাবিক জীবন আসে। দিল্লীতে টিএনভি চুক্তি হয়। সেই চুক্তির অন্যতম বিষয় ছিল এডিসিতে সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিল চালু করিতে হইবে। সেদিন হিরো বিজয় রাংখল বীরদর্পে অস্ত্র দলবল সহ আত্মসমর্পণ করেন। সেই চুক্তি রূপায়ণ হইয়াছে। এডিসিতে ষষ্ঠ তপশিল চালু হইয়াছে। তবু, উপজাতিদের ভাগ্য পরিবর্তনে সহায়ক হয় নাই। আরও ক্ষমতা আরও স্বশাসনের দাবী উঠিয়াছে। স্বাধীন ত্রিপুরাকে বিসর্জন দিয়া পৃথক রাজ্যের দাবীতে রাজ্যে দাপাদাপি চলিতেছে। দাবীর বহর যত বাড়িতেছে ততই রাজনীতির হাত ধরিয়া তাহাই নতুন ভঙ্গীতে হাজির হইতেছে। স্বাধীন ত্রিপুরার রক্ত ঝরাইবার রাজনীতির কারণে এডিসিতে যে প্রাপ্য মিটিয়াছে তাহার চাইতে এই মুহূর্তে তো এডিসির জয়জয়কার। এডিসিতে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল চালু হইতে যাইতেছে। রাজ্য সরকার কেন্দ্রের প্রস্তাব পাইয়াই রাজ্য এই টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের অনুমোদন দিয়া রাখিয়াছে। আর শুক্রবার রাজ্য বিধানসভায় এডিসিতে ত্রিশ আসনের জায়গায় পঞ্চাশ আসন প্রস্তাব অনুমোদন দিয়া কেন্দ্রের অনুমোদনের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন।

এডিসি যখন টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের অনুমোদন পাইয়া যাইবে তখনই রাজ্যে উপজাতি রাজনীতির নতুন টেকনিক বুঝিয়া নিতে হইবে। সেই লক্ষ্যেই এডিসির ত্রিশ আসনের স্থলে পঞ্চাশ আসনের প্রস্তাব অনুমোদন দিয়াছে রাজ্য বিধানসভা। উপজাতিদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবে সুযোগ সুবিধা কি দেওয়া যাইবে তাহারও নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট ঘোষণা থাকিবে। এরাজ্যের উপজাতি রাজনীতি বড় আঁকাবাঁকা পথে আগাইয়াছে। তাহার স্থিরতা কিভাবে আসিবে, সাধারণ মানুষ সেখানেই ভাবিত। ত্রিপুরায় রিয়াং শরণার্থীর সংখ্যা ৩৫ হাজার। তাহারও তো ত্রিপুরায় ভোটার তালিকার নাম তুলিতে হইবে। রাজ্যে উপজাতি জনসংখ্যা এক ধাপে ৩৫ হাজার বাড়িয়া গেল। ইহা রাজ্যের উপর বাড়তি চাপ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ত্রিপুরায় এডিসি নিয়া একের পর এক নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঘটনা ইহাই বুঝাইতে চাহিতেছে যে, উপজাতি রাজনীতি সম্পর্কে কেন্দ্র রাজ্য অনেক বেশী সচেতন। রাজ্যের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া তো নতুন তথ্য সংযোজন করিয়াছেন যে রিয়াং শরণার্থীরা মূলত ত্রিপুরার বাসিন্দা। ডুম্বুরে গোমতি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়ণের সময় তাহারা বাস্তুচ্যুত হইয়া মিজোরামে পাড়ি দিয়াছিল। ইতিহাস ঘাটিলে আরও তথ্যের সন্নিবেশ হইবে। সোজা কথায় এডিসিকে আরও বেশী অর্থবহ করিয়া উপজাতিদের মধ্যে প্রভাব প্রতিপত্তির কিভাবে প্রতিষ্ঠা দেওয়া যায় তাহারই প্রবল বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হইবে না। এখন সবচাইতে বড় প্রয়োজন দেখা দিয়াছে রাজনৈতিক নেতাদের পুনর্বাসন। এডিসির আসন বাড়িলে আরও কুড়ি জনকে সেখানে জায়গা দেওয়া যাইবে। এডিসির বহর যত বাড়িবে ব্যয়ও তো সেই হারে বাড়িয়া যাইবে। ক্ষমতা বাড়িলে সেই ক্ষমতা রূপায়ণের জন্য বিপুল অর্থরাশিও ব্যয় হইবে। তবু, হাঁটুভাঙ্গা এডিসির চাইতে মেরুদন্ড সোজা করিয়া চলিবার শক্তিই বড় কথা। এডিসিকে সেই জায়গায় নেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে। এডিসি নির্বাচনের দিন আগাইয়া আসিতেছে। ততই এডিসির ক্ষমতার বহর বাড়িবে। ত্রিশ আসন হইতে হইবে পঞ্চাশ আসন। হয়তো এডিসি উন্নীত হইবে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলে। এত কিছুর পরেও কি মন গলিবে পৃথক রাজ্যের দাবীদারদের। আজ নতুন করিয়া এডিসির রাজনীতিও সাজিতে পারে। নতুন চিন্তা নতুনভাবনায় এডিসি ভবিষ্যতের পথে।

অসম প্রদেশ বিজেপি সভাপতি পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফের নির্বাচিত রঞ্জিতকুমার দাস

গুয়াহাটি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সর্বসম্মতিক্রমে দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র অসম প্রদেশ সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন সরভোগের বিধায়ক রঞ্জিতকুমার দাস। স্থানীয় শংকরদেব কলাক্ষেত্রের মিলনায়তনে শনিবার এক অনাড়ম্বড়পূর্ণ অনুষ্ঠানে তাঁকে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করেছেন দলের কেন্দ্রীয় নেতা তথা পেট্রোলিয়ামমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান।

নির্ধারিত সময় শংকরদেব কলাক্ষেত্রের মিলনায়তনে জেলা, প্রদেশ এবং কেন্দ্রীয় স্তরের দলীয় নেতাদের উপস্থিতিতে রঞ্জিতকুমার দাসের নাম পরবর্তী তিনবছরের মেয়াদের জন্য প্রদেশ সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করেছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। রঞ্জিত দাসের নাম পরবর্তী মেয়াদের জন্য ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে দলীয় কার্যকর্তায় ঠাসা প্রেক্ষাগৃহ তাঁর এবং ভারতমাতার জয়ধ্বনী ও করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। নয়া সভাপতি নির্বাচনী অনুষ্ঠানে অন্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-এর আহ্বায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, মন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য-সহ আরও কয়েকজন দলীয় মন্ত্রী-সাংসদ-বিধায়ক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাঞ্জিতকুমার দাস গত ২০১৭ সালের ৩০ জানুয়ারি অসম প্রদেশ বিজেপি-র সভাপতি হিসেবে নিয়োজিত হয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে অসমে বিজেপি অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছিল। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল বেরোনোর পর তাঁর নেতৃত্বের প্রতি দলের হাইকমান্ডের আস্থা আরও বেড়ে গিয়েছিল। তাই আগামী ২০২১ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনেও তাঁর নেতৃত্বেই বিজেপিকে ময়দানে নামিয়ে লড়াই করাতে চায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

সরকারি চাকরি ছেড়ে গত ১৯৯২ সালে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন রঞ্জিতকুমার দাস। এর পর ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বরপেটা জেলার সরভোগ আসনে দলীয় টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হয়েছিলেন দাস। ওই সময়কালে বিধানসভায় দলের উপনেতা ছিলেন। এর পরের মেয়াদে ২০১৬ সালে একই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিধায়ক নির্বাচত হন রঞ্জিত দাস। রাজ্যে গঠিত হয় বিজেপি-জোট সরকার। তখন বিধানসভার অধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হন। কিন্তু ওই বছরই ২৫ ডিসেম্বর অসমে দলের নেতৃত্ব নিতে কেন্দ্রীয় নেতাদের ইচ্ছানুসারে অধ্যক্ষ পদে ইস্তফা দেন। পরের বছর ২০১৭ সালের ৩০ জানুয়ারি রঞ্জিতকুমার দাস অসম বিজেপি-র সভাপতির দায়িত্ব নেন। আজ আবার একই দায়িত্ব দিয়েছেন দলীয় জেলা, মণ্ডল এবং প্রদেশস্তরের কার্যকর্তারা।

বিহার : খোদ বিচারকের কাছে তোলাবাজির হুমকি

পাটনা, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : খোদ বিচারকের কাছে ১০ লক্ষ টাকা তোলা আদায়ের হুমকি দিল তোলাবাজরা। এই ঘটনাকে ঘিরে এখন চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে বিহারের মুজাফফরপুরে।

অপরাধীদের হুমকি, ১০ লক্ষ টাকা না পেলে আদালতে ঢুকে বুকে সাতটি বুলেট বিদ্ধ করা হবে। মুজাফফরপুরের এক বিচারকের কাছে চিঠি দিয়ে এমনই হুমকি দিল তোলাবাজরা। প্রশাসন এই খবর পাওয়া মাত্রই নড়েচড়ে বসেছে। পুলিশ অভিযোগ দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। ওই চিঠির খামে উল্লেখিত ঠিকানা ও একটি মোবাইল নম্বরেও উল্লেখ করা রয়েছে।

দিল্লির বায়ুদূষণ-দায়ী মানুষই

গৌতম পাল

দিল্লি ভারতের ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিয়ন। নতুন দিল্লি সহ মোট ১১টি জেলা নিয়ে দিল্লি গঠিত। নতুন দিল্লিই বারতের রাজধানী শহর। উল্লেখ্য দিল্লি পৃথিবীর মধ্যে ষষ্ঠ দূষিততম শহর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ, প্রাকৃতিক সম্পদের যথেষ্ট অপচয় এবং ভায়াবহ দূষণ দিল্লির বাসোপযোগী মানাঙ্ক হ্রাসের কারণগুলির মধ্যে। অন্যতম। অতি সম্প্রতি দূষণজনিত কারণে দিল্লির বাতাসের স্বাভাবিক গুণমান আতঙ্কাজনক মানে নেমে গেছে। বিশেষত শীতকালে, দিল্লির সমগ্র দিল্লি সন্ধ্যার পর থেকে সারারাতি এবং পরের দিন প্রাক সকাল পর্যন্ত স্মগ (ধোঁয়া এবং কুয়াশার মিলনে তৈরি হয়) ঘন চাদরে ঢাকা থাকে। দৃশ্যমানত ভীষণভাবে কমে যাচ্ছে এবং প্রশ্বাস-নিঃশ্বাসে বিঘ্ন ঘটছে। ফলে ওই সময় মানুষ বাড়ির বাইরে বেরোতে পারছে না। সবাই, একমত, দিল্লির বাতাসে রঅতি সঙ্কটজনক দূষণই এই ভয়াবহাতা তৈরি করেছে।

শহরে বায়ুদূষণের একটি অন্যতম মুখ্য কারণ ডিজেল বা পেট্রোল চালিত বিপুল সংখ্যক মোটরগানি বা পরিযান (বাস, ট্রাক, ছোট ব্যক্তিগত বা বাণিজ্যিক মোটরগানি এবং অটো রিকশা প্রভৃতি) থেকে বেরনো বিষাক্ত বর্জ্য গ্যাস (হাইড্রোকার্বন, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড) এবং বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা (পাটিকুলেট ম্যাটার)। নতুন দিল্লির ব্যাপ্তি এবং গুরুত্ব অনুসারে অন্যান্য শহরের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক পরিযান প্রতিদিন চলাচল করে। স্বভাবতই দিল্লির বায়ুদূষণে পরিযানের অবদান সবচেয়ে বেশি। এই কারণে দিল্লির বায়ুদূষণ হ্রাস করার জন্য বিগত কয়েক বছরে প্রশাসনিক উপায়ে পরিযানগুলোকে ডিজেল বা পেট্রোলের পরিবর্তে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে সিএনজির (কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস) ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিদিন দিল্লির রাস্তায় চলাচলকারী পরিযানের সংখ্যা কমানোর জন্য নির্দিষ্ট দিনে কেবলমাত্র জোড় বা বিজোড় রেজিস্ট্রেশন নাম্বারযুক্ত পরিযান বা মোটরগাড়িগুলিকে চলাচলের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। তা সত্ত্বেও শীতকালে দিল্লির দূষণ কমছে না, বরং ক্রমশ বাড়ছে। সন্ধ্যায় এবং রাতে স্মগ সংগঠনের সংখ্যা ও তীব্রতা দুইই বাড়ছে। অজুহাত খাড়া করা হচ্ছে হরিয়ানা ও পাঞ্জাবেরকৃষকদের শস্য অবশেধ পোড়ানোর ধোঁয়াই বাতাসের মাধ্যমে দিল্লির আকাশে ভেসে আসছে এবং সন্ধ্যায় স্মগ তৈরি করছে এবং দিল্লির দূষণের মাত্রাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। দিল্লির দূষণে পরিযান এবং পরিযানের সংখ্যার ভূমিকা থাকলেও পঞ্জাব ও হরিয়ানার শস্য অবশেষ পোড়ানোর ধোঁয়ার ভূমিকা অতি নগণ্য বা নেই বললেই চলে। কারণ আবহমান কাল ধরে কৃষকেরা শস্য-অবশেষ পোড়ায়। এই সময় উৎপন্ন ধোঁয়া স্থানীয় ক্ষেত্রে কিছুটা দূষণ তৈরি করলেও দিল্লির আকাশে পৌঁছনোর বহু আগেই বাতাসে লঘুকৃত হয়ে যায়। হতে পারে দিল্লির দূষণের প্রকৃত কারণ এখন ও চিহ্নিত করা যায়নি বা কারণ জানা থাকলেও তা ইচ্ছাকৃতভাবেই গোপন করা হচ্ছে দোষ ঢাকার জন্য। আসলে দিল্লি এবং দিল্লির চারপাশে উপ-শহরগুলির ভূপৃষ্ঠীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ত্রুটিপূর্ণ রূপান্তরজনিত কারণে স্থানীয় জলবায়ুর অসংশোধনযোগ্য পরিবর্তনই দিল্লির বায়ুদূষণ জনিত সমস্যার প্রকৃত কারণ। দিল্লির বায়ু দূষণের এই মনুষ্যকৃত কারণটি

সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছি।

নির্দিষ্ট একটি সময়ে কোনও একটি স্থানের জলবায়ু নির্ভর করে মুখ্যত ওই স্থানের অক্ষাংশগত অবস্থান ও উচ্চাতা গড় ভূপৃষ্ঠীয় তাপমাত্র, বায়ু প্রবাহের প্রকৃতি ও অভিমুখ, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, আর্দ্রতা এবং ভূপৃষ্ঠীয় চারিত্রিক প্রকৃতির উপর। দিল্লির জলবায়ুও উক্ত শর্তগুলির দ্বারা নির্ধারিত হয়। বিষুবরেখা থেকে মাত্র ২৮ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে দিল্লি অবস্থিত এবং মসুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দিল্লির গড় ভূপৃষ্ঠীয় উচ্চতা প্রায় ২১৬ মিটার (৭০৯ ফুট)। দিল্লি গড় ভূপৃষ্ঠীয় তাপমাত্রা নির্ধারিত হয় দিল্লির অক্ষাংশগত অবস্থান (কারণ অক্ষাংশ ভেদে সূর্যরশ্মির আপতন পরিবর্তিত হয়) বায়ু প্রবাহের প্রকৃতি ও অভিমুখ, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, ভূপৃষ্ঠীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং হিমালয় নিকটবর্তিতা প্রভৃতির শর্তের উপর। শীতকালেই দিল্লির বায়ুদূষণ সমস্যা সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়। ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি মাসটাই মূলত দিল্লির শীতকাল। শীতকালে দিল্লির গড় সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকে যথাক্রমে ২২ ডিগ্রি এবং ৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (বিমালয়ের সন্নিকট বলে)। শীতে দিল্লির জলবায়ুকে প্রভাবিত করে দক্ষিণ পশ্চিমি বাতাস এবং পশ্চিমি ঘূর্ণিঝড়। পশ্চিম ঘূর্ণিঝড় ভুমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে তৈরি হয় এবং পশ্চিম দিক থেকে পূর্বদিকে (দিল্লির দিকে) প্রবাহিত হয়। এই পশ্চিমি ঘূর্ণিঝড়ের কারণেই শীতকালে দিল্লিতেই বৃষ্টিপাতের ঘটনা ঘটে। উত্তর মেরু থেকে ঠাণ্ডা বাতাস দিল্লিতে প্রবেশ করে পশ্চিম ঘূর্ণিঝড়ের কারণেই। উত্তর মেরুর ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশের ফলে তখন দিল্লির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা অনেকটাই কমে যায় (এই সময়ে হিমালয়ে তুষারপাতও ঘটে উত্তর মেরু অঞ্চলের ঠাণ্ডা বাতাস ভারতে প্রবেশর ফলে)।

যে কোনও স্থানের মতো দিল্লিরও ভূপৃষ্ঠায় গড় তাপমাত্রা নির্ধারণে দিল্লি ও দিল্লির সন্নিকটস্থ উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে অবস্থিত হরিয়ানার অঞ্চলগুলিও (পানিপথ, বাগপত, বাহাদুরগড়ষ গুরগ্রাম, ফরিদাবাদ প্রভৃতি) এবং পূর্বে অবস্থিত উত্তবপ্রদেশের অঞ্চলগুলির (গাজিয়াবাদ, নয়ডা, মেরঠ প্রভৃতি) ভূপৃষ্ঠের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কারণ, ভূপৃষ্ঠীয় শর্ত বা বৈশিষ্ট্যগুলি ভূপৃষ্ঠে আপতিত সূর্যকিরণকে প্রথিফলিত করে মহাকাশে ফেরত পাঠাতে মুখ্য ভূমিকা নেয় (এই প্রাকৃতিক ঘটনাটিকে অ্যালবেডো বলা হয়)। ভূপ্রকৃতিগতভাবে দিল্লির ভূপৃষ্ঠ তিন ধরনের ভূপ্রকৃতি নিয়ে গঠিত, পূর্ব থেকে পশ্চিমে এগুলি যথাক্রমে যমুনার বন্যাতল, সমতল এবং শৈলশিরা (আরাবল্লি পর্বতশিরা)। দিল্লির ভূপৃষ্ঠের ঢালটা পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিস্তৃত। দিল্লি ক্যাপিট্যাল রিজিয়ন হওয়ায় রাজধানী নতুন দিল্লিসহ দিল্লির পুরো ভূপৃষ্ঠতলই নিবিড়ভাবে নগরায়িত। পাকা রাস্তা, ফ্লাইওভার, ইট এবং কংক্রিটের বাড়িঘর, রেলওয়ে স্টেশন, এয়ারপোর্ট এবং অন্যান্য পাকা কাঠামোর দ্বারা প্রায় পুরোটাই আচ্ছাদিত। অরণ্য আচ্ছাদন নামমাত্র, কৃষি আচ্ছাদন এবং প্রাকৃতিক জলাশয় প্রায় শূন্য। তাই দিল্লির এই কৃত্রিম ভূপৃষ্ঠতল দিনের সময় অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণ সূর্যকিরণ শোষণ করছে (কারণ উক্ত ভূপৃষ্ঠীয় বৈশিষ্ট্যগুলির অ্যালবেডোর মান অরণ্য, কৃষি আচ্ছাদন এবং অনাবৃত ভূমির তুলনায় কম) এবং সন্ধ্যায় অতি দ্রুত তাপ বিয়োজন করছে। ফলে দিনের সময়ের দিল্লির তাপমাত্রা বেশি থাকায় এবং রাতে তাপমাত্রা বেশি থাকায় এবং রাতে তাপমাত্রা অতি দ্রুত কমে যাচ্ছে। দিনে ও রাতে দিল্লির গড় ভূপৃষ্ঠীয় তাপমাত্রার এই অনাবশ্যক বৈপরিত্য দিল্লির স্থানীয় জলবায়ুকে, বিশেষ করে শীতকালের জলবায়ুকে অসংশোধনযোগ্য পর্যায়ে পরিবর্তিত করেছে। দিলির জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য শুধু দিল্লির নগরায়ণই দায়ী নয়, দিল্লির পরিপার্শ্বস্থ হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশের উপশহরগুলিও দিল্লি দূষণের জন্য দায়ী। বিগত দশ বছরে নয়ডা, গাজিযাবাদ, মেরঠ, বাহাদুরগড়, গুরুগ্রাম, ফরিদাবাদ, পানিপথ, বাগপত প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষিজমি, অরণ্য বা প্রাকৃতিক ভূ-চবিত্রের জলবায়ুগত গুরুত্ব বিবেচনা না করে নিবিড়ভাবে নগরায়ণ ঘটনানো হয়েছে। গড়ে উঠেছে বহুতল গগনচুম্বী অট্টালিকা, রাস্তাঘাট, মল, বিনোদন স্থান এবং অন্যান্য সম-পরিকাঠামো। এই স্থানগুলির পরিবর্তিত জলবায়ু ও দিল্লির জলবায়ুর পরিবর্তনের অনুঘটক হিসাবে কাজ করছে।

পশ্চিমে গুরুগ্রাম ও পূর্বে নয়ডা, গাজিয়াবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে গগনচুম্বী অট্টালিকা সহ নিরবচ্ছিন্ন নগরায়ণের কারণে শীতকালে দিল্লির আকাশ বরাবর দক্ষিণ-পশ্চিমি বাতাসের উত্ততর-পূর্বে আনুভূমিক প্রবাহে ব্যাঘাত ঘটছে। ফলে দিল্লির ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বাতাস দিল্লিতেই অবরুদ্ধ হয়ে থাকছে। পড়ন্ত বিকেলে ও সন্ধ্যায় দিল্লির দূষণ পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করছে, কারণ সন্ধ্যার পর থেকে পরবর্তী দিনের সকাল পর্যন্ত তাপমাত্রার বৈপরীত্যের কারণে দিল্লির ভূপৃষ্ঠা সংলগ্ন বায়ুর উলম্ব প্রবাহ (ভূপৃষ্ঠ থেকে আকাশেণ দিকে) সম্ভব হচ্ছে না। একদিকে বায়ুর আনুভূমিক প্রবাহ ঠিকমতো হতে না পারা এবং অন্যদিকে বায়ুর উলম্ব প্রবাহ না থাকায় উৎস থেকে দিল্লির ভূ পৃষ্ঠ সংলগ্ন বাতাসে নিক্ষিপ্ত দূষক (ধূলিকণা, ধোঁয়া ও গ্যাসীয় দূষক) দিল্লির ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বাতাসেই জমা থাকছে। বায়ুর প্রবাহের মাধ্যমে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারছে না। এছাড়া তাপমাত্রার বৈপরীত্যের কারণে দিল্লির ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলে 'ফগ' (বাতাসের জলীয় বাষ্প ঘণীভূত হয়ে জলকণা তৈরি করে এবং জলকণার বায়ু নিঃসরণে ফগ উৎপন্ন হয়। বাতাসের এই অবস্থাকে অ্যারোসল বলে) তৈরি হয়। উৎপন্ন ফগ এবং ধোঁয়াণ (ধূলিকণা ও গ্যাস) মিলনে স্মগ তৈরি হচ্ছে। এই স্মগই শীতকালে দিল্লির দূষণ তীব্রতারজন্য মূলত দায়ী। স্মগের কারণেই বায়ুর দৃশ্যমানতা ভাষণভাবে কমে যাচ্ছে এবং মানুষের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

এবার আসা যাক 'তাপমাত্রার বৈপরীত্য' প্রসঙ্গে। কারণ দিল্লির বায়ুমণ্ডলে ঘটমান তাপমাত্রার বৈপরীত্যই শীতকালের রাতে দিল্লির দূষণ ভয়াবহতার মূল কারণ। তাপমাত্রার বৈপরীত্য ঘটছে পড়ন্ড বিকাল বা সন্ধ্যার পর থেকেই। পূর্বেই উল্লেখ করেছি দিল্লির ভূপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক চরিত্রের প্রায় পুরোটাই পরিবর্তিত হয়েছে। পুরোটাই কৃত্রিম এবং কংক্রিটের। ফলে সন্দ্যার প্রাক্কালে ভূপৃষ্ঠ অতি দ্রুত তাপ বিকিরণ করে শীত হয়ে পড়ছে। এই কারণে ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তরও দ্রুত শীতল হচ্ছে। কিন্তু উপরের বায়ুস্তরও দ্রুত তাপ বিকিরণ করে শীত হয়ে পড়ছে। এই কারণে ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তরও দ্রুত শীতল হচ্ছে। কিন্তু উপরের বায়ুস্তর তখনও ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তরের তুলনায় উষ্ণ থাকছে। অর্থাৎ দিল্লির ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন শীতল ও ভারী বায়ুস্তর উপরের অপেক্ষাকৃত উষ্ণও হালকা বায়ুর চাদরে ঢাকা পড়ছে। তাপমাত্রার বৈপরীত্য হচ্ছে। কারণ স্বাভাবিক ক্ষেত্রে ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তর তার উপরের বায়ুস্তরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত উষ্ণ থাকে এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে ক্রমশ উপরের দিকে বায়ুস্তর ঠাণ্ডা হতে থাকে। তাপমাত্রা বৈপরীত্যের কারণে দিল্লির ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন ভারী বায়ু উপরের দিকে বাহিত হতে পারছে না। পলে কলকারখানা ও যানবাহন নিঃসৃত ধোঁয়া ধূলিকণা ও গ্যাসীয় দূষক ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন শীতল বায়ুস্তরে জমতে থাকছে এবং স্মগ তৈরিতে সাহায্য করছে। ভোরে বা সকালের প্রথম দিকে সূর্যকিরণের তীব্রতা বেশি না থাকায় ওই সময় স্মগ ভেদ করে সূর্যালোক দিল্লির ভূপৃষ্ঠ পৌঁছতে পারছে না। কিন্তু সকালের পরবর্তী সময়ে তীব্র সূর্যালোক যখন ভূপৃষ্ঠ পৌঁছএচ্ছ তখন ভূপৃষ্ঠ ও ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তরের তাপমাত্রা বাড়ছে। এই সময় তাপমাত্রার বৈপরীত্য থাকছে না। ফলে ফগ এবং স্মগ দূরীভূত হচ্ছে। তীব্র সূর্যালোকের উপস্থিতিতে দিনের সময় ফগ এবং স্মগ তৈরির সুযোগ আর থাকছে না। সন্ধ্যায় পুনরায় তাপমাত্রার বৈপরীত্য ঘটছে এবং সেই কারণেই পুনরায় স্মগ তৈরি হচ্ছে। এই ঘটনা পুরো শীতকাল জুড়েই দিল্লিতে ঘটছে।

সুতরাং দিল্লির স্থানীয় জলবায়ুর পরিবর্তনই শীতকালে দিল্লির বায়ুদূষণেণ প্রধান কারণ। দিল্লির দূষণে ধানের গোড়া বা কৃষি অবশেষ পোড়ানোর বূমিকা নেই বললেই চলে। দূষণ বা স্মগ তৈরিতে অটোমোবাইল বা পরিযান নিঃসৃত ধোঁয়ার ভূমিকা থাকলেও সেগুলি ভূপৃষ্ঠীয় বায়ুস্তরে জমছে তাপমাত্রার বৈপরীত্য বা জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণেই ধোঁয়া বা দূষক দূরবর্তী বায়ুস্তরে ছড়িয়ে পড়তে পারছে না। দিল্লির দূষণ সমস্যা দূর করতে হলে অটোমোবাইলের সংখ্যা কমানোর সঙ্গে সঙ্গে দিল্লি এবং পরিপার্শ্বস্থ অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনকারী নির্মাণ থেকে বিরত থাকতে হবে। ভূমির প্রাকৃতিক চরিত্রের পরিবর্তন করা যাবে না। বায়ুর গতিপতে বহুতল অট্যালিকা নির্মাণ বন্ধ করতে হবে। অরণ্য সৃজন করতে হবে। কৃত্রিম জলাশয় তৈরি করতে হবে। কলকারখানাগুলিকে দিল্লি থেকে দূরে সরানোর প্রয়োজন। শুধু দিল্লি নয়, কলকাতার চারপাশে যেভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট করে নগরায়ণ হচ্ছে, বা বহুতল গগনচুম্বী অট্টোলিকা তৈরি হচ্ছে তাতে কলকাতার স্থানীয় জলবায়ুরও অসংশোধনযোগ্য পরিবর্তন হচ্ছে। এই ধারা বজায় থাকলে আগামী দিনে বায়ুদূষণের কবলে কলকাতাও বিপন্ন হবে, বিশেষত শীতকালে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

জনতা আধুনিক, আইন প্রাচীন

নীল সরকার

মোমবাতির শিখা যেভাবে হাওয়ায় কাঁপে, সাম্প্রতিক ভারতও ছাত্র আন্দোলনে ঠিক সেভাবেই কম্পমান। এই বিক্ষুব্ধ সময়ে সমালোচনায় আবারও তিরিবিদ্ধ প্রশাসনের 'বাজে ছেলে'—সেই পুলিশ। জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে ঢুকে পেটানোর অভিযোগ একদিকে, আর অন্যদিকে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে নীরবে তাণ্ডব চালাতে দেওয়ার খেসারত। উত্তরপ্রদেশের উন্মত্ত জনতার ভাঙচুর থামাতে পুলিশের গুলি চালানো। সম্পত্তি কত রক্ষা পেল তা অজানা, তবে অমূল্য তরতাজা জীবন ঝরে গেল অকালেই।

দোষ কার? অধিকাংশ নাগরিকই আঙুল তুলবেন পুলিশের দিকে। মোদ্দাকথা, পুলিশ শেই ইংরেজ জমানার মতো এই সাইবার যুগেই গণ আন্দোলন সামলাতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন, এতকাল পেরিয়েও কেন পুলিশ এখনও ব্যাপারে অসমর্থ?

প্রথমেই বলি, পুলিশের যা যা কার্যকলাপ, সবই আইন মোতাবেক। কিন্তু কোন আইন? আজ থেকে ১৮২ বছর আগের টমাস ব্যাবিংটন মেকলে-র তৈরি ফৌজদারি আইনি কাঠামোর সংস্কারের মাধ্যমে যে-আইন গৃহীত হয়েছে, সেই আইনকেই প্রাণভোমরা করে রাখা হয়েছে। যার সারকথা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থ। সেই আইন মূলত রোমান, শরিয়ত ও বিভিন্ন হিন্দু ন্যায়শাস্ত্র ও সংহিতার এক মিশ্রণ। অথচ আইন বিষয়টির সমাজের মধ্যে থেকে উঠে আসার নজির মোটেই বিরল নয়। যেমন সাহেবরা তাঁদের ইচ্ছায় ভারতীয়দের গড়েপিটে নিতে চেয়েছিলেন। কারণ তাতে তাঁদের শাসনে সুবিধা হবে। আর্থিক অভিলাষও পূর্ণ হবে।

ভেবে দেখুন, আইনরে কাঠামোটি সেই কোম্পানির আমলে গড়ে তোলা। যখন গণতান্ত্রিক সংবিধানের অধিকার ছিল চাঁদের ওপিঠের মতোই অজানা এক বস্তু। তাহলে প্রতর্কটি মূলত দাঁড়িয়ে দুই প্রান্তে আধুনিক মানসকিতার জনতা এবং প্রাচীন আইনের পুলিশ।, সেই কোম্পানি পর্ব পেরিয়ে স্বাধীন দেশের সংবিধান 'শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ'-এর অধিকার দিয়েচিল সংবিধানের ১৯ (১) (ঘ) ধারয়। সমাবেশ থেকে 'শান্তিপূর্ণ' শব্দটা কোনওপ্রকারে উবে গেলে আইনের প্রশ্ন ওঠে। কোম্পানির শাসন দূরের বস্তু, স্বাধীনতারও বয়স কম হল না। কিন্তু শাসন চলছে সেই মান্ধাতা আমলের আইনে। ফৌজদারি কার্যবিধিতে ১২৯-১৩১ ধারায় পরিষ্কার লেখা আছে কীভাবে বিশৃঙ্খল জনতাকে 'বেআইনি সমাবেশ' ঘোষণা করে লাঠি, গ্যাস গুলির মাত্রা চড়াতে হবে। এক্ষেত্রে থানার বড়বাবু ম্যাজিস্ট্রেটের অভাবে নিজেই সেই দায়িত্ব পালন করতে পারেন। এবং ১৩২ ধারা অনুযায়ী, বৃহত্তর স্বার্থে, সু-উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগ করলে তা কোনও 'অপরাধ' বলে গণ্য হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ ন্যূনতম হয়াই কাম্য। উদ্দেশ্য যে ভাল, তা কোন রসায়নাগারে জানা যাবে? এ ক্ষেত্রে জনতা নয়, প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গিতে পুলিশ ও জনতার আরচণ বিচার্য। আইন অর কিছু সুযোগ রেখেছে, যেমন নিজের বা অন্যের প্রাণ এবং সম্পত্তি রক্ষা। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৯৬-১০৫ ধারায় তা বিস্তারে লিখিত রয়েছে। অন্য উপায়চিট হল ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত। ধরা হয়, তৃতীয় পক্ষের তদন্ত হবে নিরপেক্ষ। নিন্দুকরা যদিও বলেন, সকলেই এক সরকারের অধীনে। ঠারেঠোরে আঙুল সরকারের দিকেই । এমন প্রেক্ষাপটকে আঁকড়ে, বিগত সাত দশকে পুলিশ কাজ করে এসেছে। সংবাদমাধ্যমও বিধিনিষেধের বেড়াকে মান্যতা দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করত। কিন্তু 'তৃতীয় চক্ষু' খুলে গেল আমজনতার স্মার্টফোন এসে পড়ায়। কিন্তু মানুষের উপস্থিত বুদ্ধি ও সংবেদনশীলতায় ধরা পড়ল সংবাদের নেপথ্যে থাকা সংবাদ। সমাবেশের ওই পুরনো সাবেক ধারণাটিও এখন আমূল বদলে গিয়েছে, এবং বদলে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া, স্মার্টফোনের হাত ধরেই। কিন্তু এই বদলের কতটুকু প্রভাব পড়ে পুলিশি কার্যকলাপে? আইনে? যৎসামান্যই। মারমুখী জনতাকে ঠেকাতে আইনানুযায়ী পুলিশের হাতে ছিল গ্যাস ও লাঠি। এবং চরম হামলার মুখে গুলি। এই পদক্ষেপ ঠিক না ভুল---সেটা তদন্তের বিষয়। জামিয়ার সংঘর্ষে এই আইন মেনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে প্রবেশ, যা জনমানসের সংবেদনশীলতায় আঘাত করেছে।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

শনিবার ইউজিসি আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী মঞ্চে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

দক্ষিণ অসমের আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী কচুরথলে ফের মিজো আগ্রাসন, তীব্র উত্তেজনা

হাইলাকান্দি (অসম), ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের হাইলাকান্দি জেলার কাটলিছড়া বিধানসভা এলাকার সীমান্তবর্তী কচুরতলে পুলিশের লোকজন নিয়ে ফের আগ্রাসন চালিয়েছে মিজোরামের কতিপয় সামাজিক সংগঠনের কর্মী।

গত দুদিন ধরে প্রতিবেশী রাজ্যের এই সব নাগরিক মিজোরাম পুলিশের কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ হাইলাকান্দির কচুরতলে অসমের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে একটি পুকুর খোদাই করছে।

তাঁর নির্বাচন এলাকা কাটলিছড়ায় আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী গ্রামে বেপরোয়া মিজো আগ্রাসনের খবর পেয়ে বিধায়ক সুজাম উদ্দিন লস্কর সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি সাউথ আসাম রেঞ্জের ডিআইজি দিলীপ দে এবং হাইলাকান্দির পুলিশ সুপার পবীন্দ্র কুমার নাথকে অবগত করে এদের প্রতিহত করার দাবি জানান। বিধায়কের কাছে ঘটনা শুনে হাইলাকান্দি পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছেন। কিন্তু অসম পুলিশের দল দেখেও আগ্রাসনকারীরা তাদের কুকর্ম থেকে বিরত হয়নি। শনিবার বিকেলেও তারা অসম ভূখণ্ডে কচুরতলের মাটিতে পুকুর খননের কাজ চালিয়েছে বলে জানা গেছে। এদিকে ঘটনা সম্পর্কে বিধায়ক সুজাম উদ্দিন লস্করের হুংকার, যদি অসম প্রশাসন মিজো আগ্রাসন রোধ করতে ব্যর্থ হয় হা-হলে তিনি তাঁর নির্বাচন এলাকার জনতাকে নিয়ে অসমের ভূমি রক্ষা করতে ঝাঁপাবেন। এ ধরনের আগ্রাসনকে কেন্দ্র করে হাইলাকান্দি জেলার অসম-মিজোরাম সীমান্তবর্তী কচুরতলে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, হাইলাকান্দির কাটলিছড়া এলাকার অসম সীমান্তে কচুরতলে এভাবে গত ২০১৮ সালের ৫ মে থেকে ১০ মে পর্যন্ত মিজো আগ্রাসনকারীরা অবৈধভাবে একটি ছাউনি তৈরি করেছিল। ১০ তারিখ মিজোদের তাড়াতে অসম পুলিশ প্রথমে লাঠিচার্জ এবং পরে কয়েক রাউন্ড গুলি চালালে কয়েকজন জখম হয়েছিল। এর পর উন্মত্ত মিজো হানাদারেরা অসমবাসীর তিনটি বসতঘর ভস্ম করে দিয়েছিল। ক্ষুব্ধ জনতা মিজোদের অবৈধভাবে নির্মিত ছাউনি অবশ্য ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছিলেন।

প্রায় দু-বছর আগের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পড়শি দুই রাজ্য সরকারের কাছে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট চেয়েছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এর পর অবশ্য জল অনেকদূর গড়িয়েছিল। কিছুদিন ক্ষান্ত থাকার পর আবার অপ্রত্যাশিতভাবে মিজোরামের কয়েকটি বেসরকারি সংগঠন ওই রাজ্যের পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে পুকুর খননে নামায় উদ্বেগ ছড়িয়ে জেলার ওয়াকিবহাল মহলে।

ধর্মীয় নিপীড়নে ভারতে আসা ৭০ শতাংশেরও বেশি মানুষ দলিত সম্প্রদায়ের : নড্ডা

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : পাকিস্তান ও বাংলাদেশে "ধর্মীয় নিপীড়ন" থেকে বাঁচতে ভারতে আসা ৭০ শতাংশেরও বেশি মানুষ দলিত সম্প্রদায়ের। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর দু:খ-বেদনা বুঝতে পেরে এখন তিনি নাগরিকত্ব সংশোধন আইন (সিএএ)-র মধ্যে দিয়ে উপকৃত করবেন। শনিবার ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জে পি নড্ডা এমনটাই জানালেন। শনিবার বিজেপি সদর দফতরে সিএএ বাস্তবায়নের জন্য ভারতীয় সমাজ সেবা সংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তপশিলি শ্রেণির শরণার্থীদের যারা পাকিস্তান থেকে জীবন বাঁচিয়ে এসেছেন তাদের নাগরিকত্ব দেওয়ার বিষয়ে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান নড্ডা। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার বিধান চালু ছিল, তবে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হওয়া ভোটব্যাংক রাজনীতির লোকেরা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান এবং পারসীদের সম্মানের জীবন যাপন করতে এসেছিল,সেই শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়নি। প্রকাশ্যে নিপীড়িত মানুষরাই একমাত্র পাকিস্তানকে ভালভাবে চেনেন, যাদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ভারত-পাকিস্তান বিভাজন আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক এবং দেশটির জন্য দুর্ভাগ্য। কংগ্রেস ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাগ করাকে মেনে নিয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, সর্দার প্যাটেল, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ থেকে ডঃ মনমোহন সিংয়ের কাছে পাকিস্তান-বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় নির্যাতিত সংখ্যালঘু শরণার্থীদের ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়ার পক্ষে ছিলেন, তবে কংগ্রেসের ভোট ব্যাংকের লোভ নাগরিকত্ব সংশোধন আইনের বিরোধিতা করে শরণার্থীদের প্রতি অবিচার করছে। তিনি বলেন, সিএএ এর অধীনে একই শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে, যারা ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ভারতে এসেছেন এবং ভারতে বসবাস করছেন। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ভারতের মুসলমানদের নাগরিকত্ব হারাবে, এধরনের দেশবিরোধী ভ্রম ছড়িয়ে পড়েছে। সিএএ হ'"ল নাগরিকত্ব প্রদানের আইন, নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার নয়।

রবিবার হাইস্কুল টেট, এই প্রথম ব্যবহার হবে জ্যামার

গুয়াহাটি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আগামীকাল ১৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে হাইস্কুল টিচার ইলিজিবিলিটি টেস্ট (টেট)। রাজ্যের মোট ১৪৮টি পরীক্ষা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে এই পরীক্ষা। প্রায় ৫৯ হাজার প্রার্থী আগামীকাল অনুষ্ঠেয় হাইস্কুল টেট-এ অবতীর্ণ হবেন।

বিভাগীয় এক সূত্র এই তথ্য জানিয়েছে বলেছে, হাইস্কুল টেট অনুষ্ঠিত করার জন্য রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে এ সংক্রান্ত ব্যবস্থা চূড়ান্ত করে ফেলেছে। বিশেষ করে, নির্ঝঞ্ঝাট, স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করতে বেশ কিছু কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এবারই প্রথম টেট-এর সব পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যবহার করা হবে 'জ্যামার'। পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রার্থীরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন, এ ধরনের অভিযোগের ভিত্তিতে এবার জ্যামার সংস্থাপনের পদক্ষেপ নিয়েছেন রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান কর্তৃপক্ষ।

জানানো হয়েছে, প্রার্থীর পাশাপাশি পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে মোবাইল ফোন-সহ ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করতে পারবেন না কোনও ইনভিজিলেটরও। শিক্ষা দফতরের এক শীর্ষ সূত্র জানিয়েছে, পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে দুই পরীক্ষার্থীর উপস্থিতি ও সাক্ষ্য গ্রহণের মাধ্যমে খোলা হবে প্রশ্নপত্রের সিল।

ইতিমধ্যে অসম সর্বশিক্ষা অভিযান মিশন-এর ওয়েবসাইটে হাইস্কুল টেট-এর প্রার্থীদের অ্যাডমিট কার্ড দিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রার্থীদের সুবিধার জন্য জেলাস্তরে অনুষ্ঠিত হবে টেট। মোট পাঁচটি ভাষা যেমন অসমিয়া, বাংলা, বড়ো, হিন্দি এবং মণিপুরি ভাষায় অনুষ্ঠিত হবে এই পরীক্ষা। মোট ২০০ নম্বরের পরীক্ষায় যোগ্যতা অর্জনের জন্য পরীক্ষার্থীকে ন্যূনতম ৬০ শতাংশ নম্বর লাভ করতে হবে। তবে তফশিলি জাতি, জনজাতি এবং অন্যান্য সংরক্ষিত শ্রেণিভুক্ত প্রার্থীরা বিধি অনুযায়ী রেহাই লাভ করবেন, জানিয়েছে বিভাগীয় সূত্রটি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ২২ ডিসেম্বর হাইস্কুল টিচার ইলিজিবিলিটি টেস্ট (টেট) হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইনকে কেন্দ্র করে ওই সময় অস্থির পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সূচি বদলে পিছিয়ে নেওয়া হয়েছিল নতুন বছরের ১৯ জানুয়ারি। গত ১৯ ডিসেম্বর সর্বশিক্ষা মিশন ডিরেক্টর নয়া সূচি জারি করে বলেছিলেন, রাজ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে হাইস্কুল টেট-এর সময়সূচি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, লোকসভা এবং রাজ্যসভায় নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল পাশ হওয়ার আগে থেকে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদী আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছিল অসমে। পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের মাধ্যমে বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যার ফলে মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোরও যাবতীয় পরীক্ষা সূচি বদল করে দেওয়া হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শুধুই ইট আর মর্টার বানানোর জায়গা নয় : সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : "বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শুধুই ইট আর মর্টার বানানোর জায়গা নয়।" সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) নিয়ে বিক্ষোভ, আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভূমিকা নিয়ে এভাবেই কটাক্ষ করলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শরদ অরবিন্দ বোবদে।

শনিবার মহারাষ্ট্রের নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে ভাষণ দিচ্ছিলেন দেশের প্রধান বিচারপতি শরদ অরবিন্দ বোবদে। সেখানেই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) নিয়ে বিক্ষোভ, আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভূমিকা নিয়ে সরব হন তিনি ঊ বললেন, "বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শুধুই ইট আর মর্টার বানানোর জায়গা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিছকই কলকারখানার প্রোডাকশান ইউনিটের মতো চলবে, এটাও প্রত্যাশিত নয়। সেগুলি অশান্তি সৃষ্টির কারখানা নয়।" বিচারপতি বোবদে এ দিন এও বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাছ থেকে সমাজের কিছু প্রত্যাশা থাকে। কিছু পাওয়ার থাকে। সেটাও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মাথায় রাখা উচিত।"

উল্লেখ্য, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)-এর বিরোধিতায় ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ), বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স (আইআইএসসি)-সহ দেশের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। তাঁরা পথে নেমে বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন। মিছিলে হেঁটেছেন, মিটিং-এ হাজির হয়েছেন। তাঁদের উপর পুলিশ ও বিজেপির ছাত্র সংগঠনের অত্যাচারেরও অভিযোগ উঠেছে। এই আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জড়িয়ে পড়াটা উচিত হয়েছে কি না, তা নিয়ে সরকারি মহলে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভূমিকার তীব্র সমালোচনাও হয়েছে।

সম্প্রসারিত অসম মন্ত্রিসভায় হিমন্তবিশ্ব শর্মার হাতে ফের শিক্ষা দফতর

গুয়াহাটি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : শনিবার দ্বিতীয়বারের মতো সম্প্রসারিত হয়েছে সর্বানন্দ সনোয়াল নেতৃত্বাধীন বিজেপি জোট সরকারের মন্ত্রিসভা। নয়া মন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন মাহমরার বিধায়ক যোগেন মোহন এবং তিনসুকিয়ার বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণ। তাঁরা দুজনেই প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। এর পর তাঁর মন্ত্রিসভার কিছুটা রদবদল করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল।

ছয়ের পাতায়

পূজার দিনে ভোট, পিছু হটল নির্বাচন কমিশন, পেছাল ঢাকা সিটি ভোট

মনির হোসেন, ঢাকা, জানুয়ারি ১৮।। পূজার দিনে ভোট না করার জোরাল দাবির মুখে পিছু হটে ঢাকা সিটি নির্বাচনের ভোটগ্রহণের তারিখ পরিবর্তন করেছে নির্বাচন কমিশন। পুনর্নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী, ঢাকার উত্তর ও দণি সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ভোটগ্রহণ হবে আগামী ১ ফেব্রুয়ারি। শনিবার সিইসি কে এম নূরুল হুদার নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনের জরুরি সভায় নতুন তারিখ ঠিক হয়। সিটি নির্বাচনের ভোট পেছানোয় এসএসসি পরীাও পিছিয়েছে। ১ ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে এখন ৩ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে এই পাবলিক পরীা। ৩০ জানুয়ারি ভোটের দিন রেখে গত ২২ ডিসেম্বর ঢাকার দুই সিটির নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছিল ইসি।

ওই দিন সরস্বতী পূজা বলে তফসিল ঘোষণার পরপরই তার বিরোধিতা করেছিল পূজা উদযাপন পরিষদ ও হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদও ভোটের দিন পরিবর্তনের দাবি জানায়। কিন্তু তা আমলে নেয়নি ইসি। এরমধ্যে ভোটের তারিখ পরিবর্তনে হাই কোর্টে রিট আবেদন হলে তা খারিজ হয়ে যাওয়ার পর ইসি ৩০ জানুয়ারি ভোট করার বিষয়ে আরও শক্ত অবস্থান নেয়। ইসির প থেকে যুক্তি দেখানো হয়েছিল, ৩০ জানুয়ারিই ভোটগ্রহণের জন্য 'উপযুক্ত' দিন। কারণ তার পরের দিন ৩১ জানুয়ারি শুক্রবার বলে সেদিন ভোটগ্রহণের নজির নেই। এরপর ১ ফেব্রুয়ারি এসএসসি পরীা শুরু হবে বলে প্রায় এক মাস আর ভোট করা যাবে না। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিার্থী অনশন শুরু করলে এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ কর্মসূচি ঘোষণা করলে ভোটের দিন বদলের দাবি জোরাল হয়ে ওঠে। আওয়ামী লীগসহ অপরাপর রাজনৈতিক দলগুলো জানায়, ভোটের তারিখ পরিবর্তনে তাদের আপত্তি নেই। প্রধান প্রধান প্রার্থীরাও ভোটের তারিখ পরিবর্তনের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে ইসিকে আহ্বান জানায়।

বঙ্গোপসাগর থেকে ২ ট্রলারসহ ভারতীয় ২৬ জেলে আটক

মনির হোসেন,ঢাকা,জানুয়ারি ১৮।। বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ জলসীমায় অবৈধপ্রবেশ ও আন্তর্জাতিক সীমানা আইন লঙ্ঘন করে মাছ শিকারের অপরাধে ভারতীয় ২৬ জেলেকে আটক করেছে নৌবাহিনী। শনিবার বিকেলে মোংলা বন্দরের অদূরে ফেয়ারওয়ে বয়া এলাকা থেকে ট্রলারসহ এ জেলেদের আটক করা হয়। এ সময় এফ বি শঙ্খ প্রদীপ ও মা মঙ্গল নামের দুইটি ফিশিং ট্রলার ও বিভিন্ন প্রজাতির বিপুল পরিমাণ সামুদ্রিক মাছ জব্দ করে নৌবাহিনীর সদস্যরা। পরে সন্ধ্যায় আটক জেলেদের মোংলা থানায় হস্তান্তর করেছে নৌবাহিনী। জেলেদের বাড়ি ভারতের চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন এলাকায়। মোংলা থানার

ছয়ের পাতায়

কলকাতা পুর ভোটেও রাম-বাম জোট ! তৃণমূলকে রুখতে বিজেপির সঙ্গ চায় সিপিএম

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.): কলকাতা পুরসভায় ভোটের বাদ্যি শুরু হতেই শুরু হয়ে গিয়েছে হরেক জল্পনা। কোন আসনে, কে টিকিট পাবেন, অন্য দলের সঙ্গে সমঝোতার গতিপ্রকৃতি, এ সবের দিকেও নজর অনেকের। এর মধ্যে শনিবার বিতর্ক উস্কে দিল এক সিপিএম নেতার প্রকাশ্য বিবৃতি। পরোক্ষে বুঝিয়ে দিলেন, দলের শীর্ষ নেতাদের চোখ রাঙানিতে যে আদৌ তাঁরা গেরুয়া সঙ্গলাভের সুযোগ হাতছাড়া করবেন না

গত পঞ্চায়েত ও লোকসভা ভোটে কোথাও বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে সরাসরি রাস্তায় নেমেছিলেন সিপিএমের নিচুতলার নেতা-কর্মীরা, আবার কোথাও গোপনে সহযোগিতা করেছিলেন। অন্য ভাষায়, নিচুতলায় গেরুয়া আর লাল পতাকা মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। পরিসংখ্যান বলছে, সিপিএমের ভোট কমেছে, তা গিয়েছে বিজেপির ইভিএমে। সিপিএমের তথাকথিত গেরুয়া বান্ধবদের গোপন কম্মোটি অবশ্য গোপন থাকেনি। অস্বস্তিতে পড়ে বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে লোকদেখানো শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নিয়েছিলেন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের নেতারা।

সিপিএমের কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কল্লোল মজুমদার সিপিএমের অন্দরে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের তীব্র বিরোধী হিসেবেই পরিচিত। শনিবার তিনি খোলাখুলি তাঁর ভাবনা জানিয়ে দিলেন। সাংবাদিক বৈঠকে কোনও রাখঢাক না রেখে জানিয়ে দিলেন "তৃণমূলকে রুখতে বিজেপি কর্মীরা যদি সঙ্গে আসেন তাতে কোনও আপত্তি নেই।" সিপিএমের কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদকের এমন বিজেপি প্রীতি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক শুরু হয়েছে।

কল্লোলবাবুর কথায়, "তৃণমূলকে রোখার জন্য সমস্ত শক্তিকে জড়ো করব। পঞ্চায়েত ভোটে জনগণ রাস্তায় বেরিয়েছিল। কোথাও লাল পতাকা কোথাও আবার তেরঙা নিয়ে বেরিয়েছে। বিজেপির লোকও ছিল। কলকাতা পুর ভোটে বিজেপি কর্মীরা আসলে আপত্তি নেই।"

কলকাতায় একসময়ে যথেষ্টই শক্তিশালী হলেও গত ৮-১০ বছর ধরে সিপিএম দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়েছে। কার্যত অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। আসন্ন পুরভোটে দল অপ্রত্যাশিত ফল যে করবে না, তা ধরেই নিয়েছেন দলের কলকাতা জেলা কমিটির পদাধিকারীরা। তবুও তৃণমূলকে রোখার জন্য চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখছেন না তাঁরা। আর তার জন্য কট্টর হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপিকে অচ্ছ্যুত করে রাখতে চাইছেন না তাঁদের অনেকে। শেষ পর্যন্ত কোথাকার জল কোথায় গায়, সেটাই দেখার।

যোরহাটে উদ্ধারকৃত চিতাবাঘের মৃত্যু কাজিরঙায়

কাজিরঙা (অসম), ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : যোরহাট জেলার এক চা বাগান থেকে উদ্ধারকৃত চিতাবাঘের শনিবার সকালে মৃত্যু হয়েছে কাজিরঙার বন্যপ্রাণী পুনর্সংস্থাপন ও সংরক্ষণ কেন্দ্রে।

গতকাল ১৭ জানুয়ারি পুরুষ প্রজাতির পূর্ণবয়স্ক চিতাটিকে ট্র্যাংকুলাইজড করে চিকিৎসার জন্য কাজিরঙার বন্যপ্রাণী পুনর্সংস্থাপন ও সংরক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়েছিল। রাতের দিকে কাজিরঙায় নিয়ে আসার পর তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। গোটা রাত প্রযোজনীয় চিকিৎসাও প্রদান করা হয়েছিল তাকে। কিন্তু পশু চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে আজ শনিবার সকালে চিতাটির মৃত্যু হয়। পরে পানবাড়ি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মদারজুড়ি ফরেস্ট ক্যাম্প চত্বরে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের গবেষণা আধিকারিক রবীন্দ্র শর্মা এবং বোকাখাতের ডিএফও তরুণ গগৈয়ের উপস্থিতিতে তার ময়না তদন্ত করে বন্যপ্রাণী বিধি অনুযায়ী দাহ-সৎকার করা হয়েছে।

পানেরির বন্যপ্রাণী পুনর্সংস্থাপন ও সংরক্ষণ কেন্দ্রের পশু চিকিৎসক ডা. সামসুল আলি এবং ডা. প্রাণজিত বসুমতারি চিতা বাঘটির ময়না তদন্ত করেছেন। এছাড়া তাঁরা চিতাটির আনুষঙ্গিক পরীক্ষার জন্য তার শরীরের নমুনা সংশ্লিষ্ট গবেষণাগারে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন ডাক্তাররা। পশু চিকিৎসকদের ধারণা, শরীরে বিষক্রিয়ার এবং অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের জন্য চিতাবাঘটির মৃত্যু হতে পারে।

২৪ ঘন্টায় জম্মু-কাশ্মীরে অজানা রোগে মৃত ১০ শিশু, আতঙ্ক তুষারকবলিত উপত্যকায়

শ্রীনগর, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.) : গত ২৪ ঘণ্টায় জম্মু-কাশ্মীরের উধমপুরে অজানা রোগে একটার পর একটা শিশু মৃত্যুর ঘটনায় আতঙ্ক ছড়াচ্ছে তুষারকবলিত এলাকায়। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, শনিবার বিকেল পর্যন্ত ১০ জন শিশুর মৃত্যুর খবর মিলেছে। শুধু উধমপুর নয় এই সংক্রমণ ছড়িয়েছে উপত্যকার আরও নানা জায়গায়। জ্বর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি আরও অনেক শিশু।

রাজ্য প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, মৃত শিশুরা বেশিরভাগই রামনগর ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দা। শুক্রবার রাত থেকে জ্বর নিয়ে তাদের ভর্তি করা হয়েছিল হাসপাতালে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, কোনও কারণে সংক্রমণ ছড়িয়েছিল শিশুদের মধ্যে। তার থেকেই জ্বর, পেট ব্যথা, বমি। কোনও কোনও শিশুর মূত্রনালীতে সংক্রমণও পাওয়া গেছে। কী কারণে এই সংক্রমণ সেটা এখনও জানা যায়নি। রক্ত পরীক্ষায় এখনও এই সংক্রমণের জীবাণুকে চিহ্নিত করা যায়নি বলেই জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। তাঁদের অনুমান, হামলাকারী কোনও ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া। এ ধরনের ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া মানুষের শরীরে ঢুকে কিডনির কাজ দ্রুত নষ্ট করে দিতে পারে। ফলে মূত্রনালীর সংক্রমণ, প্রস্রাব কমে যাওয়ার মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে।উধমপুরের জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকদের কথায়, যেসব এলাকা থেকে শিশুদের অসুস্থ হওয়ার খবর মিলেছে, সেখানকার পানীয় জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। বিশুদ্ধ পানীয় জল এলাকাগুলিতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এছাড়াও মেডিক্যাল টিম তৈরি করে জায়গায় জায়গায় ক্যাম্প করা হচ্ছে।"

বরখাস্ত হওয়া ডিএসপি দেবেন্দর সিংয়ের বিরুদ্ধে এনআইএ মামলা, চলছে জেরাও

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশে কাশ্মীরে ধৃত পুলিশ আধিকারিককে টানা জেরা করল এনআইএ। গত ১১ জানুয়ারি কাশ্মীরে ২ হিজবুল জঙ্গির সঙ্গে একই গাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় ডিএসপি দেবেন্দর সিংকে। এনআইএ অস্ত্র আইন, বিস্ফোরক পদার্থ এবং বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনের (ইউএপিএ) বিভিন্ন ধারায় মামলা করেছে। জেরায় জানা গিয়েছে প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন দেশের বিভিন্ন অংশে নাশকতার পরিকল্পনা ছিল জঙ্গিদের। প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন কেথায় নাশকতার পরিকল্পনা ছিল। তা জানার চেষ্টা করছেন গোয়েন্দারা। একথা মাথায় রেখে টানা জেরা করা হচ্ছে দেবেন্দর ও দুই জঙ্গিকে। শ্রীনগর বিমানবন্দরে অ্যান্টি হাইজ্যাকিং ইউনিটের দায়িত্বে থাকা দেবেন্দর সিংয়ের সঙ্গে ধরা পড়ে হিজবুল জঙ্গি নাভেদ বাবু ও রফি আহমেদ। এরা দুজনেই পাগড়ি পরে ছিল। পুলিশ রাস্তায় গাড়ি আটকালে তাদের নিজের নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন দেবেন্দর। কিন্তু তাদের জেরা করতেই বেরিয়ে পড়ে আসল তথ্য। সূত্রের খবর, জেরায় দেবেন্দর স্বীকার করেছেন জঙ্গিপিছু ১২ লাখ টাকার বিনিময়ে তিনি তাদের কাশ্মীর থেকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পুলিশের তল্লাশিতে ওই গাড়ি ও দেবেন্দরের গাড়ি থেকে অস্ত্র ও গ্রেনেড উদ্ধার হয়েছে। এখন শুধুমাত্র টাকা নাকি ওই ২ জঙ্গিকে উপত্যকার বাইরে আনা হচ্ছিল কিনা তা জানার চেষ্টা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে খবর, দেবেন্দরের বাড়ি ও অফিসের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শেষ তিন মাসে তাঁর ফোনের কল রেকর্ডও খতিয়ে দেখা হয়েছে। সেখানে কিছু সন্দেহজনক ফোন নম্বর পাওয়া গিয়েছে বলে খবর। এছাড়া দেবেন্দরের বাড়ির রেজিস্টার, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, সম্প্রতিক নথিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রার্থী তালিকা ঘোষণার আগেই টিকিট বণ্টন ঘিরে কর্মী বিক্ষোভ সোনিয়ার বাসভবনের সামনে

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে উত্তেজনার পারদ চড়ছে রাজধানী দিল্লিতে। শাসকদল আপ ইতিমধ্যেই ৭০টি আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিয়েছে। শুক্রবার ৫৭টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি। সূত্রের খবর, আজ, শনিবার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে পারে কংগ্রেস। কিন্তু তার আগে কংগ্রেস কর্মীরা টিকিট বণ্টনে বেনিয়মের অভিযোগে বিক্ষোভ দেখালেন দলের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর বাসভবনের সামনে। যা নিয়ে অস্বস্তি বাড়ল দলের অন্দরে। জানা গিয়েছে, দলের কিছু হেভিওয়েট প্রার্থী টিকিট নাও পেতে পারেন। প্যাটেল নগর ও কারাওয়াল আসন থেকে দলের নেতা অরবিন্দ সিং এবং হরমন সিংকে টিকিট নাও দিতে পারে কংগ্রেস। সেই খবর চাউর হতেই নেতাদের অনুগামীরা শনিবার সকালে বিক্ষোভ দেখান সোনিয়ার বাসভবনের সামনে। বিক্ষুব্ধরা দিল্লির প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সুভাষ চোপড়ার গাড়িও আটকান। এদিন দুপুরের পর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতে পারে বলে দলীয় সূত্রে খবর। তার আগে কর্মী-সমর্থকদের বিক্ষোভে মুখ পুড়েছে কংগ্রেসের। উল্লেখ্য, ৭০ আসন বিশিষ্ট দিল্লি বিধানসভার নির্বাচন হবে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি। ফল ঘোষণা হবে ১১ ফেব্রুয়ারি। শাসকদল আম আদমি পার্টি গত নির্বাচনে ৬৭টি আসন পেয়েছিল। বিজেপি জিতেছিল মাত্র ৩টি আসনে। কংগ্রেস খাতা খুলতে পারেনি। তবে জনমত সমীক্ষায় আভাস, এবার ৩-৪টি আসন পেতে পারে কংগ্রেস। কিন্তু টিকিট বণ্টন নিয়ে দলীয় কোন্দলের জেরে নির্বাচনের আগে অস্বস্তিতে কংগ্রেস।

একগুচ্ছ দাবিতে সোমবার শহিদ মিনারে সমাবেশ করবে সিপিএম

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : সোমবার একগুচ্ছ দাবিতে শহিদ মিনারে সমাবেশ করবে সিপিএম। নাগরিকত্ব আইন ও জাতীয় নাগরিকপঞ্জি বাতিলের দাবিতে ২০ জানুয়ারি সোমবার শহিদ মিনারে সমাবেশ করবে বলে শনিবার জানান হয়েছে সিপিএমের তরফে।

সামনেই পুরসভার ভোট ঊ তার আগে আরও ততর রাজনৈতিক দলগুলি ঊ নাগরিকত্ব আইন ও জাতীয় নাগরিকপঞ্জি বাতিলের দাবিতে ২০ জানুয়ারি সোমবার শহিদ মিনারে সমাবেশ করবে সিপিএম। নাগরিকত্বের ইস্যু ছাড়াও কাজ ও ন্যায্য মজুরির দাবিকে সামনে রেখে জনমত সংগঠিত করতে চায় দল। সিপিএম কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগেই এই সভার আয়োজন করা হয়েছে। আসন্ন কলকাতা পুরভোটের আগে এই সভার মধ্যে দিয়ে জনসমর্থনও কিছুটা ঝালিয়ে নিতে চান দলের নেতারা। সমাবেশ সফল করার ডাক দিয়ে বক্তব্য রাখেন কলকাতা সিপিএমের জেলা সম্পাদক কল্লোল মজুমদার, শমীক লাহিড়ি, সুদীপ সেনগুপ্ত, দেবাঞ্জন চক্রবর্তী প্রমুখ।

বন্ধ হচ্ছে না মুম্বইয়ের বিখ্যাত সিরডি সাঁই মন্দির দীপক মুগলিকার

মুম্বাই, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.) : বন্ধ থাকছে না মুম্বাইয়ের বিখ্যাত সিরডি সাঁই মন্দির। সাঁইবাবার জন্মস্থান নিয়ে বিতর্কের জেরে রবিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য মন্দির বন্ধ হওয়ার খবরটা ভুয়ো ছিল বলে শনিবার জানিয়েছেন সিরডি সাইঁ মন্দিরের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার দীপক মুগলিকার।

তিনি জানিয়েছেন, মন্দির বন্ধ থাকার খবরটা একটা গুজব ছিল। ১৯ শে জানুয়ারি খোলা থাকবে মন্দির। প্রসঙ্গত মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী তথা শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে বলেন, পার্বনীর পাথরিতে জন্ম সাঁই বাবার। এই কথার পরে বিতর্ক শুরু হয়। তারপরেই গুজব উঠে ১৯ শে জানুয়ারি বন্ধ থাকবে মন্দির ।"

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

সঙ্গীর নাক ডাকার সমস্যা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে ! জেনে নিন সমাধানের রাস্তা

নাক ডাকা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বিব্রতকর একটি সমস্যা। ঠাণ্ডা লেগে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, শোওয়ার সমস্যাসহ নানান কারণে মানুষ ঘুমের মধ্যে নাক ডাকে। ঘরোয়া কিছু উপায়ে নাক ডাকার সমস্যার সমাধান করতে পারেন। তবে নাক ডাকা না কমলে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন অবশ্যই। কারণ অনেক সময় বড় ধরনের শারীরিক সমস্যার কারণেও মানুষ নাক ডাকতে পারে।কাত হয়ে শোওয়ার অভ্যাস করুন। কারণ চিত হয়ে শোওয়ার কারণে পেছনের অংশে চাপ পড়ে শ্বাসনালীর পেশি সংকুচিত হয়ে যায়। একটি বড় কোলবালিশ ব্যবহার করতে পারেন ঘুমানোর সময়। এতে পাশ ফিরে শুতে সুবিধা হবে।বেশি নিচু বালিশে ঘুমাবেন না। এক গবেষণায় দেখা গেছে, বিছানা থেকে ৪ ইঞ্চি উপরে মাথা রাখলে শ্বাস নিতে সুবিধা হয়। ফলে নাক ডাকার সমস্যা দূর হয়।ঘুমানোর আগে কয়েক ফোঁটা মেন্থল তেল নাকের আশেপাশে ম্যাসাজ করে নিন। নাক ডাকার সমস্যা থেকে রেহাই মিলবে।নাক ডাকার সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে ঘরে তৈরি একটি স্প্রে। আধা চা চামচ মোটা দানার লবণের সঙ্গে ১ কাপ জল মিশিয়ে স্প্রে বোতলে ভরে নিন।

প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে ২-৩ বার নাকের ফুটায় স্প্রে করুন। তবে ৪ অথবা ৫ রাতের বেশি একটানা এটি ব্যবহার করবেন না।অনেক সময় অ্যালার্জির কারণেও নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। ধুলাবালিজনিত অ্যালার্জি থেকে দূরে থাকতে নিয়মিত বিছানার চাদর ও বালিশের কভার বদলানোর অভ্যাস করুন।অতিরিক্ত ওজনের কারণে নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। নিয়মিত ব্যায়াম ও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে কমিয়ে ফেলুন বাড়তি মেদ।এক গবেষণায় দেখা গেছে, ধূমপায়ীদের মধ্যে নাক ডাকার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। তাই ধূমপানসহ সবধরনের নেশাজাতীয় দ্রব্য ত্যাগ করুন।

সঙ্গৈফের প্রেমের প্রস্তাবে না করেছিলেন করিনা !

এএনএম নিউজ ডেস্কঃ প্রথমে গ্রিসে এরপরে লাদাখ, পরপর দু''বার সাইফের বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন কারিনা। ভালভাবে না চিনে, না জেনে তিনি কোনোভাবেই সাইফ আলি খানকে বিয়ে করতে চাননি। সম্প্রতি একটি সাক্ষাতকারে নিজের বিয়ে নিয়ে কথা বলেছেন বেবো বেগম। তিনি বলেন, ''টশন'' এর শুটিংয়ের সময় সাইফকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এরপর তাদের দু''জনের মধ্যে সখ্যতা গড়ে ওঠে। দুজনের মধ্যে সম্পর্কের সূত্রপাত হওয়ার পরই সরাসরি কারিনাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন সাইফ আলি খান।

গ্রিসে শুটিংয়ের সময় প্রথমে বেবোকে ঘরণী করার প্রস্তাব দেন তিনি। এরপর লাদাখে গিয়েও সেই একই প্রস্তাব দেন পতৌদির ছোটে নবাব। যদিও সাইফের বিয়ের প্রস্তাবে পরপর দুবারই না করে দেন কারিনা। সাইফকে প্রথমে তিনি ভালভাবে চিনতে ও জানতে চান। তারপরই বিয়ের বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে চান বলে জানান কাপুর-কন্যা। কারিনার না শুনেও থেমে যাননি সাইফ। এরপর ক্রমশ তার উপর দুর্বল হয়ে পড়লে, শেষে খান সাহেবকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যান বেবো বেগম।যদিও বিয়ে করলেও সাইফ কখনো কারিনার কাজে বাধা দিতে পারবেন না বলে, আগে থেকেই শর্ত দেন কাপুর-কন্যা। যা শুনে এক পায়ে রাজি হয়ে যান সাইফ আলি খান।

দুশ্চিন্তায় ডাগ্গুবতীর ফ্যানেরা

একটি ছবি পোস্ট করেন দক্ষিণী সুপারস্টার রানা ডাগ্গুবতী ওরফে ''বাহুবলী''-র বল্লালদেব। ছবিতে দেখা যাচ্ছে ''সিক্স প্যাক'' রানা যেন আগের থেকে অনেকটাই রোগা। চোখের নীচেও পড়েছে কালি। মুখটাও কেমন যেন ফ্যাকাসে। যদিও পোস্টে হাসতেই দেখা যাচ্ছে অভিনেতাকে। তবুও সাধারণত যে রানাকে দেখতে অভ্যস্ত ফ্যানেরা সেই রানার সঙ্গে ওই ছবির অনেকটাই ফারাক।এর পর থেকেই বেজায় দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছেন তাঁর ফ্যানেরা। ওই পোস্টের কমেন্ট সেকশন ভরে গিয়েছে ফ্যানেদের উদ্বিগ্ন কমেন্টে। কেউ লিখেছেন, ''আপনাকে দেখেই আমি শরীরচর্চা করার প্রেরণা পাই। আর আপনি নিজের শরীরের একী অবস্থা করেছেন?''এক জন কমেন্ট করেছেন, ''কী হয়েছে আপনার? এত রোগা দেখাচ্ছে কেন?''মাস দুয়েক আগে ''বল্লালদেব'' আর একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন ইনস্টাগ্রামে। সেখানেও আগের তুলনায় অনেকটাই রোগা দেখাচ্ছিল তাঁকে। ফ্যানেরা প্রশ্ন তুলেছিলেন তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে। রটেছিল তাঁকে নাকি কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করতে হয়েছে। সেই গুজবকে নস্যাত করে সংবাদমাধ্যমদের রানা জানান, তিনি একদম ঠিকই রয়েছেন। কোনও রকম অস্ত্রোপ্রচার হয়নি তাঁর।আসন্ন বলিউড ছবি ''হাউজফুল ৪''-এও দেখা যাবে তাঁকে। ওই ছবিতে তাঁর চরিত্রে প্রথমে নানা পাটেকরের অভিনয় করার কথা ছিল। কিন্তু তনুশ্রী দত্ত তাঁর বিরুদ্ধে ''মি টু''-এর অভিযোগ আনলে নানার জায়গায় রানাকে সেই চরিত্রে কাস্ট করা হয়।

কফি দিয়ে বানিয়ে নিন ত্বকের প্যাক

কফিতে থাকা ক্যাফেইন ত্বকের যত্নে অনন্য। এছাড়া এতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা ত্বক টানটান ও উজ্জ্বল রাখে। ঠোঁট ফাটা রোধ করার পাশাপাশি ত্বকে জৌলুস ফেরাতে নিয়মিত ব্যবহার করতে পারেন কফির প্যাক।ত্বকের রন্ধ্র সংকোচন করে ত্বক টানটান রাখে কফি। এজন্য কফি দিয়ে বানিয়ে ফেলুন আইস কিউব। গরম জলে কফি মিশিয়ে ফুটিয়ে তা আইস ট্রেতে ঢেলে জমতে দিন। একটি সুতি কাপড়ে এই বরফ মুড়ে চেপে চেপে পুরো মুখে লাগান। এতে ত্বকে উজ্জ্বলতা আসবে এবং টানটান হবে ত্বক।কোমল ও মসৃণ ঠোঁটের জন্য কফি দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন লিপবাম। ১ টেবিল চামচ নারকেল তেলের সঙ্গে ২ চা চামচ কফি গুঁড়ো মিশিয়ে দুই-চারদিন রেখে দিন। একটি ডাবল বয়লার নিয়ে তাতে ১ টেবিল চামচ এই তেল এবং ২ টেবিল চামচ কোকো বাটার ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। পুরনো লিপস্টিক বা লিপবামের কৌটোয় ভরে রেখে দিন। ব্যবহার করুন ইচ্ছে মতো।চোখের ফোলা ভাব কমাতে কফি বেশ কার্যকর। ১ চা চামচ কফির সঙ্গে মিশিয়ে নিন ২ টেবিল চামচ আমন্ড তেল। এবার এই মিশ্রণ রোদে কিংবা একটু উষ্ণ জায়গায় চারদিন রেখে দিন। চিজ ক্লথ বা মসলিন কাপড়ে এই মিশ্রণ ছেঁকে নিন। এতে দুই ফোঁটা ভ্যানিলা এক্সট্র্যাক্ট মেশাতে পারেন। সিরামটি কাচের বোতলে ঢেলে রেখে দিন। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে এবং সকালে ঘুম থেকে উঠে চোখের নীচে আঙুলের ডগা দিয়ে আলতো করে ম্যাসাজ করে লাগান।ত্বকে জমে থাকা জীবাণু ও মরা চামড়া দূর করতে সপ্তাহে দুইবার ব্যবহার করতে পারেন কফির আধা কাপ নারকেল তেলের সঙ্গে ১ চা চামচ দারুচিনি গুঁড়া এবং এক কাপ কফি মিশিয়ে কাচের বয়ামে রেখে দিন। প্রতিদিন ১ থেকে ২ টেবিল চামচ করে এই মিশ্রণ ত্বকে ঘষে নিন।

একসঙ্গে দেখা যাবে না রণবীর-আলিয়াকে !

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেশ কিছু সিনেমার প্রস্তাব এসেছে তাঁদের কাছে কিন্তু সবই ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের দুজনের সম্পর্কের রসায়ন নিয়ে যখন জোর জল্পনা চলছে, সেই সময় হঠাত করে কেন তাঁরা একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ারের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিচ্ছেন? বুঝতেই পারছেন রণবীর কাপুর এবং আলিয়া ভাটের কথাই বলা হচ্ছে।বিষয়টি খুলেই বলা যাক তাহলে। জানা যাচ্ছে, রণবীর কাপুর এবং আলিয়া ভটের কাছে একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করার প্রস্তাব ইতিমধ্যেই আসতে শুরু করেছে। কিন্তু রণবীর, আলিয়া প্রায় সব প্রস্তাবই ফিরিয়ে দিয়েছেন। জানা যাচ্ছে, পরিচালক অয়ন মুখোপাধ্যায়ের সিনেমা ব্রহ্মাস্ত্র যতদিন পর্যন্ত না মুক্তি পাচ্ছে, ততদিন তাঁরা আর একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করবেন না বলে স্থির করেছেন।

জানা যাচ্ছে, অনস্ক্রিনে তাঁদের রসায়ন দর্শকের কতটা ভাল লাগছে, সেই সবদিক বিচার করে তবেই তাঁরা একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করার কথা ভাববেন। অর্থাত ব্রহ্মাস্ত্র মুক্তি পাওয়া না পর্যন্ত রণবীর কাপুর এবং আলিয়া ভাট, একসঙ্গে অন্য কোনও সিনেমায় একসঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবেন না।এদিকে বর্তমানে সামশেরার শ্যুটিং নিয়ে ব্যস্ত রণবীর কাপুর। অন্যদিকে সঞ্জয় লীলা বনশালির গাঙ্গুবাই এবং করণ জহরের তখত-এর প্রস্তুতি শুরু করছেন আলিয়া ভাট।

মাত্র ২ মিনিটেই ঘুমিয়ে পড়বেন

নিয়মিত, পর্যাপ্ত ঘুম হয়- এমন মানুষ মনে হয় এই যুগে কমই পাওয়া যায়। জীবনযাপনের স্ট্রেস, স্বাস্থ্য সমস্যা সর্বোপরি সোশ্যাল মিডিয়ার হাতছানিতে অনেকেই রাত জাগেন। ঘুমানোর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা ঘুমান না। কিন্তু কিছু মানুষ কিন্তু চাইলেও ঘুমাতে পারেন না।তারা নিজেদের স্ট্রেস কম রাখার চেষ্টা করেন, স্বাস্থ্যের যত্ন নেন, ঘুমাতে যাবার আগে মোবাইল ফোনটা অফ করে দেন, বই পড়েন, বালিশ রোদে দেন। এরপরেও তাদের ঘুম আসতে চায় না।

ঘুম না আসার হতাশায় যারা ভুগছেন, তারা জেনে নিতে পারেন একটি কৌশল।এই কৌশলটি হলো নিঃশ্বাসের একটি ব্যায়াম, যার নাম ৪-৭-৮ টেকনিক। কী ভাবে এই ব্যায়াম করবেন?প্রথমে আপনার জিহবার ডগা দিয়ে ওপরের পাটির দাঁতের ঠিক পেছনে থাকা মাংসে চাপ দিন ও মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস বের করুন। এরপর ৪ গুনতে গুনতে নাক দিয়ে শ্বাস নিন। ৭ গুনতে গুনতে এই শ্বাস ধরে রাখুন। এরপর ৮ গুনতে গুনতে মুখ দিয়ে শ্বাস বের করে দিন। মোট চারবার এই কাজটি করুন। এতে আপনার ঘুম চলে আসবে।এই কৌশলটি আবিষ্কার করেন অ্যান্ড্রু ওয়েইল নামের এক ডাক্তার, আর এর ধারণা নেওয়া হয়েছে প্রাণায়াম নামের যোগব্যায়ামটি থেকে। ড় ওয়েইল এর নাম দেন ''রিল্যাক্সিং ব্রেথ'', কারণ তা মন ও শরীর দুটোকেই শান্ত করে দেয়।

যাদের ঘুম সহজে আসতে চায় না, তাদের ঘুম এনে দেয়।অনেকেই বিভিন্ন কারণে স্ট্রেসে থাকেন। রাতের পর রাত তাদের ঘুম হয় না। শরীর শিথিল হতে চায় না। আবার কখনো কখনো ক্লান্তি বেশি হওয়ার কারণেও ঘুম আসে না। তারা এই ব্যায়ামটি করুন।প্রথমবার ব্যায়ামটি করার পর এর থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিন। একটু একটু করে ঘুম চলে আসবে। দুই মিনিটের মাঝেই ঘুমিয়ে পড়বেন আপনি। এছাড়া যদি মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়, তাহলেও আবার ঘুমিয়ে পড়ার জন্য এই কৌশলটি ব্যবহার করতে পারেন।

সাতদিনেও উঠল না টাকা, বক্স অফিসে খোঁড়াচ্ছে দীপিকার ''ছপাক''

গত সপ্তাহে মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দি ছবি ''ছপাক'' নিয়ে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া যথেষ্টই ইতিবাচক বলে জানা গেছে। বিষয়বস্তুর কারণে হলে বসে আবেগতাড়িত হয়ে অনেকেই চোখের জল ফেলেছেন, এ খবরও নতুন নয়। কিন্তু বক্স অফিসের হিসাব কিন্তু বলছে দীপিকা পাড়ুকোন অভিনীত ছবিটি ফ্লপ। সাতদিনে যা আয় করেছে ছপাক তা এখনও নির্মাণ বাজেটকে অতিক্রান্ত করতে পারেনি। অর্থাত, এখনও লোকসানেই চলছে ছবিটি।জানা গেছে, ছপাকের নির্মাণে খরচ হয়েছিল ২৩ কোটি টাকা। এরপর প্রোমোশনের জন্য প্রায় ১২ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ৩৫ থেকে ৪০ কোটি খরচ করা হয়েছে। কিন্তু সাত দিনে বক্স অফিসে মোট আয় হয়েছে ২৮ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। অর্থাত লাভের মুখ দেখতে এখনও অনেকটা সময় বাকি কারণ ইতিমধ্যেই ট্রেন্ডিংয়ে নেমে গেছে ছপাক।৫ জানুয়ারি জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগতদের হাতে পড়ুয়া এবং শিক্ষকরা আক্রান্ত হওয়ার দু'' দিন পর সেখানে হাজির হয়েছিলেন ছপাক ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করা দীপিকা পাড়ুকোন। জেএনইউতে আহত ঐশী ঘোষ এবং অন্যান্যদের সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলেন দীপিকা। গেরুয়া শিবির থেকে তাঁকে কটাক্ষ করে বলা হয়েছিল, ছবির বিক্রি বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই জেএনইউতে হাজির হয়েছেন অভিনেত্রী। সেটা দীপিকা করেছেন কি না তা জানা না গেলেও, ছবিটি যে ব্যবসায়িক সাফল্য পায়নি তা পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে। এর একটা কারণ অবশ্যই এক শ্রেণির দর্শকদের ছপাক বয়কট তা বলাই বাহুল্য।

ফিরছে অক্ষয়-ভূমি জুটি

বছর কয়েক আগে ''টয়লেট এক প্রেম কথা'' ছবিতে দর্শকের মন কেড়েছিল অক্ষয় কুমার-ভূমি পেডনেকর জুটি। তারপর থেকে এই দুই অভিনেতা-অভিনেত্রীকে একসঙ্গে পর্দায় আর দেখা যায়নি। এবার বোধহয় সেই খরা কাটতে চলেছে। তবে এবার ছবির প্রধান চরিত্র ভূমি। তাঁকে যে চরিত্রে দেখা যাবে তার নাম দুর্গাবতী। চরিত্রের নামেই ছবির নাম- ''দুর্গাবতী''। ছবিটি একটি স্কেয়ারি থ্রিলার।সম্প্রতি ''দুর্গাবতী'' ছবির কথা টুইটারে ঘোষণা করেছেন অক্ষয় কুমার। সেখানে প্ল্যাকার্ড হাতে তাঁকে ও ভূমিকে দেখা গিয়েছে। অক্ষয়ের হাতে যে প্ল্যাকার্ডটি রয়েছে, সেখানে লেখা আছে ''প্রেজেন্টার''। আর ভূমির হাতে যেটি রয়েছে, সেখানে লেখা ''হিরো''। অর্থাত দুর্গাবতীর ভূমিকায় দেখা যাবে ভূমিকে। ছবিটি পরিচালনা করবেন অশোক। পরের বছর জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে শুরু হবে ছবির শুটিং।ভূমি পেডনেকর এখন ''পতি পত্নী অউর উয়ো'' ছবির প্রোমোশনে ব্যস্ত। ৬ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে ছবিটি। ছবিতে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করবেন কার্তিক আরিয়ান ও অনন্যা পাণ্ডে। ১৯৭৮ সালের ''পতি পত্নী অউর উয়ো'' ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল। সেই ছবিটিকেই এ যুগের মতো করে বানিয়েছেন পরিচালক মুদ্দাসর আজিজ। অন্য দিকে অক্ষয় কুমারের ছবি ''গুড নিউজ'' মুক্তি পাবে ২৭ ডিসেম্বর। শুক্রাণুর অদলবদল নিয়ে দুই পরিবারের গল্প উঠে এসেছে ছবিতে। ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশনের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে ''গুড নিউজ''। এই ছবিতে অক্ষয়ের বিপরীতে অভিনয় করেছেন করিনা কাপুর খান।

আসছে নটী বিনোদিনীর বায়োপিক, নাম ভূমিকায় ঐশ্বর্য ?

যে কোনও অভিনেত্রীর কাছেই নটী বিনোদিনীর চরিত্রে অভিনয় করা স্বপ্ন। বারবণিতা থেকে তাঁর থিয়েটারের নটী হয়ে ওঠার ইতিহাস যে কোনও অভিনেত্রীকেই চুম্বকের মতো টানে। কিন্তু যে কোনও অভিনেত্রীকে দিয়েই তো আর বিনোদিনী চরিত্র ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। সেকথা ভালমতোই জানেন পরিচালকরা। তাই পরিচালক প্রদীপ সরকার বিদ্যা বালানের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে বিদ্যা নয়, নটীর ভূমিকায় দেখা যাবে ঐশ্বর্য রাই বচ্চনকে।বিনোদিনী দাসীর আত্মজীবনী অবলম্বনে তৈরি হবে এই ছবি। তাঁর নটী হয়ে ওঠার গল্প তো ছবিতে থাকবেই, পাশাপাশি তাঁর বৃদ্ধ বয়সের কাহিনিও তুলে ধরা হবে। বিনোদিনীর থিয়েটার জীবনের কথা, তাঁর জীবনে গিরীশ ঘোষ বা রামকৃষ্ণের অবদানের কথা অনেকেই জানে। কিন্তু থিয়েটার থেকে বিদায় নেওয়ার পর তাঁর জীবন কীভাবে কেটেছিল, সেই গল্প খুব কম লোকের কাছেই পরিচিত। তাই থিয়েটার থেকে অবসর নেওয়ার পর বিনোদিনী দাসী কী হয়েছিল, তাও ছবিতে রাখবেন প্রদীপ সরকার। শোনা গিয়েছে, ছবির জন্য তিনি নাকি ঐশ্বর্যর সঙ্গে কথা বলেছেন। স্বাভাবিকভাবেই ঐশ্বর্যরও ছবির চিত্রনাট্য পছন্দ হয়েছে। এমনও শোনা যাচ্ছে মৌখিকভাবে সম্মতি জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। এখন শুধু সই করার অপেক্ষা।১৮৬৩ সালে কলকাতার এক নিষিদ্ধপল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন বিনোদিনী দাসী। মা, দিদিমা ও দাদাকে নিয়ে ছিল তাঁদের অভাবের সংসার। হঠাত ছন্দপতন। মৃত্যু হয় বিনোদিনীর দাদার। তাই সংসারের সব দায়িত্ব এসে পড়ে বিনোদিনীর কাঁধে। নিষিদ্ধপল্লিতেই দিন কাটত বারবণিতা বিনোদিনীর। কিন্তু জীবনের মোড় কখন ঘুরে যায়, কে বলতে পারে? একদিন ততকালীন নাম করা গাইয়ে গঙ্গামণি দেবীর সঙ্গে পরিচয় হয় বিনোদিনীর। তাঁর কাছে গানের তালিম নেওয়া শুরু। তাঁর দৌলতেই বাংলার থিয়েটারজগতের নামজাদা কিছু ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত ঘটে। বিনোদিনীর গান শুনে তাঁরা থিয়েটারে আসার প্রস্তাব দেন। সেই থেকে শুরু পথ চলা। কালের প্রবাহে বিনোদিনী হয় ওঠেন নটী বিনোদিনী। গিরীশ ঘোষের সান্নিধ্যে আসেন তিনি। কিন্তু বারবণিতা থেকে নটী হয়ে ওঠার রাস্তাটা নেহাত সহজ ছিল না। থিয়েটারের নামী নটী হওয়ার পরও তাঁর জীবনে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা আসে। সেই সব গল্পই উঠে আসবে ছবিতে।

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত শাবানা আজমি

শনিবার ১৮ জানুয়ারি মুম্বই-পুনে এক্সপ্রেসওয়ে-তে দুর্ঘটনায় পড়ল অভিনেত্রী শাবানা আজমির গাড়ি। ঘটনায় আহত অভিনেত্রীকে অবিলম্বে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নিকটবর্তী পানভেল, এমজিএম হাসপাতালে। জানা গিয়েছে, তাঁর গাড়িটি পিছন থেকে ধাক্কা দেয় একটি ট্রাককে।জানা গিয়েছে শাবানা আজমি ওই গাড়িতে রওনা হয়েছিলেন খান্ডালার উদ্দেশে। সেখানে তাঁর পরিবারের একটি হলিডে হোম রয়েছে। দুর্ঘটনার সময়ে শাবানা আজমি তাঁর গাড়িতে একা ছিলেন বলেই শোনা গিয়েছে। তবে খান্ডালার উদ্দেশে তিনি একা রওনা হননি।শাবানা আজমির স্বামী, কবি-গীতিকার জাভেদ আখতারও খান্ডালা অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি দুর্ঘটনার সময়ে অন্য একটি গাড়িতে ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার সময়ে জাভেদ আখতারের গাড়িটি শাবানা আজমির গাড়ির থেকে খুব দূরে ছিল না। কিন্তু গাড়িটি এগিয়ে গিয়েছিল নাকি শাবানা আজমির গাড়ির পিছনে ছিল, তা এখনও জানা যায়নি।

ব্রণ আর তার দাগ নিয়ে চিন্তিত? কাজে লাগান কর্পূরের টোটকা

আপনার ঘরে যদি পিঁপড়ের উপদ্রব বাড়ে তাহলে এই সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বাজার চলতি কীটনাশক অনেকেই ব্যবহার করেন। কিন্তু এর ক্ষতিকর পার্শ প্রতিক্রিয়া বাড়ির শিশু ও বয়স্কদের জন্য মারাত্মক হতে পারে। তাই ক্ষতিকর কীটনাশকের পরিবর্তে জলের সঙ্গে কর্পূর মিশিয়ে ঘরের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে দিন। ঘন্ধে পিঁপড়েরা ঘর ছেড়ে পালাবে।ছারপোকা তাড়াতে কর্পূর অত্যন্ত কার্যকরী। ছারপোকার সমস্যা থেকে মুক্ত পেতে বিছানার চাদর ধুয়ে তোষক, ম্যাট্রেস রোদে দিন। এর পর একটি বড় কর্পূরের টুকরো কাপড়ে মুড়ে বিছানা ও ম্যাট্রেসের মাঝামাঝি রেখে দিন। এতে বিছানা ছারপোকার উপদ্রব মুক্ত হবে।আপনার যদি ত্বকে চুলকানি ও র‍্যাশের সমস্যা হয়, তাহলে এক্ষেত্রে কর্পূর অত্যন্ত কার্যকরী। এক টুকরো ভোজ্য কর্পূর নিন এবং সামান্য জলের সঙ্গে মেশান। আক্রান্ত স্থানটিতে এই দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। চুলকানি ও র‍্যাশের সমস্যা কমে যাবে। কিন্তু কখনওই কাটা বা ক্ষত স্থানে কর্পূর ব্যবহার করবেন না। কারণ কর্পূর রক্তের সঙ্গে মিশে গেলে শরীরে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে।

সকাল বেলার প্রথম পানীয় কি হওয়া উচিত, আসুন জানি

সকালে আড়মোড়া ভেঙে অনেকের বেড টি খাবার অভ্যাস। আবার অনেকের সকালের জলখাবার না হলেও এক কাপ কফি না হলে চলে না। কেউ আবার ভোরে উঠে খান এক গ্লাস চিরতার জল, নয়তো করলার রস। সকালবেলার প্রথম পানীয় নিয়ে নানা রকমের সংস্কার আছে। কী দিয়ে দিনটা শুরু করা স্বাস্থ্যকর?কফি: ক্যাফেইন স্নায়ুকে উদ্দীপনা দেয় বলে অনেকেরই সকালে এক কাপ কফি পান করা পছন্দ। হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের এক রিপোর্টে দেখা যায়, সকালবেলার কফি মস্তিষ্কের কগনিটিভ ফাংশনকে উন্নত করে, মানে মাথা খুলে দেয় আরকি। তা ছাড়া সীমিত পরিমাণ কফি ডায়াবেটিস ও কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়। কিন্তু অতিরিক্ত বা বিশাল এক কাপ কফি আপনার হৃতস্পন্দন ও রক্তচাপ বাড়িয়ে দিতে পারে। ক্যাফেইন কিছু ওষুধের বিপাককে প্রভাবিত করে, সকালে কোন ওষুধ খেতে হলে তা জেনে নিন।চা: মর্নিং টি প্রায় সবারই প্রিয় এবং আবশ্যকও বটে। চায়েও খানিকটা ক্যাফেইন আছে, তাই ওষুধের সঙ্গে পান করা ঠিক কি না জেনে নেওয়া ভালো। চা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ক্ষতিকর ফ্রি র‍্যাডিকেল দূর করে। তাই সকালের চা আপনাকে সতেজ করবে। তবে এক গাদা চিনি-দুধ বাদ দিয়ে সকালে এক কাপ গ্রিন টি বা হারবাল টি (যেমন লবঙ্গ বা আদা দেওয়া চা) আপনার দিনটাকেই বদলে দেবে।লেবু পানি: সকালে ঘুম থেকে উঠে এক গ্লাস জলে লেবুর রস নিংড়ে মিশিয়ে খেলে সতেজতা আসেএটা গবেষণায় প্রমাণিত। এটি দিনের বিপাক ক্রিয়াকে শুরু করতেও সহায়ক। অনেকের সকালে কিছু খেতে ইচ্ছে করে না, বমি বমি লাগে। এই পানীয় তাদের রুচি বাড়াতে সাহায্য করবে। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবেও কাজ করবে এটি। প্রচুর ভিটামিন সি থাকায় তাজা লাগবে। একই ফল পেতে পারেন যদি সকালের জলখাবারে এক গ্লাস তাজা ফলের রস খাওয়ার অভ্যাস করেন।জল: সকালে উঠে বড় এক গ্লাসের জল পান করাই সবচেয়ে উত্তম। হজম ও পেট পরিষ্কার করা, বিপাক ক্রিয়াকে শুরু করা এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা আছে। এতে রাতের জলশূন্যতা দূর হবে। সকালে ব্যায়াম বা হাঁটার অভ্যাস থাকলে চা-কফির বদলে এক গ্লাস জল পান করেই বের হওয়া ভালো। কেননা চা-কফি আপনাকে আরও জলশূন্য করে দেবে।

শারীরিক সমস্যা ডেকে আনছে মোবাইল

মোবাইলের ফাঁদে বন্দি প্রায় সকলেই। তবে মুক্তির পথও কিন্তু আপনার হাতেই...এমন বাড়ির দৃশ্য খুব অস্বাভাবিক নয়, যেখানে একই ঘরে মা, বাবা, ছেলেমেয়ে সকলেই উপস্থিত। কিন্তু কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। সকলেই যে যার ফোনে ব্যস্ত। এমনকি বাচ্চাদের খাওয়ানোর জন্য হাতে ফোন ধরিয়ে দেওয়াটাও যেন দস্তুর হয়ে গিয়েছে। খেতে খেতে ফোন, হাঁটতে হাঁটতে কানে গান, শুয়ে শুয়ে চোখের সামনে সিনেমা... ইন্দ্রিয় বুঁদ হয়ে আছে মুঠোফোনের মায়ায়। অতিরিক্ত মোবাইলের ব্যবহার কি অজান্তেই অসুখ ডেকে আনছে? তার জন্য আগে ভাল করে জানতে হবে মোবাইলের খুঁটিনাটি।

জয়েন্টের ব্যথা বাড়িয়ে দেয় ৩ টি খাবার

জয়েন্টে ব্যথা বেশ প্রচলিত একটি সমস্যা। আর্থাইটিস ও গাউট জয়েন্টে ব্যথা হওয়ার অন্যতম দুটি কারণ। এ ছাড়া মাসেল স্ট্রেইনস, লিউকেমিয়া, বুরসাইটিস ইত্যাদি সমস্যার কারণে জয়েন্টে ব্যথা হতে পারে।কিছু খাবার রয়েছে, যেগুলো ব্যথাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। তাই জয়েন্টের ব্যথা হলে এ খাবারগুলো এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। জয়েন্টের ব্যথা বাড়িয়ে তোলে এমন কিছু খাবারের নাম জানিয়েছে স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েবসাইট টপ টেন হোম রেমেডি।১. প্রক্রিয়াজাত মাংস ও লাল মাংসপ্রক্রিয়াজাত মাংস ও লাল মাংসের মধ্যে রয়েছে পিউরিন নামের প্রোটিন। এটি গাউটের লক্ষণকে বাড়িয়ে তোলে।এ ছাড়া প্রক্রিয়াজাত খাবারে এমন কিছু বিষাক্ত পদার্থ রয়েছে, যেগুলো প্রদাহ বাড়িয়ে তোলে। এমনকি মাংস খেলেও শরীরের প্রদাহ বাড়ে। তাই জয়েন্টে ব্যথা হলে এ ধরনের খাবার খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়াই ভালো।২. পরিশোধিত চিনি বা কৃত্রিম চিনিপরিশোধিত চিনি বা কৃত্রিম চিনিতে এজিইএস নামে বিষাক্ত উপাদান থাকার কারণে এটি প্রদাহ বাড়ায়। পাশাপাশি অতিরিক্ত ক্যালরি থাকার কারণে এটি ওজনকেও বাড়িয়ে তোলে। অতিরিক্ত ওজন জয়েন্টের ওপর চাপ ফেলে এবং ব্যথা বাড়ায়।৩. পরিশোধিত লবণপরিশোধিত লবণকে টেবিল সল্টও বলা হয়। এটি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। বিশেষ করে আপনি জয়েন্টের ব্যথায় ভুগে থাকলে এটি কম পরিমাণে খাওয়াই ভালো।এ ছাড়া পরিশোধিত লবণের মধ্যে রয়েছে অ্যাডিডিটিভ ও রাসায়নিক। এগুলো শরীরের তরলের ভারসাম্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। পরিশোধিত এর বদলে পিংক সল্ট বা সি সল্ট খেতে পারেন।

মোবাইল কী ভাবে কাজ করে ?

সাধারণত কল করা, মেসেজ পাঠানো, ছবি শেয়ার করার মতো কাজই ফোনে রোজ করা হয়ে থাকে। এই কাজগুলি করার সময়ে রেডিয়োওয়েভ এবং মাইক্রোওয়েভ নির্গত ও গ্রহণ করে মোবাইল। এই ওয়েভের রেঞ্জ প্রায় ৮০০ থেকে ২৬০০ মেগাহার্টজ। অবশ্য দেশ ও ফোনের নেটওয়ার্কের উপরে নির্ভর করে এই মাত্রার ওঠানামা। এই মাইক্রোওয়েভ থেকেই কিন্তু সমস্যার সূত্রপাত। সহজ ভাবে বলতে গেলে 'বেনীআসহকলা'কে উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। বেনীআসহকলার লালের ওয়েভলেংথ সবচেয়ে বেশি। ফলে তা অনেক নিরাপদ। অন্য দিকে বেগুনির ওয়েভলেংথ কম। ফলে এর প্রভাবে ক্ষতির আশঙ্কা বেশি। আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি থেকে আমাদের শরীরে ক্ষতি বেশি হয়। মনে রাখতে হবে, ওয়েভ যত মাইক্রো বা সূক্ষ্ম হবে, তার প্রভাব পড়বে বেশি। ঠিক যেমন আতসকাচে আলো পড়লে উল্টো দিকে তার ফোকাসে থাকা কাগজে আগুন ধরে যায়। ঠিক সে ভাবেই মাইক্রোওয়েভ নির্দিষ্ট জায়গা আক্রমণ করতে সক্ষম। সমস্যার সূত্রপাত সেখানেই।

শনিবার বিদ্যুৎ দপ্তরে সিআইটিইউ ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

নন্দীগ্রামে বিজেপির অভিনন্দন যাত্রা কর্মসূচিতে লাঠিচার্জ পুলিশের, উত্তপ্ত এলাকা

নন্দীগ্রাম, ১৮ জানুয়ারি (হি. স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে বিজেপির অভিনন্দন যাত্রাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল এলাকা। এনআরসি এবং সিএএ—এর সমর্থনে শনিবার নন্দীগ্রামে বিজেপির পক্ষ থেকে অভিনন্দন যাত্রা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। সেই মিছিলে নেতৃত্ব দেন দিলীপ ঘোষ ও সায়ন্ত বসু-সহ অন্যান্য নেতারা। সেই সময় পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। পুলিশের অভিযোগ, শনিবার মিছিলের জন্য কোনও অনুমতি ছিল না। তাই এই কর্মসূচি ভেস্তে দিতে নজিরবিহীনভাবে চন্ডিপুর থানার সামনে, হাসচড়া , ফুলনি , রেয়াপাড়া সড়ক রাস্তায় কয়েকশো পুলিশ নামিয়ে ব্যারিকেড করে আটকানো হয় দিলীপ ঘোষের কনভয়। এরপর পুলিশের সঙ্গে বিজেপী কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় সংঘর্ষ। পরিস্থিতি আয়ত্বে আনতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা।

বিজেপির অভিযোগ, এদিন পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুর থেকে নন্দীগ্রাম যাওয়ার পথে বিজেপি রাজ্য সভাপতিকে বাধা দেওয়া হয়। তাঁদের আরও অভিযোগ, রেয়াপাড়ার কাছে বিজেপি কর্মীদের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে পুলিশ। যদিও ওই মিছিলের অনুমতি ছিল না বলে দাবি করেছে পুলিশ। এদিকে মিছিলের দাবিতে অনড় বিজেপি কর্মীরা। ঘটনাস্থলে মোতায়েন পুলিশের বিশাল বাহিনী। রাখা হয়েছে জলকামানও। এদিনের ঘটনা প্রসঙ্গে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাংসদ তথা বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তিনি জানিয়েছেন, ”পুলিশ রাজ্য সরকারের হয়ে কাজ করছে। তাই সমস্ত জায়গায় বিজেপির অভিনন্দন যাত্রায় পুলিশ বাধা দিচ্ছে। অনুমতি চাইলেও অনুমতি মিলছে না”।”

এদিন গাড়ি চেকিং এর অজুহাতে পুলিশ সকাল থেকে নেমে পড়ে গোটা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন সড়ক রাস্তায়। যাতে বিজেপি কর্মীদের বাইক মিছিল অভিনন্দন যাত্রা কর্মসূচিতে উপস্থিত হতে না পারে। জেলা বিজেপি সম্পাদক পুলক কান্তি গুড়িয়া সহ কয়েকজন বিজেপি কর্মীকে পুলিশ টেঙ্গুয়া মোড় থেকে গ্রেফতার করা হয়। নজির বিহীন ভাবে পুলিশের ব্যারিকেড এবং বিজেপির অভিনন্দন যাত্রা কর্মসুচী দেখার জন্য চন্ডিপুর নন্দীগ্রাম সড়ক রাস্তার দুই পাশে কয়েক হাজার মানুষ জমায়েত হন।

‘গুড়িয়া’ ধর্ষণকাণ্ডে দুই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করল দিল্লির আদালত, সাজা ঘোষণা ৩০ জানুয়ারি

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : পাঁচ বছরের ছোট্ট শিশু ‘গুড়িয়া’কে অপহরণ করে নৃশংস নির্যাতনের ঘটনায় দুই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করল দিল্লির আদালত। শনিবার এই মামলার শুনানি ছিল দিল্লির কারকারডোমা আদালতে। ২০১৩ সালের নৃশংস ওই ঘটনায় দুই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত ঘটনাকে বীভৎসতার সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল বলে উল্লেখ করে উ এই মামলায় দোষীদের সাজা ঘোষণা হবে আগামী ৩০ জানুয়ারি।

২০১৩ সালের ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছিল দেশকে। ছ’টা অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল ছোট্ট শরীরে। দিল্লিতে নির্ভয়া গণধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের মাস চারেক বাদে ঘটেছিল গুড়িয়ার নৃশংস ধর্ষণের ঘটনা। পাঁচ বছরের ছোট্ট শিশু ‘গুড়িয়া’কে অপহরণ করে নৃশংস নির্যাতন চালায় তার দুই প্রতিবেশী। শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তেলের শিশি, মোমবাতি। ধর্ষণের পরে রক্তাক্ত অবস্থায় ছোট্ট মেয়েটাকে ঘরে তালাবন্ধ করে পালিয়ে যায় দু’জন। ৪০ ঘণ্টা পরে গুড়িয়াকে যখন উদ্ধার করা হয়েছিল তার অবস্থা ছিল সঙ্কটজনক। এইমসে দীর্ঘ কয়েক মাসের চিকিৎসায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয় সে। চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন ছ’টা অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল ছোট্ট শরীরটাতে। পূর্ব দিল্লির ওই ঘটনায় দুই অভিযুক্ত মনোজ কুমার ও প্রদীপকে শনিবার দোষী সাব্যস্ত করে দিল্লির কারকারডোমা আদালতে।

পূর্ব দিল্লিতে থাকত ওই নাবালিকার পরিবার। তাদের বাড়ির নীচের ঘর (বেসমেন্ট) থেকে প্রায় দু”দিন পর অচৈতন্য অবস্থায় গুড়িয়াকে উদ্ধার করা হয়েছিল। প্রথমে ওই নাবালিকাকে খুঁজে না পেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয় পরিবার। কিন্তু সে সময় গা করেনি দিল্লি পুলিশ। ”আপনারাই খুঁজে নিন”, বলে দায় ঝেড়েছিল পুলিশ।পরে ৪৮ ঘণ্টা বাদে অচৈতন্য গুড়িয়ার যৌনাঙ্গ থেকে মোম ও বোতল উদ্ধার করেছিল পুলিশে।

একটা ঘর থেকে গোঙানির শব্দ পেয়ে সন্দেহ হয় পড়শিদের। তাঁরা বিষয়টা গুড়িয়ার পরিবারকে জানিয়েছিল। খবর যায় পুলিশে। তারপরেই ঘরের তালা ভেঙে ওই নাবালিকাকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছিল। এই ঘটনার একসপ্তাহের মধ্যেই দুই অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কিন্তু আইনে জটে প্রায় সাত বছর পর অপরাধী সাব্যস্ত হল মনোজ-প্রদীপ।

শনিবার এই মামলার শুনানি ছিল দিল্লির কারকারডোমা আদালতে। রায় ঘোষণার সময় বিচারক বলেন, “আমাদের সমাজে শিশুকন্যাদের দেবীজ্ঞানে পুজো করা হয়।

পাঁচ বছরের মেয়ের উপর যে বর্বরোচিত নির্যাতন চালানো হয়েছিল তার কোনও ক্ষমাই হয় না। ঘটনার বীভৎসতা সব সীমাকেই ছাড়িয়ে গিয়েছিল।”

দিল্লি-কাণ্ডের পর এই ঘটনাতেও নাগরিক সমাজ প্রতিবাদে নেমেছিল। সে সময় অভিযুক্তদের ফাঁসির পক্ষে সওয়াল করে পথে নেমেছিল নাগরিক সমাজ। নাবালিকা, অপহরণ ও ধর্ষণের আইন আরও কড়া হোক। বিভিন্ন মহল থেকে এমন দাবিও উঠেছিল। সাত বছর আগেকার সেই মামলায় অনেক উত্থান-পতন হয়েছে। নির্ভয়া গণধর্ষণকাণ্ডের চার দোষীকে ফাঁসির সাজা শোনানোর পরে এবার গুড়িয়া-ধর্ষণ কাণ্ডের দুই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করল দিল্লির এক আদালত। সাজা ঘোষণা হবে আগামী ৩০ জানুয়ারি।

মহারাষ্ট্রে দুর্ঘটনার কবলে শাবানা আজমির গাড়ি, আহত অভিনেত্রী ও চালক

মুম্বই, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): মুম্বই-পুণে এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনার কবলে অভিনেতা শাবানা আজমির গাড়িউ শনিবার কাহলাপুরের কাছে অভিনেতার গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েউ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন অভিনেত্রী শাবানা আজমি এবং গাড়ির চালকউ অভিনেত্রীর মাথা থেকে রক্তক্ষরণ হয়উ অভিনেত্রীকে উদ্ধার করে পানভেল-এর এমজিএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেউ আপাতত সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী।ওই গাড়িতেই ছিলেন শাবানা আজমির স্বামী জাভেদ আখতারউ তিনি সুরক্ষিত আছেনউ

পুলিশ সূত্রের খবর, শনিবার মুম্বই-পুণে এক্সপ্রেসওয়ের উপর থেকে যাচ্ছিল অভিনেত্রী শাবানা আজমির গাড়িউ পুণে থেকে মুম্বইয়ে ফিরছিলেন তাঁরাউ বিকেল ৩.৩০ মিনিট নাগাদ কাহলাপুরের কাছে অভিনেতার গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েউ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্রাক অভিনেত্রীর গাড়িতে ধাক্কা মারেউ গাড়িটির সামনের ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেউ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন অভিনেত্রী শাবানা আজমি ও গাড়ির চালকউ অভিনেত্রীকে উদ্ধার করে পানভেল-এর এমজিএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেউ দুর্ঘটনার সময় ওই গাড়িতে ছিলেন শাবানা আজমির স্বামী জাভেদ আখতারউ তিনি সুরক্ষিত আছেনউ কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দুর্ঘটনা সম্পর্কে রায়গড়ের পুলিশ সুপার অনিল পরাস্কর বিশদে জানিয়েছেন, মুম্বই থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে খালাপুরের কাছে বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুমড়ে যাওয়া গাড়ি থেকে উদ্ধার করে সঙ্গে সঙ্গে শাবানাকে নবি মুম্বইয়ের এমজিএম হাসপাতালে। প্রয়োজনীয় সমস্ত চিকিৎসা চলছে তাঁর।

উল্লেখ্য, পাঁচবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সম্মানিত শাবানা আজমি। পেয়েছেন পদ্মশ্রী পুরস্কারও। ”অঙ্কুর”, ”অর্থ”, ”মান্ডি”-র মতো ভিন্ন ধারার ছবিতে কিংবদন্তি অভিনেত্রীর অভিনয় আজও সিনে দুনিয়ার সম্পদ। শুক্রবারই জাভেদ আখতারের ৭৫তম জন্মদিন ছিল। সেই উপলক্ষ্যে আয়োজন ছিল বিলাসবহুল পার্টিরও। রেট্রো থিমের সেই পার্টিতে হাজির ছিলেন বিটাউনের চেনা পরিচিত অনেক তারকাই।

তেহরানে নিহতদের পরিবার প্রতি ২৫ হাজার ডলার করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেবে কানাডা

ওটোয়া, ১৮ জানুয়ারি(হি.স.) : তেহরানে ইউক্রেনের বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত নিজের দেশের নিহত নাগরিকদের প্রত্যেকের পরিবারকে ২৫ হাজার ডলার দেবে কানাডা। শুক্রবার এমনটাই ঘোষণা করেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো।

বাগদাদের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মার্কিন ড্রোন হামলায় ইরানি জেনারেল ও কুদস ফোর্সের প্রধান জেনারেল কাসেম সোলেইমানি নিহত হওয়ার পর উপসাগরীয় মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে গত ৮ জানুয়ারি ভুলবশত ইউক্রেনের একটি যাত্রীবাহী বিমান গুলি করে ভূপাতিত করে তেহরান। ওই বিমানের ১৭৬ যাত্রী মধ্যে নিহত হন কানাডার ৫৭ জন নাগরিক। গতকাল কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ঘোষণা করেছেন এদের প্রত্যেকের পরিবারকে ২৫ হাজার ডলার করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

খবরে প্রকাশ শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেন, দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার সাম্প্রতিক উত্তেজনা কমিয়ে আনতে আহ্বান জানাই। বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত কানাডার নাগরিকদের প্রত্যেকের পরিবারকে পূর্ণ সহায়তা করবে কানাডা সরকার। নিহতদের মরদেহ দেশে আনা, তাদের শেষকৃত্য সম্পন্ন এবং অন্যান্য কাজে ব্যয়ে ২৫ হাজার ডলার করে দেওয়া হবে প্রতিটি পরিবারকে।

সংবাদ সম্মেলনে ট্রুডো আরও বলেন, এখনও নিহতদের পরিবারকে ইরানের পক্ষ থেকে কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়নি উ তবে আশা করছি, ইরান এই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।

উল্লেখ্য, গত ৮ জানুয়ারি ভুলবশত ইউক্রেনের একটি যাত্রীবাহী বিমান গুলি করে ভূপাতিত করে তেহরান। কিয়েভগামী ইউক্রেনের আন্তর্জাতিক এয়ারলাইনস বোয়িংয়ের ৭৩৭-৮০০-তে ১৭৬ যাত্রী ছিল।

যেখানে ইরানের ৮২ জন, কানাডার ৫৭, ইউক্রেনের ১১, সুইডেনের ১০, আফগানিস্তানের চারজন এবং যুক্তরাজ্যের তিনজন নিহত হন। এমন ঘটনায় তেহরানে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। বিক্ষোভ থামাতে গত বুধবার জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি।

শহরে ফের এনআরসির বিরোধিতায় পা মেলাল বিশিষ্টরা

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে আবারও রাজপথে পা মেলালেন বিশিষ্টরা। শনিবার দেশপ্রিয় পার্ক থেকে টালিগঞ্জ ফাঁড়ি পর্যন্ত মিছিলে হাঁটেন নাট্যকর্মী সহ বহু বিশিষ্টরা। চন্দন সেন থেকে দেবজ্যোতি মিশ্র, অনীক দত্ত থেকে অনির্বান ভট্টাচার্য অনেকেই সামিল ছিলেন এই মিছিলে।

সিএএ, এনআরসি বিভেদ সৃষ্টি করছে এই স্লোগান ছাড়াও বাধ ভেঙ্গে দাও গানে সমবেত সুর চড়িয়ে এদিন পথে নেমেছেন বহু বিশিষ্টরা। দেশজোড়া ছাত্র আন্দোলনের সমর্থন জানাচ্ছেন তাঁরা। মিছিলে যোগ দিয়েছেন চন্দন সেন, অশোক মুখোপাধ্যায়, সোহাগ সেন, দেবজ্যোতি মিশ্র, অনীক দত্ত, অনির্বান ভট্টাচার্য, শুভেন্দু মাইতি, সায়নী ছাড়াও আরও অনেকে। মিছিল থেকে ছাত্রদেরদের পাশে থাকার বার্তা দিচ্ছেন তাঁরা।

পরিচালক অনিক দত্ত জানান, “কেন্দ্রীয় সরকার অনেক ছল চাতুরী করছেউ এখন বলছে বাবা মায়ের কোনও নথি লাগবে নাউ যদিও এই বিষয়টি আগে আমরা যাচাই করে নেবউ” যদিও বিজেপির এই পদক্ষেপকে ‘এক ধাপ পেছনো’ বলেও মনে করছেন এই পরিচালকউ দেবজ্যোতি মিশ্র জানান, ‘‘সমস্ত মানুষের মনকে এক রেখে বিদ্রোহ করতে হবেউঅগতান্ত্রিক এই আইন মানছিনা।অন্যদিকে, আজ নন্দীগ্রামে সিএএ-র সমর্থনে জনসভা করতে গিয়ে দিলীপ ঘোষ বিশিষ্টদের নিশানা করে জানিয়েছেন, “যারা কাগজ দেখাব না বলছে তাঁরা একদিন মুখ দেখানোর জায়গা পাবেন নাউ” এই প্রসঙ্গে পাল্টা অভিনেতা চন্দন সেন বলেন, “দিলীপবাবুর মনোযোগ পাওয়ার রোগ হয়েছেউ উনি এইসব কথা বলে মনোযোগ পেতে চাইছেনউ উনি ওনার মত করে রাজনীতি করছেন করুনউ কিন্তু ওনার বক্তব্য শুনে হাসি পাচ্ছে”।

প্রধানমন্ত্রী হোনচারুকের পদত্যাগ প্রত্যাখ্যান করলেন রাষ্ট্রপতি

কিয়েভ, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির জালেনস্কি প্রধানমন্ত্রী ওলেকসি হোনচারুকের পদত্যাগ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। রাষ্ট্রপতির কার্যালয় থেকে ফেসবুকে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে জালেনস্কি হোনচরুককে বলেছিলেন যে সাম্প্রতিক বিতর্কের কারণে তিনি হোনচরুকের পদত্যাগ পেয়েছিলেন। তিনি হোনচরুক এবং তাঁর সরকারকে তাদের সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারলে তাদের আরও একটি সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা তাদের উদ্বেগজনক। নতুন বেতন হ”ল রাজ্য সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের একটি নতুন কাজ। হোনাচারুক বলেন, তাঁর পদত্যাগ অডিও

ঘন ঘন সড়ক দুর্ঘটনার জের, অবৈধ যানবাহনে লাগাম টানতে নগদ জরিমানা আদায় পাথারকান্দিতে

পাথারকান্দি (অসম), ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা নির্বাচন এলাকার বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রতিককালে ঘন ঘন সড়ক দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবশেষে নড়েচড়ে বসেছে স্থানীয় প্রশাসন। বেপরোয়া যানবাহনের লাগাম টানতে পাথারকান্দি সার্কল প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা পরিবহণ এনফোর্সমেন্টের দল অসম-ত্রিপুরা ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে অভিযান চালায়।

সোনাখিরা বাজারের তেমাথা এলাকায় জাতীয় সড়ককে ঘিরে অবৈধ যানবাহনের বিরুদ্ধে তল্লাশি চালায় পরিবহণ এনফোর্সমেন্টের দল। অভিযানে মোট ৪৮টি নথিবিহীন যানবাহন আটক করে তাদের চালক বা মালিকদের কাছ থেকে উপযুক্ত নগদ ৬,১০০ টাকা জরিমানা টাকা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া বেশ কয়েকটি গাড়ির চালকদের নামে নতুন এমভিআই আইন অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছে। এই অভিযানে ডিটিও অফিসের পরিবহণ এনফোর্সমেন্টের দলের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন পাথারকান্দির সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট এল খিংনতে, পুলিশের দল নিয়ে ওসি ঘনকান্ত ভুইয়াঁ।

এদিকে প্রশাসনের এই উদ্যোগে সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন বৃহত্তর পাথারকান্দির সচেতন নাগরিককুল। প্রসঙ্গত, গত ১৩ জানুয়ারি বেলা প্রায় ২.১৫ মিনিট নাগাদ পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার সেপেনজুরি (মেদলি) চা বাগানের এলাকায় মর্মান্তিক এক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই শিশু, এক যুবতী এবং এক মহিলার মৃত্যু হওয়ার পাশাপাশি সাতজন ঘায়েল হয়েছিলেন। একটি যাত্রীবাহী অটো রিকশা এবং পোল্ট্রি-মোরগ বোঝাই বলেরো পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। নিহত হয়েছিলেন নিলি হাজাম (১৮), নীতিন হাজাম (৬ মাস), ধনি মুড়া (৩৫) এবং সুলেখা মুড়া (৪)। তাছাড়া আহত হয়েছিলেন যথাক্রমে রানি গোয়ালা (২৫), সুরজ থাপা (১৯), রমেশ বার্মা (৩৫), শংকর বার্মা (২৬), সাথী যাদব (২৬), গোপাল যাদব (৩০) এবং নিমা হাজাম (২৬)।

২১-এর নির্বাচনে কাটিগড়া বিধানসভা আসনে বিজেপি-র প্রবল দাবিদার হয়ে উঠছেন উত্তম

কাটিগড়া (অসম), ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : আগামী ২০২১ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে কাছাড় জেলার অন্তর্গত কাটিগড়া কেন্দ্রে উত্তম কুমার নাথকে দল টিকিট দিলে জয় সুনিশ্চিত। শনিবার ডিগাবরে এক শাড়ি বিতরণ অনুষ্ঠানে এই দাবি করে বলেছেন বিজেপি কার্যকর্তী শ্যামা গোয়ালা।

শুক্রবারের পর আজ শনিবারও তাঁর সমাজসেবা অব্যাহত রেখেছেন কাটিগড়ার বিশিষ্ট সমাজসেবী উত্তম কুমার নাথ। এ উপলক্ষে এদিন সকালে প্রথমে কালীবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর অন্তর্গত কালাইন চা বাগানে এক সভার আয়োজন করা হয়। বিজেপি দল থেকে জয়ী জিপি সভাপতি কৃষ্ণ সিং ছেত্রীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন অনুজ কান্তি পাল। কালাইন চা বাগানে দুস্থদের মধ্যে শাড়ি বিতরণ করে পাদ্রিটিলা, হিলাড়া এবং ডিগাবরে শাড়ি বিতরণ করেন সমাজসেবী উত্তম কুমার নাথ।

পাদ্রিটিলা কালীবাড়িতে বিজেপি দল থেকে জয়ী কুরকরি জিপি-র প্রাক্তন সভাপতি সত্যেন্দ্র দেবের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় কেন তিনি সমাজ সেবা করছেন, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে বলতে গিয়ে উত্তম বাবু বলেন, বিজেপি সরকারের ”সব কা সাথ, সব কা বিকাশ, সব কা বিশ্বাস” মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে এ ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়েছেন তিনি। ভগবান অসহায় মানুষের মধ্যে বিরাজমান। তাই নিজের সাধ্যমতো তাঁদের সাহায্য করে নিজের মনকে শান্তি দিচ্ছেন।

উল্লেখ্য, সত্যেন্দ্র দেবের মেয়ে শিপ্রা দেব বর্তমানে বিজেপি দল থেকে জয়ী কুরকুরি জিপি-র সভানেত্রী হিসেবে কাজ করছেন। এর পর হিলাড়ায় বিজেপি দলের জয়ী ওয়ার্ড সদস্যা শেফালি কুর্মির পৌরোহিত্যে আরও ২৫টি শাড়ি দুস্থদের মধ্যে বণ্টন করেন উত্তম বাবু। পড়ন্ত বেলায় ডিগাবরে শাড়ি বিতরণ অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিজেপি কার্যকর্তা শ্যামাপ্রসাদ গোয়ালার পৌরোহিত্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় শ্যামাপ্রসাদ বলেন, সমাজ সেবক উত্তম কুমার নাথ যেভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠে আসছেন, এতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে যদি উত্তম কুমার নাথ ভারতীয় জনতা পার্টির টিকিট পান, তা-হলে অনায়াসে জয়ী হবেন। পাশাপাশি গোয়ালা আরও বলেন, নির্বাচনে দাবিদার অনেক থাকলেও ধীরে ধীরে উত্তম কুমার নাথের পাল্লা ভারী হচ্ছে। তবে তিনি এ-ও বলেন, দল যাঁকেই টিকিট প্রদান করবে, তাঁদের সাথেই থাকবেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, গতকালের পর আজ উত্তম কুমার নাথ বিভিন্ন স্থানে একশোটি শাড়ি বিতরণ করেছেন।

এবার প্রিপেইড মোবাইল পরিষেবা শিথিল উপত্যকায়, কয়েকটি জায়গায় স্থগিত ইন্টারনেট

জম্মু, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : স্বাভাবিক হচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীর। পোস্ট পেইডের পর এবার প্রিপেইড মোবাইল ব্যবহারকারীরা এসএমএস ও ফোনকলের পরিষেবা পাবেন বলে জানানো হয়েছে রাজ্য প্রশাসনের তরফে। ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের পর গত আগস্টে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীর বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা পেয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর ভেঙে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করার পর থেকেই সেখানে বন্ধ করে দেওয়া হয় মোবাইল ও ইন্টারেনট পরিষেবা। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই কাশ্মীর উপত্যকার অধিকাংশ এলাকায় পোস্ট পেইড মোবাইল পরিষেবা চালু করা হয়। এবার সেসব এলাকাতে স্থানীয়রা প্রি-পেইড পরিষেবা পাবেন বলে জানিয়েছেন রাজ্য প্রশাসনের এক আধিকারিক। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রোহিত কানসাল এদিন বলেন, সমস্ত দিক ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে অথরিটি এদিন ঘোষণা করেছে যে, জম্মু ও কাশ্মীরের অধিকাংশ এলাকায় ফোন কল ও এসএমএস পরিষেবা পাবেন। মোবাইল ইন্টারনেট এখনও স্থগিত রাখা হয়েছে বদগাম, গাণ্ডেরবাল, বারামুলা, শ্রীনগর, কুলগাম, অনন্তনাগ, সোপিয়ান ও পুলওয়ামাতে। জম্মুর ১০টি জেলা ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা, বান্দিপোরা এলাকায় পোস্টপেইড মোবাইল ব্যবহারকারীরা ২ জি মোবাইল ডেটা ব্যবহার করা যাবে বলে জানানো হয়েছে।

ইরাকি নিরাপত্তা বাহিনীর জালে আইএসের শীর্ষ নেতা

মোসুল (ইরাক), ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : ইরাকি নিরাপত্তা বাহিনীর সোয়াট দলের জালে এবার নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আইএসের শীর্ষ নেতা জব্বা দ্য জিহাদি। স্থূলকার রোগে ভূক্তভুগী জিহাদি মোসুল শহর থেকে ধরা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ওজন ৫৬০ পাউন্ড। তিনি এতটাই বিশাল যে পুলিশ গাড়িতে করে তাকে আনা সম্ভব হয়নি, তাই তাঁর জন্য একটি ট্রাক বিশেষভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ইরাকি বাহিনীর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গ্রেফতার হওয়া সন্ত্রাসবাদী মুফতি আবু আবদুল বারী সুরক্ষা বাহিনীর বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বিবৃতি দিতেন এবং তিনি নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আইএসের শীর্ষ নেতাও।

হিজবুল্লাহকে সার্বিকভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল ইংল্যান্ড

লন্ডন, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : সার্বিকভাবে হিজবুল্লাহকে নিষিদ্ধ করে সংগঠনটিকে কালো তালিকাভুক্ত ঘোষণা করল ইংল্যান্ড উ ফলে হিজবুল্লাহর বা এই সংগঠনের কোনও সদস্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা সম্পত্তি ইংল্যান্ডে থাকলে তা বাজেয়াপ্ত করবে ব্রিটিশ প্রশাসন।

আগেই ইংল্যান্ডে কালো তালিকাভুক্ত হয়েছিল হিজবুল্লাহর সামরিক শাখা উ গত বছরের মার্চেই হিজবুল্লাহর সামরিক শাখাকে সন্ত্রাসবাদী বাহিনী আখ্যা দিয়ে তালিকাভুক্ত ছয়ের পাতায়

আগের থেকে ভাল আছেন অভিনেতা দীপঙ্কর দে

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : আগের থেকে অনেকটাই ভাল আছেন চিকিৎসাধীন অভিনেতা দীপঙ্কর দে । আইসিইউ থেকে শনিবার তাকে জেনারেল বেডে দেওয়া হয়েছে তাঁকে। তবে এখনই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাচ্ছেন না। পর্যবেক্ষণে রাখতে আরও দু’দিন তাঁকে হাসপাতালে রাখা হতে পারে।

বেশ কয়েক মাস আগে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন অভিনেতা দীপঙ্কর দে । সিওপিডি আক্রান্ত অভিনেতার শুক্রবার বিকেলে হঠাৎই শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। ভর্তি করা হয় বাইপাসের ধারে একটি হাসপাতালে। তাঁকে দেখছেন ফুসফুস বিশেষজ্ঞ অংশুমান মুখোপাধ্যায় ও ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সুশ্রুত বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি আগের থেকে অনেকটাই ভাল আছেন তিনি। গতকাল সন্ধ্যে ৬.৪০ মিনিটে সল্টলেকের এক বেসকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন । এই অভিনেতার অবস্থা এখন ভাল উ আইসিইউ থেকে চিকিৎসকরা আজ তাঁকে জেনারেল বেডে শিফট করেছেন উ সোমবার ছাড়া পেতে পারেন দীপঙ্কর দে । ছয়ের পাতায়

শনিবার শান্তিবাজারে পৌষ মেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

ইরানকে ফের শ্রেষ্ঠ করে তুলুন, টুইট করে আর্জি ডোনাল্ডট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ড কোরের কাদ্স ফোর্সের কম্যান্ডার জেনারেল কাসেম সুলেইমানির মৃত্যুর পর থেকেই আমেরিকা-ইরান সম্পর্ক রীতিমতো তলানিতে ঠেকেছে। এমতাবস্থায় ইরানের নেতাদের প্রতি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আবেদন, ''ইরানকে ফের শ্রেষ্ঠ করে তুলুন।'' শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প টুইট করে লিখেছেন, ''ইরানের মহান মানুষ-যাঁরা আমেরিকাকে ভালবাসেন-তাঁদের এমন একটি সরকার প্রাপ্য, যা তাঁদের স্বপ্ন অর্জন সহায়তা করবে। ইরানকে ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করার পরিবর্তে, নেতাদের উচিত সন্ত্রাস ত্যাগ করা এবং ইরানকে ফের শ্রেষ্ঠ উন্নীত করা!''
প্রসঙ্গত, ইরানের সুপ্রিম নেতা খামেনেই-এর একটি টুইটের প্রেক্ষিতে এই টুইট করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। খামেনেই টুইট করে লিখেছিলেন, ''অসৎ মার্কিন সরকার বারবার বলেছে যে তাঁরা ইরানি জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁরা মিথ্যা বলছে। ইরানি জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ বিষাক্ত ছুরি দিয়ে তাদের হৃদয়ে ছুরিকাঘাত করা। অবশ্যই, আপনি এখনও পর্যন্ত এটি করতে ব্যর্থ হয়েছেন, এবং আপনি অবশ্যই ব্যর্থ হতে থাকবেন।'

২২ জানুয়ারি হাইকোর্টে চালু হচ্ছে 'বিচারঘড়ি'

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): কলকাতা হাইকোর্টে চালু হতে চলেছে বিচারঘড়ি বা জাস্টিস ক্লক। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ২২ জানুয়ারি হাইকোর্টের ই-গেটে এই 'বিচারঘড়ি' বা পরিসংখ্যান বোর্ডের উদ্বোধন করবেন প্রধান বিচারপতি টিবি নায়ার রাধাকৃষ্ণণ।
দেশের অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে ইতিমধ্যেই এই জিনিস রয়েছে। এবার তা চালু হবে কলকাতা হাইকোর্টেও। এবার থেকে রাজ্যের কোন আদালতে কত মামলার জমে রয়েছে, কত মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে তার বিশদ তথ্য মিলবে হাতের নাগালেঊ কেবল কলকাতা হাইকোর্টে নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের সব কটি হাইকোর্টে 'জাস্টিস ক্লক' নামে এক ধরনের বোর্ড চালু হচ্ছেঊ
রাজ্যের নিম্ন আদালতে মামলার গতি-প্রকৃতি থেকে সংশ্লিষ্ট মামলার সর্বশেষ পরিস্থিতিও জানা যাবে এতেঊ বহু মানুষ উপকৃত হবেন বলে আশা করছে বিচার বিভাগঊ
প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে কলকাতা হাইকোর্ট সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আদালতে বকেয়া মামলার সংখ্যা ছিল ২৪ লাখ ১৮ হাজার ৩৭৬ঊ এর মধ্যে হাইকোর্টে ছিল ২ লক্ষ ২২ হাজার ১০২ঊ বকেয়া মামলা নিম্ন আদালতে ছিল ২১ লক্ষ ৯৬ হাজার ১৭২ঊ বিধানসভায় কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতা নেপাল মাহাতোর প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের বিচারমন্ত্রী মলয় ঘটক এই তথ্য জানানঊ তিনি বলেন এর মধ্যে হাইকোর্ট এবং বিভিন্ন আদালতে ফৌজদারি মামলার সংখ্যা যথাক্রমে ৩৯ হাজার ৬৩০ এবং ১৭ লক্ষ ১৭ হাজার ৭৪০ঊ বকেয়া দেওয়ানী মামলার সংখ্যা হাইকোর্টে ছিল ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৫০২ঊ রাজ্যে সব মিলিয়ে ছিল ৬ লক্ষ ৬৬৩ঊ গত দু''বছরে এই সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছেঊ
উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ১৭ ডিসেম্বর মাদ্রাজ হাইকোর্টে এই ধরনের এলইডি ডিসপ্লে বোর্ড চালু হয়েছেঊ প্রধান বিচারপতি উদ্বোধন করে বলেন, আদালতের মামলা রুজু হয়েছে নিষ্পত্তি হওয়া মামলার সংখ্যা এগুলি তথ্য পাওয়া যাবেঊ ২০১৭ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এ ধরনের পরামর্শ দিয়েছিলেনঊ সুপ্রিম কোর্ট তা গ্রহণ করেঊ এর পর বিভিন্ন হাইকোর্টকে নির্দেশ দেওয়া হয় পর্যায়ক্রমে এ ধরনের 'জাস্টিস ক্লক' চালু করারঊ
আপাতত কলকাতা হাইকোর্টের কোনও মামলার কোনও তথ্যই এই বোর্ডে পাওয়া যাবে না।
কেন এই হাল? সূত্রের খবর, তথ্য আপলোড করার আগে কেস ইনফর্মেশন সিস্টেম বা সিআইএস নামে তথ্যভাণ্ডার গড়ে তুলতে হয়। রাজ্যের বিভিন্ন আদালতের সেই ভাণ্ডার থাকলেও হাইকোর্টে সে কাজ এখনও শেষ হয়নি। তাই শুধুমাত্র জেলার আদালতগুলির মামলা এই পরিসংখ্যান বোর্ডে আপাতত তুলে ধরা হবে। তবে শুধুমাত্র জেলার তথ্য তুলে ধরে কি লাভ, সেই নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে আইনজীবি মহলে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কংগ্রেস এখন নেহাত পারিবারিক সংস্থা, রাহুলকে জিতিয়ে ভুল করেছে করেছে কেরল, মন্তব্য ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহর

কোঝিকোড়, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : কংগ্রেস এখন নেহাত পারিবারিক সংস্থা। রাহুল গান্ধীকে নির্বাচনে জিতিয়ে ভুল করেছে করেছে কেরল ঊ কেরল সাহিত্য উৎসবে যোগ দিয়ে একথা বলেন ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহ। সেই সঙ্গে তিনি কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে মুঘল শাসনের শেষদিককার বাদশাহদের সঙ্গে তুলনা করেন ঊ আরও বলেন, ভারত আরও বেশি করে গণতন্ত্রের পথে হাঁটছে, শেষ হচ্ছে সামন্ত্রতন্ত্র। এটা গান্ধীর বোঝেন না।
জাতীয় কংগ্রেস, কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীকেও তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহ। গতকাল কেরল সাহিত্য উৎসবে দেশপ্রেম বনাম যুদ্ধ জিগির বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন রামচন্দ্র গুহ। সেখানেই তিনি জাতীয় কংগ্রেসকে আক্রমণ করে বলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কংগ্রেস অসাধারণ দল ছিল। আর এখন নেহাত পারিবারিক সংস্থা। সেই সঙ্গে তাঁর আরও অভিমত রাহুল গান্ধীর মত পঞ্চম প্রজন্মের রাজপুত্রকে ভোটে জিতিয়ে মারাত্মক ভুল করেছেন কেরলের মানুষ ঊ
তাঁর মতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কঠোর পরিশ্রমী, নিজে গড়েছেন নিজেকে। ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর সামনে রাহুল গান্ধীর টেকার সম্ভাবনাই নেই। যে কংগ্রেস স্বাধীনতার সময় অসাধারণ দল ছিল, তারা এখন স্রেফ ফ্যামিলি ফার্ম। এ কারণেও ভারতে হিন্দুত্ব ও যুদ্ধ যুদ্ধ জিগিরের উত্থান হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি রাহুলের বিরুদ্ধে নন, রাহুল অত্যন্ত ভদ্র, শিষ্ট আচার আচরণ। কিন্তু নতুন ভারত কোনও পঞ্চম প্রজন্মের রাজপুত্রকে চায় না। যদি মালয়ালিরা ২০২৪-এও রাহুলকে নির্বাচনের ভুল করেন, তবে তাঁরা নরেন্দ্র মোদীর সুবিধে করে দেবেন, আর কিছু নয়। রাহুল সরে গেলে মোদীকে তাঁর নীতি সম্পর্কে বলতেই হবে, ব্যাখ্যা দিতে হবে, কেন সেগুলো ব্যর্থ হল।
গুহ আরও বলেছেন, নরেন্দ্র মোদীর বিরাট সুবিধে হল, তিনি রাহুল গান্ধী নন। একটা রাজ্য ১৫ বছর চালিয়েছেন, প্রশাসন সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা আছে। অস্বাভাবিক পরিশ্রমী তিনি, কোনওদিন ইউরোপে ছুটি কাটাতে যান না। কিন্তু রাহুল যদি আরও বেশি বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী হতেন, ইউরোপে ছুটি কাটাতে না যেতেন, তা হলেও রাজবংশের পঞ্চম প্রজন্ম হিসেবে নিজেকে নিজে গড়ে তোলা কোনও ব্যক্তির সামনে তাঁর কোনও সুযোগ নেই।
কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীকেও আক্রমণ করেন তিনি, বলেন, সোনিয়াকে দেখে তাঁর মনে পড়ে মুঘল শাসনের শেষদিককার কথা, সাম্রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না মুঘল শাসকদের। সোনিয়ার উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আপনি দিল্লিতে রয়েছেন, আপনার সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হচ্ছে, অথচ বশংবদরা আপনাকে বোঝাচ্ছেন, যে এখনও আপনিই বাদশাহ। তাঁর কথায়, ভারত আরও বেশি করে গণতন্ত্রের পথে হাঁটছে, শেষ হচ্ছে সামন্ত্রতন্ত্র। এটা গান্ধীর বোঝেন না। এদিন তিনি তীব্র কটাক্ষ করেন বামেদের ঊ বামেদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে গুহ বলেন, তাদের ভণ্ডামি হল, ভারতের থেকে অন্যান্য দেশকে তারা বেশি ভালবেসেছে। বিশ্বজুড়ে আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের উত্থান ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে ইসলামীয় মৌলবাদের মাথাচাড়া দেওয়া ভারতে হিন্দুত্ববাদের উত্থানের বড় কারণ বলে গুহ মন্তব্য করেছেন।

নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ

● প্রথম পাতার পর
রঞ্জিতবাবু বলেন, নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ জাতি-উপজাতি উভয় অংশের জন্যই গঠন করা হয়েছে। শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্টের জন্য নয়। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় শান্তি বজায় থাকুক, চাইছে নাগরিক মঞ্চ।

আইনমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর
আবেদনের অনুমতি দেওয়া কখনই সম্ভব নয়। কারণ, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি এবং আইন-শৃঙ্খলার উপর নির্ভর করে পুলিশ মিছিল-সমাবেশের অনুমতি দিয়ে থাকে। অযথা, সমালোচনা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় কাম্য নয়, ক্ষোভের সুরে বলেন তিনি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

আটের পাতার পর
ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী, বিধায়ক এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ইংল্যান্ড

পাচের পাতার পর
করেছিল ইংল্যান্ড ঊ শুক্রবার নতুন করে হিজবুল্লাহকে সার্বিকভাবে নিষিদ্ধ করে তাদের কালো এর সব ধরনের কর্মকাণ্ডকেই নিষিদ্ধ করল ইজরায়েল ও আমেরিকার ঘনিষ্ঠ এ মিত্র দেশটি। নতুন এ নিষেধাজ্ঞার ফলে হিজবুল্লাহর বা এই সংগঠনের কোনও সদস্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা সম্পদ ইংল্যান্ডে থাকলে তা বাজেয়াপ্ত করা হবে।
ইংল্যান্ডের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, হিজবুল্লাহর উপর এই নিষেধাজ্ঞা জারির পাশাপাশি ইংল্যান্ড লেবাননসহ এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতার জন্য লেবাননের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কাজ করে যাবে।
ইংল্যান্ডের এ পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঊ ইরান বিষয়ক আমেরিকার বিশেষ প্রতিনিধি ব্রায়ান হুক বলেন, হিজবুল্লাহর ওপর নতুন করে এ নিষেধাজ্ঞায় অত্যন্ত খুশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

দীপঙ্কর দে

পাচের পাতার পর
অভিনেতার স্ত্রী দোলন রায় জানান, শ্বাসকষ্ট নেই। তিনি আগের চেয়ে ভাল আছেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, অন্তত রবিবার অবধি তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। ক্রনিক উপসর্গগুলি বন্ধ হলেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবেন। সেক্ষেত্রে সোমবার তিনি হাসপাতাল থেকে বাড়ি যেতে পারেন।
উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবারই তিনি দীর্ঘদিনের বান্ধবী অভিনেত্রী দোলন রায়কে বিয়ে করেছিলেন । মূলত রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়েছিল তাঁদের । বেশ কয়েক বছর সম্পর্কের পরই দোলন রায়কে বিয়ে করেছেন এই বর্ষীয়ান অভিনেতা । তাঁদের বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা নাট্যব্যক্তিত্ব অধ্যাপক ব্রাত্য বসু-সহ অন্যেরা ।

শিক্ষা দফতর

তিনের পাতার পর
নতুন মন্ত্রিসভায় অর্থ, স্বাস্থ্য ও পূর্ত দফতরের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার হাতে ফের তুলে দেওয়া হয়েছে শিক্ষা বিভাগ। এছাড়া স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার হাতে নগরোন্নয়ন এবং পয়ঃপ্রণালী উন্নয়ন দফতর অর্পণ করে শ্রম, চা জনজাতি উন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী করা হয়েছে নবনিযুক্ত সঞ্জয় কিষাণকে। এভাবে রাজস্ব দফতরের স্বতন্ত্র প্রতিমন্ত্রী যোগেন মোহন এবং শিক্ষা দফতরের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ভবেশ কলিতাকে। কলিতার হাত থেকে রাজস্ব দফতর চলে গেলেও রয়েছে জলসেচ দফতর। অন্য মন্ত্রীদের দফতর মোটামুটি অক্ষত রয়েছে।

জেলে আটক

তিনের পাতার পর
উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. আহাদ বলেন, বঙ্গোপসাগরের জলসীমায় অনুপ্রবেশের অভিযোগে ভারতীয় ২৬ জেলেকে আটক করেছে নৌবাহিনী। এ ঘটনায় নৌবাহিনীর মোংলাস্থ দিগরাজ নৌঘাঁটির চিফ পেটি অফিসার মো. ইমান আলী বাদী হয়ে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইনে আটক জেলেদের বিরুদ্ধে মোংলা থানায় মামলা দায়ের করেছেন। আটক জেলেদের রবিবার সকালে বাগেরহাটের কারাগারে পাঠানো হবে।

রেল সফরে নিরাপত্তা উদ্বিগ্ন মহিলারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৮ জানুয়ারি।। রাজ্যের অভ্যন্তরে রেল যাত্রীদের সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। দেখা দিয়েছে উৎকণ্ঠা। রেলের রাজ্যিক কর্তৃপক্ষ সব জেনেও না জানার ভান করে আছেন। অভিযোগ রেল যাত্রীদের নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি তাঁরা গুরুত্ব দিতে নারাজ। মহিলা যাত্রীদের রাত্রিকালীন রেলভ্রমন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
রাতের বেলায় যেসব লোকাল ট্রেন আগরতলা -ধর্মনগর,ধর্মনগর -আগরতলা, আগরতলা-সাব্রুম, সাব্রুম-আগরতলা চলাচল করে, সে সব ট্রেনে মহিলাযাত্রীদের উৎকণ্ঠিতভাবে যাতায়াত করতে হয়। সন্ধ্যার পর মহিলা যাত্রীদের নিরাপত্তার অভাবে থাকতে হয়। কেননা উদয়পুর, বিলোনিয়া ষ্টেশনে রেল পৌঁছতেই হুড়মুড়িয়ে কিছু যুবক ট্রেনে উঠে মহিলা যাত্রীদের উত্যক্ত করতে থাকে। অভিযোগ, বখাটে যুবকরা অশালীন অঙ্গভঙ্গি করতে শুরু করে। অন্যযাত্রীদের পক্ষে প্রতিবাদ করার সাহস ও থাকে না। অনেকেই প্রতিবাদ করে হুমকির মুখে পড়তে হয়েছে।
বিলোনিয়া থেকে সাব্রুম যাওয়ার পথে সম্প্রতি রাতের বেলায় কিছু মদমত্ত যুবক কামড়ায় উঠে অভব্য আচরন করতে থাকে। অসহায় হয়ে পড়েন যাত্রীরা। কোন ভাবে খবরটি সাব্রুম থানায় পৌঁছে যায়। ট্রেনটি সাব্রুম পৌঁছতেই পুলিশ এদের উঠিয়ে নিয়ে গারদে পুড়ে দেয়। স্থানীয়রা বলে থাকেন প্রায়শই এধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন ধরনের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।
আজ এ বিষয়টি নিয়ে রেলের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, রেলের তরফে প্রতিটি থানাকে চিঠি দেয়া হয়েছে। রেল পুলিশও সতর্ক রয়েছে। তবে তিনি বলেন, রাজ্যে আরপিএফর সংখ্যা কম। তিনি জানিয়েছেন, আগামী কিছু দিনের মধ্যেই সুরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হবে এবং এর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
উল্লেখ্য, আগরতলা থেকে লোকাল ট্রেন ছাড়াও ত্রিপুরাসুন্দরী, রাজধানী, কাঞ্চনজঙ্ঘা,হামসফর,হাবিবগঞ্জ, শিলচর রেল সার্ভিস রয়েছে।

নাগপুরে মালগাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু ৩ জনের

নাগপুর, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): রেললাইন পারাপার করার সময় বড়সড় বিপত্তি! মহারাষ্ট্রের নাগপুর ডিভিশনে মালগাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারালেন ৩ জন শ্রমিক। শুক্রবার সন্ধ্যায় মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে নাগপুর ডিভিশনের বোতিবুরি-উমরেদ শাখায়। রেল পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, শুক্রবার সন্ধ্যায় রেললাইন পারাপার করছিলেন ৩ জন। আচমকাই ছুটে আসে একটি মালগাড়ি। মালগাড়ির ধাক্কায় রেললাইনের ধারে ছিটকে পড়ে যান ৩ জন। রক্তাক্ত ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।
মৃতরা পেশায় নির্মাণ শ্রমিক। তাঁদের বাড়ি মধ্যপ্রদেশের শিওনি জেলায়। নাগপুর রাষ্ট্রীয় বিধি বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মাণ কাজের জন্য এখানে এসেছিলেন তাঁরা।

ত্রিপুরার নাগরিক

● প্রথম পাতার পর
তাই, সুপ্রিমকোর্টের রায় ঘোষণা হওয়ার আগে ওই আইনের বিরোধিতায় নতুন করে আন্দোলন শুরু করছি না। তবে, আপাতত ওই আইনের বিরোধিতায় গণবস্থান কর্মসূচিও প্রত্যাহার করব না, বলেন মেবার কুমার জমাতিয়া।
এদিন তিনি বলেন, কাঞ্চনপুরের বিভিন্ন শিবিরে আশ্রিত ব্রু শরণার্থীরা বাস্তবে ত্রিপুরার নাগরিক। তাঁর দাবি, ডম্বুর বাঁধ নির্মাণের সময় রিয়াং জনজাতির বাসিন্দারা বাস্তুচ্যুত হয়েছিলেন। ফলে, জীবনজীবিকার প্রশে তাঁরা মিজোরামে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু, মিজোরামে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে তাঁরা সেখানে বসবাস করতে পারেননি। প্রাণরক্ষার তাগিদে তাঁরা ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাই, তাঁদের ত্রিপুরাতে পুনর্বাসন দেওয়া আমাদের দায়িত্ব, বলেন মেবার কুমার জমাতিয়া।
ত্রিপুরায় ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসনের সিদ্ধান্তে কেন্দ্রীয় সরকার, মিজোরাম সরকার এবং ত্রিপুরা সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মেবার কুমার জমাতিয়া। তাঁর কথায়, দীর্ঘ ২৩ বছরের যাতনার অবসান হতে চলেছে। ব্রু'রা মূলস্রোতে ফিরে আসছে।

দাবি কংগ্রেসের

● প্রথম পাতার পর
বহাল রাখেন তাহলে কংগ্রেস আদালতের দ্বারস্থ হবে বলে হুমকি দেন বদরুজ্জামান।

জরিমানা বাটাকে

● প্রথম পাতার পর
খরচ বাবদ আরও তিন হাজার টাকা আগামী দুই মাসের মধ্যে মিটিয়ে দিতে হবে বাটা কোম্পানীকে। এই ঘটনা থেকে গ্রাহকরা নিজেদের অধিকার সুরক্ষায় সরব হবার মানসিক শক্তি পান।

কৈলাসহরে

● প্রথম পাতার পর
খুবই উপকার হতো। রাজ্যে সর্বত্রই ই-রিক্সা এখনো বহাল তবিয়তে চলেছে। রাজ্য সরকার ই-রিক্সাকে বৈধতা দিতে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তাতে অনেকেই সাড়া দিলেও বড় একটা পিছিয়ে রয়েছে। ফলে বাধ্য হয়েই প্রশাসনকে মাঠে নামতে হচ্ছে।

জয়েন্ট ফোরাম

● প্রথম পাতার পর
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দেখা মিলেনি।
তাঁর কথায়, নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন ত্রিপুরায় চালু হতে দেব না। তাতে, আমাদের পুনরায় আন্দোলনের পথ বেছে নিতে হবে বলেই মনে হচ্ছে। তিনি বলেন, আলোচনার মাধ্যমে ওই আইন নিয়ে পথ বের হোক, আমরা চেয়েছিলাম। কিন্তু, ত্রিপুরার স্বার্থে এখন আমাদের ওই আইনের বিরোধিতায় রাস্তায় নামতেই হবে।
তিনি বলেন, দিল্লি থেকে আজ আমরা ফিরে এসেছি। শীঘ্রই ওই আইনের বিরোধিতায় আন্দোলন কর্মসূচি চূড়ান্ত করে ঘোষণা দেওয়া হবে।

সরকারি কর্মী

● প্রথম পাতার পর
রোধে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কিন্তু পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। যানবাহনের চালক ও পথচারিদের সচেতন হওয়ার জন্য তিনি আবেদন জানিয়েছেন। দুর্ঘটনায় মৃত মৃণাল কান্তি চক্রবর্তীর পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী।

নিরাপত্তা কর্মীরা

● প্রথম পাতার পর
টানাপোড়েন চলে বলে তারা অভিযোগ করেন। টিএনজিসিএলের একাংশ অসাধু কর্মীর বদান্নতার কারণেই তাদের এই দুর্দশা বলে অভিযোগ। অবিলম্বে বেতন মিটিয়ে দিতে এবং প্রতিমাসে নিয়মিত বেতন প্রদানের জন্য তারা জোরালো দাবি জানিয়েছেন। অন্যথায় তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবেন।

পরিত্যাক্ত স্থানে পড়ে হয়েছে নজরুলের মর্মর মুর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ জানুয়ারি।। মূর্তির ভাঙার সংস্কৃতি নিয়ে সারা রাজ্যকে যারা সরগরম করেছিল সেই বাম আমলের নেতাদের দেশের কবি ও সাহিত্যিকদের প্রতি যে কতটা শ্রদ্ধা ছিল তা ধরা পড়ল তেলিয়ামুড়ায় বিদ্রোহী কবি নজরুলের মর্মর মূর্তিকে পরিত্যক্ত জায়গায় ফেলে রাখার মধ্য দিয়ে। তেলিয়ামুড়া শহরকে সবুজায়নের সাথে সাথে সংস্কৃতির শহর হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শহরের বিভিন্ন স্থানে কবি ও সাহিত্যিকদের মর্মর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। তেলিয়ামুড়ার তৎকালীন নগর পঞ্চায়েতের অর্থে রবীন্দ্রনাথ, সুকান্ত, আম্বেদকর এবং কাজীনজরুল ইসলামের মর্মর মূর্তিও স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের রক্ষণাবেক্ষণ সঠিকভাবে করা হয়নি। শুধুমাত্র তাঁদের জন্মদিনটি পালন করার সময় ধোঁয়া মুছা করে পুষ্পমাল্য অর্পনের মাধ্যমেই ইতিরেখা টানা হয়েছে। তেলিয়ামুড়ার খোয়াই চৌমুহনী প্রোগ্রেসিভ ইয়থ ক্লাবের সামনে প্রায় ১০-১৫ বছর আগে কাজীনজরুলের মর্মর মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল। তবে তৎকালীন লেলিন, মার্কস ও স্টেলিনের আদর্শে বিশ্বাসী বামপন্থীরা কবি ও সাহিত্যিকদের কতটা শ্রদ্ধা করতেন তার এক জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া গেল বিদ্রোহী কবি কাজীনজরুলের মর্মর মূর্তিকে জঞ্জালের স্তূপে ফেলে রাখার মধ্য দিয়ে। বাম আমলের শেষের দিকে রাস্তা বড় করার নামে হঠাৎ করে উধাও হয়ে যায় কাজী নজরুলের মর্মর মূর্তিটি। শহরের কবি সাহিত্যিকরাও জানেন না নজরুলের মূর্তিটির ঠাই কোথায় হয়েছে। এবার ক্যামেরায় উঠে আসে বিদ্রোহী কবির মর্মর মূর্তির অবস্থান। তেলিয়ামুড়া সুপার মার্কেটের পেছনে পরিত্যক্ত জায়গায় ফেলে রাখা হয় এই মূর্তিটি। তার থেকে বোঝা যায় মার্কসবাদের মতাদর্শীরা বাংলার কবি, সাহিত্যিকদের কতটা মর্যাদা দিতেন। ক্ষমতার পালাবদলের পর বর্তমান বিজেপি পুর পরিষদ শহরের উপর থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মর্মর মূর্তি এবং আম্বেদকরের মর্মর মূর্তিটি তাদের যোগ্যস্থানে পুনঃ স্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মর্মর মূর্তি স্থাপন করেন চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্রের সামনে এবং আম্বেদকরের মর্মর মূর্তি স্থাপন করা হয় মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে কিন্তু কাজী নজরুলের মর্মর মূর্তিটি আজও পরিত্যক্ত জায়গায় পরে আছে। নীতিগতভাবে মার্কসবাদে বিশ্বাসী তেলিয়ামুড়ার বিশিষ্ট কবি শৈলেন্দ্র দাস জানান তিনি নিজেও জানেন না কাজী নজরুলের মূর্তিটি কোথায় আছে। পরিত্যক্ত জায়গায় রয়েছে শুনে তিনি ঘটনাটি নিন্দনীয় এবং দুর্ভাগ্য জনক বলে মনে করেন। অপর এক শিক্ষাবিদ যিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত সুখেন্দু বিকাশ দাস বলেন, কাজীনজরুলের মর্মর মূর্তি ছিল জানতেন, কিন্তু এখন কোথায় জানেন না । সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে কবি সাহিত্যিকদের মর্মর মূর্তি বসিয়ে নিজেদের সংস্কৃতি প্রেমী বলে বুঝাতে চাইলেও প্রকৃতপক্ষে বামসংস্কৃতি যে শুধুমাত্র লেলিন এবং স্ট্যালিনের মূর্তি ও সংস্কৃতিতে আটকে পড়েছিল তা সহজে অনুমেয়। তবে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন লোকের আশা বর্তমানে পুরপরিষদ কাজী নজরুলের মর্মর মূর্তিটিকে পরিত্যক্ত জায়গা থেকে তুলে এনে যোগ্য যায়গায় বসিয়ে তথাকথিত লেলিন এবং স্ট্যালিনের মতাদর্শীদের মুখে চুন কালী মাখাবেন।

পশ্চিমবঙ্গজুড়ে এনআরসি-এনপিআর বিরোধী প্রচার চালাতে হবে: চিদাম্বরম

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি (হি.স): জাতীয় নাগরিকপঞ্জী ও সংশোধনী নাগরিকত্ব আইন ইস্যুতে জনমত গড়ে তুলতে হবে। শনিবার বিধান ভবনে এনআরসি ও সিএএ বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার শিক্ষা দিয়ে এমনটাই জানালেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরম। একইসাথে তাঁর মতে, 'বিরোধীদের বৈঠক যাওয়া মানেই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া নয়। কেউ আলাদা লড়াই করলেও তিনি লড়াই করেছেন।'
কলকাতায় দুদিনের সফরে এসেছেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতা পি চিদাম্বরম। প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয় বিধান ভবনে শনিবার এক সমাবেশে অংশ নেন তিনি। তবে এদিন বিধান ভবনে আসার আগে পার্ক সার্কাসে ধরনা মঞ্চে যান তিনি। সেখানে প্রায় ১০মিনিট ছিলেন তিনি।
মূলত সংশোধনী নাগরিকত্ব আইন, এনআরসি এবং এনপিআর নিয়ে বাংলার নেতা-কর্মীদের বোঝাতে এই কর্মশালার আয়োজন। এ ব্যাপারে প্রতিবাদ-আন্দোলন আরও ক্ষুরধার হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।
চিদম্বরম বলেন, 'এনপিআর বিরোধী আলোচনার জন্য বৈঠক দেখেছিল কেন্দ্র। বৈঠকে যোগ দেওয়া মানে সিদ্ধান্ত মানা নয়। দলের সিদ্ধান্ত মেনে মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থান নেবেন।' পাশাপাশি এনপিআরের মোড়কে দেশে এনআরসি আনতে চাইছে কেন্দ্র বলেও অভিযোগ করেন তিনি।
প্রদেশ কংগ্রেস মনে করছে আন্দোলনে নামতে হলে মানুষকে আরও বেশি করে সিএএ, এনআরসি এবং এনপিআর নিয়ে বোঝাতে হবে। এ সব নিয়ে আরও গবেষণা এবং পড়াশোনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে।সেই জায়গা থেকেই বিশিষ্ট এই আইনজীবী তথা প্রাক্তন মন্ত্রীকে নিয়ে এসে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী জানান, 'একসঙ্গে আন্দোলন করছি না আলাদা করছি সেটা বড় কথা নয়। ঈদের বৈঠকে কুড়িটি দল ছিল আমরা সবাই সংবিধান কে বাঁচাতে একসাথে বলছি সেটাই সবথেকে বড় কথা।'
সারা রাজ্যজুড়ে সিএএ ও এনপিআর-র বিরোধিতা নিয়ে কংগ্রেস প্রচার চালাবে বলে জানান তিনি। বলেন, 'সব বিরোধীদের একমঞ্চে আসা উচিত। দেশজুড়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আন্দোলন হচ্ছে। মূল্যবোধ কে সামনে রেখে লড়ছে পড়ুয়ারা।' অন্যদিকে, দিল্লিতে জাতীয় নাগরিক সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। জানিয়েছেন, 'দিল্লিতে ব্রিটিশ সরকারের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে দিল্লিতে যে আন্দোলন হচ্ছে অগণতান্ত্রিক অসমর্থনযোগ্য'। বিজেপি বিরোধীদের শক্তি সম্বন্ধে বুঝতে পারছিনা বলেও সেদিন কটাক্ষ করেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরম।
গতকাল কলকাতায় এসে পার্ক সার্কাসে এনবিআর ও এনআরসির বিরোধিতায় সংখ্যালঘু মহিলাদের ধরনা মঞ্চে উপস্থিত হন তিনি। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, 'গতকাল সমবেদনা জানাতে সেখানে গিয়েছিলাম। আমি মহিলাদের ক্ষমতা দেখে গর্ববোধ করছি। তাঁদের জন্য আমি গর্বিত'।

বাংলাদেশে খাদে পড়ে গেল পর্যটকবাহী বাস, আহত ৩৮

ঢাকা, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): বাংলাদেশের কক্সবাজারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে গেল পর্যটকবাহী একটি বাস। বাস দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৩৮ জন পর্যটক। প্রত্যেকের বাড়ি পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ এলাকায়। শনিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কক্সবাজার জেলার রামুতে। শনিবার সকালে পর্যটকবাহী বাসটি রামু পুরনো আরাকান সড়কের উপর অবস্থিত ব্রিজ থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়।
খাদে পড়ে যাওয়ার কারণে বাসটি ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়। প্রথমে উদ্ধারকাজে হাত লাগান স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে দুর্ঘটনাস্থলে আসে পুলিশঊ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের যাত্রীদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, বাস দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৩৮ জনঊ তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের আঘাত গুরুতর। দুর্ঘটনাগ্রস্তরা স্টুডেন্ট ওয়েব নামে একটি সংগঠনের সদস্য। ঢাকা থেকে সেন্ট মার্টিন বেড়াতে যাচ্ছিলেন তাঁরা।

াঙ্গন

আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে বাগান, ''খোঁচা খাওয়া বাঘ'' হয়ে উঠতে পারবে ইস্টবেঙ্গল ?

রবিবারে চলতি আইলিগের প্রথম ডার্বিতে মুখোমুখি ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। মোহনবাগান এমনিতে চলতি লিগে ইস্টবেঙ্গলের তুলনায় যথেষ্ট ভাল পজিশনে রয়েছে। ৭ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে সবুজ মেরুন ফুটবলাররা আপাতত শীর্ষে। অন্যদিকে, লিগ খেতাবের দৌড়ে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে ইস্টবেঙ্গল। ৬ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করে লাল হলুদ বাহিনী আপাতত পাঁচ নম্বরে।কিছুদিন আগেই এটিকের সঙ্গে মোহনবাগানের গাঁটছড়া বন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। সেই সংযুক্তিতে সবুজ মেরুন ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়াবে। ঠিক উলটো পরিস্থিতি আবার ইস্টবেঙ্গলের। বিনিয়োগকারী সংস্থা কোয়েস তো বটেই ফুটবল দলের পারফরম্যান্সেও সমর্থকরাও বিক্ষুব্ধ।ক্লাব-বিনিয়োগকারী সংস্থার ডামাডোল প্রভাব ফেলেছে দলের পারফরমান্সে।এটিকে-মোহনবাগান সংযুক্তি! ঠিক না ভুল, জানালেন মহারাজটানা দু-ম্যাচ হেরে ইস্টবেঙ্গল ডার্বিতে খেলতে নামছে। আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে থাকা মোহনবাগানের বিপক্ষে হারলে আরও তলানিতে পৌঁছে যাবে লাল-হলুদ। তাই ভাগ্যের চাকা ঘোরানোর জন্য কোচ আলেয়ান্দ্রো মেনেন্ডেজ পাখির চোখ করছেন ডার্বি-জয়কেই।ডার্বিতে মোহনবাগানের জয় শীর্ষে স্থানে থাকা মজবুত করবে কিবু ভিকুনার দলকে। অন্যদিকে, খেতাব জয়ের আশা টিকিয়ে রাখতে জয় ছাড়া অন্য উপায় নেই ইস্টবেঙ্গলের সামনে। শেষবার যখন কলকাতা লিগে দু-দল মুখোমুখি হয়েছিল তখন দু-দলই গোলশূন্য ড্র করেছিল।টিম নিউজ- মোহনবাগানে সুপার-সাব হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন শুভ ঘোষ। যে চার ম্যাচে পরিবর্ত হিসেবে খেলতে নেমেছেন শুভ, তার মধ্যে তিনটে ম্যাচেই গোল করেছেন। তবে কলকাতা লিগে আর পরিবর্ত নয়, সরাসরি প্রথম একাদশে দেখা যেতে পারে মোহনবাগানের ইয়ুথ টিম থেকে উঠে আসা ১৯ বছরের উঠতি তারকাকে।ঐতিহাসিক চুক্তি মোহনবাগান-এটিকের! আইএসএলের দুনিয়ায় আত্মপ্রকাশ সবুজ-মেরুনেরইস্টবেঙ্গল অন্যদিকে, মোটেই নিজেদের সেরা ছন্দে নেই। শেষ ম্যাচে গোকুলমের কাছে ১-৩ গোলে বিধ্বস্ত হতে হয়েছিল। আইলিগে চলতি মরশুমে একটাও ক্লিন শিট রাখতে পারেননি লাল হলুদ ফুটবলাররা।সম্ভাব্য একাদশঃ মোহনবাগান- শঙ্কর রায়, আশুতোষ মেহতা, ফ্রান মোরান্তে, ড্যানিয়েল সাইরাস, ধনচন্দ্র সিং, শেখ সাহিল, ফ্রান গঞ্জালেজ, শুভ ঘোষ, জোসেবা বেইতিয়া, ভিপি সুহের, বাবা দিওয়ারাইস্টবেঙ্গল- লালডানামাইয়া রালতে, কমলপ্রীত সিং, আশির আখতার, মার্তি ক্রেসপি, অভিষেক আম্বেকর, লালরিনডিকা রালতে, কাশিম আইদারা, হুয়ান মেরা গঞ্জালেজ, পিন্টু মাহাতো, হাইমে স্যান্টোস, মার্কোস জিমেনেজম্যাচ কবে? ১৯ জানুয়ারি, রবিবারম্যাচ কোথায়? সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণ স্টেডিয়ামেলাইভ স্ট্রিমিং কোথায় দেখবেন? ডি স্পোর্টসে সরাসরি লাইভ সম্প্রচার দেখতে পারবেন। টিভিতে ডি স্পোর্টসে খেলা সম্প্রচারিত হবে।কলকাতার দুই বটবৃক্ষ ক্লাব নিজেদের আটকে রাখল দেশের গণ্ডিতেই। থুড়ি, এখন তা নিজের রাজ্যেই এসে পর্যবসিত হয়েছে। বাগানের প্রাক্তন কোচ স্টিভ ডার্বি একবার বলেছিলেন, ''''ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান নিয়ে বিশ্ব ফুটবলের কোনও মাথাব্যথা নেই।''''

সহজ কথায়, নিজেদের ব্র্যান্ড হিসেবে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছে দুই প্রধান।সময়ের সঙ্গে সঙ্গে খেলার মান কমেছে ইস্ট-মোহনের। হারিয়ে গিয়েছে তারকা। দুটো ক্লাবে সংখ্যা বেড়েছে নিম্নমানের বিদেশি আর ভিন রাজ্যের ফুটবলারদের। বাঙালি প্লেয়ারের সংখ্যা কমেছে হু হু করে। ভিন রাজ্যের ফুটবলাররা কী ভাবে কলকাতার দুই প্রধানের নাড়ির টান আর বুঝবেন? ''মাঝমাঠের বেকেনবাওয়ার'' বলে পরিচিত গৌতম সরকার বলছিলেন, ''''দুটো ক্লাবের খেলার মান যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, তাতে টাকা দেওয়ার জন্য স্পনসর এগিয়ে আসবে কেন?''''ক্লাব বাঁচাতে হবে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত।ক্লাব পরিচালনা করতে দরকার প্রচুর অর্থ। অর্থের অভাবে ভাল দল গঠন করা সম্ভব নয়। ভাল দল না হলে ট্রফি জেতাও সম্ভব নয়। মোহনবাগানে বেশ কয়েক বছর ধরেই চলছে অর্থকষ্ট। সংবাদমাধ্যমে খবর হয়, টাকা না পেয়ে বিদেশি ফুটবলার ফিফা-র কাছে মোহনবাগানের নামে নালিশ করছে। টাকা না পাওয়ায় ফুটবলাররা অনুশীলনে নামতে চাইছেন না, এমন উদাহরণও আছে। টাকার প্রতিশ্রুতি পেলে তবেই মাঠে নামছেন তাঁরা। অর্থ জোগাড় করা আর সম্ভব হয়ে উঠছিল না কর্তাদের পক্ষে। শান্তিবাবু বলছেন, ''''এখানেই তো দূরদর্শিতার অভাব। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের যে হাল হল, তা দেখে আমরা শিক্ষা নিইনি। দু''একজন ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই ক্লাবকে বেছে নিয়েছে। তাঁরা ক্ষমতায় থাকতেই ভালবাসেন। মনে করেন এতে ক্লাবের উন্নতি হবে। কিন্তু, এতে যে সার্বিক ভাবে উন্নতি হয় না তা তো দেখাই যাচ্ছে।''''পেশাদারিত্বের অভাবের কথা শোনালেন এশিয়ান অল স্টার-খ্যাত গোলকিপার অতনু ভট্টাচার্যও। তিন প্রধানের হয়ে খেলা অতনু বলছিলেন, ''''ভারতীয় ফুটবল যে দিকে যাচ্ছে, তাতে সব ক্ষেত্রে পেশাদারিত্বের দরকার।

''গোলমেশিন'' কাভানিকে কেনার চেষ্টায় ম্যানইউ

এডিনসন কাভানিকে কেনার জন্য প্রস্তাব দেবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। কিন্তু পিএসজি জানিয়ে দিয়েছে, এই মাসে তাকে ছাড়া হবে না .উরুগুয়ের স্ট্রাইকার কাভানি পিএসজিতে গত কয়েক বছরে দারুণ সাফল্য অর্জন করেছেন। ২৯১ ম্যাচে তার গোল ১৯৮টি।শেষ ছয়টি ঘরোয়া লিগের পাঁচটিতে ক্লাবকে শিরোপা এনে দিলেও এই মৌসুমের পর ফ্রি এজেন্টে নতুন ঘরের সন্ধান করছেন তিনি। কয়েক দিন আগে আতলেতিকো মাদ্রিদের সঙ্গে তার যোগাযোগের খবর শোনা গিয়েছিল। চেলসি এবং টটেনহামও তাকে পেতে চাইছে।ভিনিং নিউজ জানিয়েছে, পিএসজি এই মাসে কাভানিকে না ছাড়তে চাইলেও ম্যানইউ প্রস্তাব দেবে।এর আগে মার্কার প্রতিবেদনে বলা হয়, আতলেতিকোর প্রধান নির্বাহী গিল ম্যারিন এখন প্যারিস সফরে আছেন। কাভানির সঙ্গে চুক্তি করার চেষ্টায় আছেন তিনি।

যে কোনও পজিশনে দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত কে এল রাহুল

রাজকোট: টি-২০ ও ওয়ান-ডে ফর্ম্যাট মিলিয়ে তাঁর শেষ ছ''টি ইনিংসের রান যথাক্রমে ১০২, ৭৭, ৪৫, ৫৪, ৪৭ এবং ৮০। শেষ তিনটি আন্তর্জাতিক ম্যাচে তিনটি ভিন্ন ব্যাটিং পজিশনে সফল তিনি। ব্যাটের পাশাপাশি উইকেটকিপিং গ্লাভস হাতে পালন করছেন দ্বৈত ভূমিকা। রাজকোটে সিরিজের দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর ৫২ বলে ৮০ রানের ইনিংসে মুগ্ধ ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ থেকে নেটিজেনরা। আর নিজের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সে আত্মতুষ্ট না হয়ে কেএল রাহুল বলছেন দলের জন্য যে কোনও পজিশনে যে কোনও ভূমিকায় তিনি দায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত।ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি উইকেটকিপিং গ্লাভস হাতে রাজকোটে উইকেটের পিছনে নজর টানলেন দক্ষিণী ক্রিকেটার। ব্যাট হাতে ঝোড়ো ৮০ রানের সঙ্গে দুরন্ত স্টাম্পিংয়ে ফেরালেন ক্রিজে থিতু হয়ে যাওয়া অজি অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চকে। ম্যাচ শেষে জানালেন, ''শেষ দু''মাসে এটা আমার জন্য একটা দারুণ চ্যালেঞ্জ। ইদানিং ভালো ফর্মে রয়েছি যা আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলছে। প্রতিদিনই নতুন নতুন দায়িত্ব পালন করছি আর উইকেটরক্ষার নতুন দায়িত্ব আমার কাছে আশীর্বাদের মতো। আমার মনে হয় খুব কম ব্যাটসম্যান এমন সুযোগ পায়। আমি আমার ব্যাটিং উপভোগ করছি এবং আমায় যে পজিশনেই পাঠানো হোক না কেন ব্যাট হাতে আমি যে কোনও দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত।''একইসঙ্গে ব্যাটিং অর্ডারে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ ফেস করতে বিশেষ করে মিডল অর্ডারে ইনিংস বিল্ড আপের জন্য তিনি একাধিক ব্যাটসম্যানের দ্বারস্থ হয়েছেন বলে জানান কর্ণাটকী ব্যাটসম্যান। অধিনায়ক বিরাটের টিপস তো নিয়েছেনই, পাশাপাশি এবি ডিভিলিয়ার্স এবং স্টিভ স্মিথের ব্যাটিং ভিডিও দেখে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছেন বলে জানান রাহুল। যা ব্যাট হাতে গেম রিডিংয়ে তাঁকে অনেক সাহায্য করেছে। একইসঙ্গে প্রতিদিন নতুন পজিশনে ব্যাটিং করার বিষয়টিকে কোনভাবেই চাপ হিসেবে দেখতে নারাজ তিনি।উল্লেখ্য, মুম্বইয়ে প্রথম ম্যাচে ১০ উইকেটে হারের পর রাজকোটে ৩৬ রানে জিতে অজিদের বিরুদ্ধে ওয়ান-ডে সিরিজে দুরন্ত কামব্যাক করেছে টিম ইন্ডিয়া। ধাওয়ানের ৯৬, অধিনায়ক কোহলির ৭৬, রাহুলের মারকাটারি ৮০ রানের সৌজন্যে দ্বিতীয় ওয়ান-ডে ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ৩৪০ রানের বিশাল স্কোর খাড়া করে টিম ইন্ডিয়া। জবাবে স্টিভ স্মিথের ৯৮ কিংবা মার্নাস ল্যাবুশেনের ৪৬ রান হার এড়াতে পারেনি অস্ট্রেলিয়ার। ভারতীয় বোলারদের সম্মিলিত প্রয়াসে পাঁচ বল বাকি থাকতেই ৩০৪ রানে গুটিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস।ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট নেন মহম্মদ শামি। ২টি করে উইকেট নেন নবদীপ সাইনি, রবীন্দ্র জাদেজা ও কুলদীপ যাদব। বুমরাহর ঝুলিতে ১টি উইকেট। আগামী রবিবার বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে সিরিজের নির্ণায়ক ম্যাচে মুখোমুখি দুই দল।

বলের মধ্যে এক আশ্চর্য উপহার! ব্রেটলিকে অবাক করলেন আক্রম

দু''জনে একসময়ে বল হাতে তাণ্ডব চালিয়েছেন। একজন রিভার্স সুইংয়ের যাদুকর। আরেকজনের গতি। চোখে মুখে প্রকাশ পেত প্রতিপক্ষ ব্যাটসম্যানদের আতঙ্ক। ওয়াসিম আক্রম এবং ব্রেটলি। এখন দু''জনেই ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। দু''জনেই এখন ধারাভাষ্য দেন। চলতি পাকিস্তান এবং অস্ট্রেলিয়ার সিরিজেও ওয়াসিম আক্রম এবং ব্রেটলিকে ধারাভাষ্য দিতে দেখা যাচ্ছে। শুক্রবার ধারাভাষ্য দিতে গিয়েই ব্রেটলিকে একটি লাল বল উপহার দিলেন ওয়াসিম। তবে এই বল কোনও যেমন-তেমন বল নয়। উপহার দেওয়ার মুহূর্তের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ব্রেটলি লিখেছেন, ''ধন্যবাদ সুইংয়ের সুলতান। এটাই কি তোমার এতগুলো উইকেটের রহস্য?'' সেই ভিডিওটিতেই ব্রেটলি দেখিয়েছেন, কেন এই বলটি টেস্টের লাল বলের চেয়ে আলাদা। বলটির ওপরের অংশটি ঘুরিয়ে খোলা যায়। সেটি খুললেই দেখা যাবে, এটি আসলে কোনও বল নয়। এটা পারফিউম। ব্রেটলিকে সেই পারফিউমটি গায়ে মাখতেও দেখা গিয়েছে ভিডিওটিতে। ওই বলটিতে ওয়াসিম আক্রমের টেস্ট উইকেট সংখ্যাও সোনালি রঙ দিয়ে খোদাই করে লেখা আছে। ওয়াসিম আক্রমের দেওয়া এই উপহারটি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট হতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন অনেকে। দুই বোলারের বন্ধুত্বেরও প্রশংসা করেন অনেকে।

এদের জীবনে নেই একটাও ওয়াইড

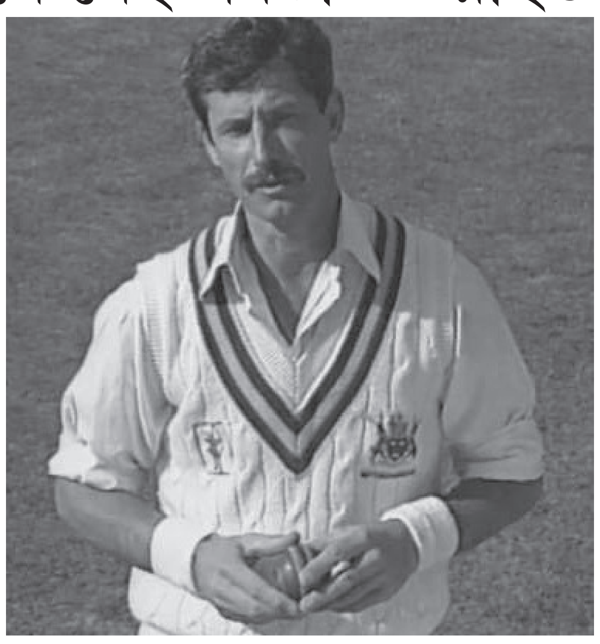

ক্রিকেট খেলায় ''ওয়াইড'' বোলারদের নিখুঁত লাইন এবং লেংথের সঙ্গে এই শব্দটা বিশেষভাবে জড়িত। ক্রিজের নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে বল চলে গেলেই অতিরিক্ত এক রান। সঙ্গে বাড়তি এক বলও। কিন্তু, এমনও অনেক বোলার আছেন, যারা ক্যারিয়ারে একটিও ওয়াইড করেননি। দেখে নেওয়া যাক তাদের।রিচার্ড হ্যাডলি : স্যর হ্যাডলিকে বিশ্ব চেনে একজন কিংবদন্তি অলরাউন্ডার হিসাবে। নিউজিল্যান্ডের হয়ে এক সময় বিশ্ব শাসন করেছেন। খেলেছেন ৮৬টি টেস্ট। তার নেয়া ৪৩১টি টেস্ট উইকেট অনেকদিন ছিল তালিকার এক নম্বরে।

হ্যাডলি কিন্তু কোনো দিন একটিও ওয়াইড বল করেননি।ল্যান্স গিবস : ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন এই স্পিনারটি ৭৯টি টেস্ট এবং তিনটি একদিনের ম্যাচ খেলেছেন। মোট ৩১১টি উইকেট রয়েছে তার ঝুলিতে। নেই একটিও ওয়াইড।ক্ল্যারি গ্রিমেট : নিউজিল্যান্ডে জন্মালেও টেস্টে খেলেছেন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে। ৩৭টি টেস্টে হাত ঘোরাতে দেখা গিয়েছিল এই লেগ স্পিনারটিকে। উইকেট সংখ্যা ২১৬। কিন্তু, একটিও ওয়াইড করতে দেখা যায়নি।ডেরেক আন্ডারউড : ইংল্যান্ডের প্রাক্তন বাঁহাতি স্পিনার। ৮৬টি টেস্ট এবং ২৬টি একদিনের ম্যাচ খেলেছেন। উইকেট পেয়েছেন যথাক্রমে ২৯৭ এবং ৩২টি। কিন্তু, একটিও ওয়াইড করেননি।গ্যারি সোবার্স : ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই কিংবদন্তি বিশ্বকে শাসন করেছেন অনেকদিন। অলরাউন্ডার সোবার্স খেলেছিলেন ৯৩টি টেস্ট। নিয়েছিলেন ২৩৬টি উইকেট। কিন্তু, কোনো দিনই ওয়াইড করেননি।ইমরান খান : পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এক সময় শাসন করেছেন ক্রিকেট দুনিয়া। ৮৮টি টেস্ট এবং ১৭৫টি একদিনের ম্যাচ খেলেছেন। যথাক্রমে ৩৬২ এবং ১৮২টি উইকেট দখল করেছেন। কিন্তু, একটিও ওয়াইড করেননি গোটা ক্রিকেট ক্যারিয়ারে।ইয়ান বোথাম : ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অলরাউন্ডার। ১৫ বছরের ক্রিকেট ক্যারিয়ারে খেলেছেন ১০২টি টেস্ট এবং ১১৬টি একদিনের ম্যাচ। দখল করেছিলেন ৩৮৩ এবং ১৪৫টি উইকেট। তবে, একটিও হোয়াইড করতে তাকে দেখা যায়নি।ডেনিস লিলি : তার পেস বল বিশ্বের তামাম ব্যাটসম্যানকে আতঙ্কিত করে তুলত। ১৩ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে ৭০টি টেস্ট এবং ৬৩টি একদিনের ম্যাচ খেলেছেন। দখল করেছেন যথাক্রমে ৩৫৫ এবং ১০৩টি উইকেট। কিন্তু, তাকে একটিও ওয়াইড করতে দেখা যায়নি।বব উইলস : ইংল্যান্ডের অন্যতম সেরা বোলার। ৯০টি টেস্টে হাত ঘোরাতে দেখা গিয়েছে তাকে। ৩২৫টি উইকেট দখল করেছেন। খেলেছেন ৬৪টি একদিনের ম্যাচও। ৮০টি উইকেট পেয়েছেন। কোনো দিনই ওয়াইড বল করতে দেখা যায়নি।ফ্রেড ট্রুম্যান : ৬৭টি টেস্ট খেলেছেন। দখলে রয়েছে ৩০৭টি উইকেট। ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি পেসার। গোটা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যারিয়ারে একটিবারও হোয়াইড করেননি তিনি।

বছরের প্রথম সোনা ভিনেশের

রোম: মরশুমের প্রথম সোনা জিতলেন ভিনেশ ফোগত। রোমে অনুষ্ঠিত ব্যাংকিং সিরিজ ইভেন্টের ৫৩ কেজি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হন ভারতীয় কুস্তিগীড়। ৫৭ কেজি বিভাগে রুপোর পদকেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় টিন এজার আঁশু মালিককে। ইভেন্টের ফাইনালে ভিনেশ ৪-০ ব্যবধানে পরাস্ত করেন ইকুয়েডরের লুইসা এলিজাবেথ ভালভের্দেকে। তার আগে চিনের দু''জন শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে বিধ্বস্ত করেন তিনি। আপার বডির মজবুজ পজিশনই ভিনেশকে একের পর এক বাউটে জয় এনে দেয়। গোটা ইভেন্টে একবারও প্রতিপক্ষকে সহজ আক্রমণের সুযোগ দেননি ভিনেশ।পর পর দু''টি বাউট টেকনিক্যাল সুপিরিয়রিটির নিরিখে জিতে নেন ফোগত। ক্রিশ্চিনা বেরেজাকে তিনি হারিয়ে দেন ১০-০ পয়েন্টের ব্যবধানে। পরে লান্নুয়ান লুওকে ১৫-৫ ব্যবধানে বিধ্বস্ত করেন ভিনেশ। শেষে কিয়ান্যু পাংকে ৪-২ ব্যবধানে হারিয়ে দেন ভারতীয় তারকা। প্রতিপক্ষ হিসেবে লুও অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। একসময় তিনি ২-৫ ব্যবধানে পিছনে ফেলে দিয়েছিলেন ভিনেশকে। তবে দ্বিতীয় পিরিয়ডে দুরন্তভাবে বাউটে ফেরেন ফোগত।ভিনেশ সোনা জিতলেও ১৮ বছরের আঁশু ৫৭ কেজি বিভাগের ফাইনালে হেরে বসেন। কেরিয়ারের প্রথম সিনিয়র টুর্নামেন্টের খেতাবি ম্যাচে তিনি নাইজেরিয়ার ওদুনায়ো আদেকুয়োরোয়ের কাছে পরাজিত হন। তবে ফাইনালে ওঠা পর্যন্ত প্রতিটি বাউটে ভারতীয় তারকা আধিপত্য দেখান। তিনি পরাজিত করেন আমেরিকার জেনা রোজ বারকার্ট, নরওয়ের গ্রেস বুলেন ও ২০১৯ এর বিশ্বচ্যাম্পিয়ন

জীবনের থেকে ক্রিকেট বড় নয়, তাই পাকিস্তান যাচ্ছি না'', বলছেন মুশফিকুর

পাকিস্তান সফরে যাচ্ছেন না মুশফিকুর রহিম। নিরাপত্তাজনিত কারণে বাংলাদেশের অভিজ্ঞ উইকেট কিপার নিজেকে সরিয়ে নিলেন পাক-সফর থেকে।মুশফিকুর বলেছেন, ''''আমি পাকিস্তান যাচ্ছি না। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)-কে তা জানিয়ে দিয়েছি। সরকারি ভাবে আমি চিঠিও দিয়েছি বিসিবি-কে। বোর্ড তা গ্রহণও করেছে। শুধু টি টোয়েন্টি সিরিজে নয়, পুরো সিরিজের থেকেই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি।''''পাকিস্তানের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত মুশফিকের পরিবারও। তিনি বলছেন, ''''জীবনের থেকে ক্রিকেট বড় নয়। পাকিস্তানের পরিস্থিতি ভাল নয়। আমার পরিবার চিন্তিত। এই রকম অবস্থায় আমি পাকিস্তানে গিয়ে ক্রিকেট খেলতে পারব না।'''' যদিও বাংলাদেশের হয়ে না খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া তাঁর কাছে খুবই কঠিন ব্যাপার বলে জানিয়েছেন অভিজ্ঞ এই কিপার।বাংলাদেশে-পাকিস্তানের তিন ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে ২৪ জানুয়ারি। তা চলবে ২৭ জানুযারি পর্যন্ত। ফেব্রুয়ারি আর এপ্রিলের মধ্যে হবে দু''ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। ৭ ফেব্রুয়ারি প্রথম টেস্টটি হবে রাওয়াপিন্ডিতে। ৫ এপ্রিল করাচিতে দ্বিতীয় টেস্টের বল গড়াবে। কিন্তু ইমরান খানের দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সন্তোষজনক না হওয়ায় মুশফিকুর যেতে রাজি হলেন না।

No. F. 12-25/ARDD/FPS/2017(Link File-2)Dated. Agartala the 13/01/2020.

NOTICE INVITING e-TENDER (e-NIT).

TENDER FOR PROCUREMENT OF 10000 NOS. OF OLD GUNNY BAG(50 KG.) FOR R.K. NAGAR UNDER ANIMAL RESOURCES DEVELOPMENT DEPTT. FOR THE YEAR 2019-2020.

e. Tender is hereby invited on behalf of the Animal Resources Development Deptt. Government of Tripura from the Reputed, Bonafide, Registered Suppliers or their Local Authorized Distributors of FOR PROCUREMENT OF 10000 NOS. OF OLD GUNNY BAG(50 KG.) FOR R.K. NAGAR UNDER ANIMAL RESOURCES DEVELOPMENT DEPTT. FOR THE YEAR 2019-2020." The details of Tender, Quantity, Spec.ification and Tender Documents are made available in the website(httply,tripuratenders.gov.in. and www.ardd.tripura.nic.in). The last date/time of submission of the Tender Documents by online is on 28/1/2020 at 3.00 PM..

All future Modification/Corrigendum shall be made available in the e-Procurement portal, so Bidders are requested to get the update themselves from the e-Procurement web portal only.

ICA/C-2247/2019-20 **Director**
Animal Resources Development
P.N. Complex, Agartala

সিরিজ নির্ণায়ক ম্যাচে রোহিত ধাওয়ানকে কি পাওয়া যাবে?

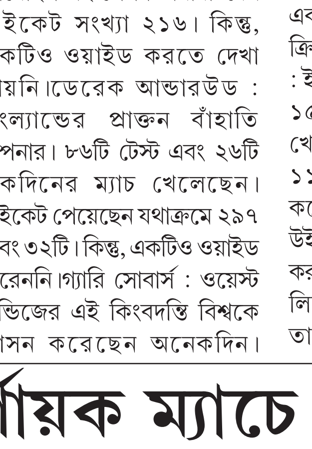

রবিবার বেঙ্গালুরুতে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া সিরিজ নির্ণায়ক ম্যাচ। সেই ম্যাচে ভারতীয় দলের দুই ওপেনার রোহিত শর্মা ও শিখর ধাওয়ানকে পাওয়া যাবে কিনা, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। এদিন দুপুর পর্যন্ত সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না।ম্যাচের আগের দিন ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে জানানো হয় দুই ওপেনারের চোটের রিকভারির উপর নজর রাখা হচ্ছে। আপাতত দুজনেই পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। সেক্ষেত্রে ম্যাচের দিনই, দুই ওপেনারকে বেঙ্গালুরুতে খেলানো হবে কিনা,চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।প্রসঙ্গত শুক্রবার রাজকোটে অজিদের ব্যাটিং ইনিংসের সময় বাউন্ডারির লাইনের ধারে চার রান আটকাতে গিয়ে রোহিত শর্মা চোট পান। বল ধরার মুহূর্তে বিপজ্জনকভাবে ডিগবাজি খেতে আছড়ে পড়েন। যারপর চোট পাওয়া বাঁ-হাত নিয়ে মাঠেই বসে পরেন। পরে ফিজিও তাঁকে মাঠের বাইরে নিয়ে যান। এই চোটের পর রোহিত আর ফিল্ডিংয়ে ফেরেননি।অন্যদিকে ভারতীয় ইনিংসের ব্যাটিংয়ের সময় অজি পেসার প্যাট কামিন্সের ডেলভারি বুকে এসে আছড়ে পড়ায় পাঁজরে চোট পান ধাওয়ান। কামিন্সের বল বুকে এসে আঘাত করার পর ধাওয়ান মাটিতে শুয়ে পড়েছিলেন।পরে ব্যাট করে ৯৬ রান করে আউট হন। বলের অভিঘাতের কারণে পাঁজরে চোট পাওয়ায়, ধাওয়ান আর ফিল্ডিংয়ে ফেরেননি। পরিবর্তে চাহাল ফিল্ডিং করেছিলেন।

ডাবলসে হোবার্ট ইন্টারন্যাশনাল ট্রফি জিতলেন সানিয়া মির্জা

হোবার্ট: দু'' বছর পর টেনিস কোর্টে স্বপ্নের প্রত্যাবর্তন সানিয়া মির্জার। নাদিয়া কিচেনোককে সঙ্গী করে জিতলেন ডব্লুটিএ হোবার্ট ইন্টারন্যাশনাল ট্রফি। শনিবার ফাইনালে সানিয়া ও নাদিয়া জুটি হারালেন শাউই পেং ও শুয়াই ঝাংকে। অবাছাই ভারতীয় ও ইউক্রেনিয় জুটি দ্বিতীয় বাছাই চিনা জুটিকে এক ঘন্টা ২১ মিনিটের লড়াইয়ে হারালেন ৬-৪, ৬-৪ ফলাফলে।সন্তান ইঝানের জন্মের পর প্রায় দুই বছর কোর্টের বাইরে ছিলে সানিয়া। কোর্টে ফিরে অলিম্পিকের বছরটা দারুণভাবে শুরু করলেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ওয়ার্মআপ খুব ভালো ভাবে সেরে নিলেন তিনি।২০০৭-এ মার্কিন জুটি বেথানি মাট্টেক স্যান্ডসের সঙ্গে জুটি বেঁধে প্রথম ডব্লুটিএ ডাবলস ট্রফি জিতেছিলেন সানিয়া। শনিবার ৪২ তম ডব্লুটিএ ডাবলস ট্রফি জিতলেন তিনি। ২০১৮ ও ২০১৯-এ তিনি ডব্লুটিএ সার্কিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। এই সময়টা সন্তান ইঝানকে নিয়েই পুরোপুরি ব্যস্ত ছিলেন তিনি।চিনা জুটির বিরুদ্ধে ফাইনালে শুরুটা দারুন করেছিলেন সানিয়া ও নাদিয়া। পরের গেমেই অবশ্য নিজেদের সার্ভিস নষ্ট করেন। ফলাফল যখন ৪-৪, ৪০-অল, তখনই

সানিয়ারা গুরুত্বপূর্ণ ব্রেক পেয়ে যান ও প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেয়ে যান।

প্রথম সেটটা সহজেই জিতে নেন তাঁরা। দ্বিতীয় সেটে চিনের জুটিকে পিছনে ফেলে শুরুতেই এগিয়ে যান তাঁরা। শেষ পর্যন্ত এই সেট জিতে তাঁরা চ্যাম্পিয়ন হন।

The Executive Engineer, Internal Electrification Division,PWD (Building), Udaipur, Comati Tripura invites e-tender against press NIT No: EE-IED/UDP/24/2019-20 DATED- 16/01/2020

1.For Providing internal electrification in the 07(Seven) nos Junior Basic School as namely I) Purba Dewan Bari ..f.B School. 2) Nokoli Bari J.B.school. 3) Sukhmohan Bari J.B School 4) Najila Bari J.B School 5) Dakmura J.B. school 6) Rani Bari J.B. School 7) Najila Dumber J.B.School under Samagra Shiksha Abhiyan under Killa R.D. Block, Gomati Tripura.(2nd Call)

With Estimated Cost: **5,22,752.00, Earnest Money:5,228.00**
Time of Completion – 30 days. Last Date of bidding for bids – 04/02/2020 upto 15.00Hrs.

2.For Providing internal electrification in the 07(Seven) nos Junior Basic School as namely 1) Dakma chaara J. B School. 2)Hurijala, J.B.school. 3) Baskhet J. B School 4) Jamatia Para J. B School 5) Tulamura Pal para J.B. school 6) Jamjuri Para Master Da J.B. School 7) Dhuptali Golmura J.B.School under Samagra Shiksha Abhiyan under Kakraban R.D. Block, Gomati Tripura.(2nd Call)

With Estimated Cost: 5,22,752.00,
Earnest Money: 5,228.00
Time of Completion – 30 days.
Last Date of bidding for bids – 04/02/2020 upto 15.00Hrs.
For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
Note:
NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER

For and on behalf of the Governor of Tripura
ICA/C-2251/2019-20 **(Er. Buddha Jamatia)**
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Udaipur, Gomati Tripura.

■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

শঙ্করাচার্যের গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমেই জীবনকে সঠিক পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বেঙ্গালুরু, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.):শঙ্করাচার্যের গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমেই জীবনকে সঠিক পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভবঊ আদি শঙ্করাচার্যের জীবন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা উচিত। শনিবার কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরু'র বেদান্ত ভারতী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এমনই মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহঊ এদিনের অনুষ্ঠানে বেদান্ত ভারতী ট্রাস্টের চারটি সংশোধিত গ্রন্থ প্রকাশিত করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। একইসঙ্গে বেদ ও উপনিষদকে সরল ভাষায় এবং বিশেষত শিশুদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বেদান্ত ভারতীর ভূয়শী প্রশংসা করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

শঙ্করাচার্যের রচনা প্রশ্নোত্তর রত্নমালিকে থেকে নেওয়া বিবেকদীপনী শ্লোক সম্মিলিত উচ্চারণ অনুষ্ঠানে এক লক্ষ শিশু এদিন অংশ নিয়েছিলেন। অমিত শাহ এদিন বলেছেন, শঙ্করাচার্যের গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমেই জীবনকে সঠিক পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভবঊ আদি শঙ্করাচার্যের জীবন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা উচিত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, জীবনের অদৃশ্য লক্ষ্য উপলব্ধি করার জন্য বিবেকদীপনী চেয়ে বড় পথপ্রদর্শক হতেই পারে না।

এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা বলেছেন, ভারতের কলা ও সংস্কৃতির প্রচারের জন্য অত্যাবশ্যক বিবেকদীপনী সরকারি বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ছয়ের পাতায় দেখুন

শনিবার বাম মহিলা সমিতির উদ্যোগে আগরতলায় আয়োজিত হয় এক বিক্ষোভ র‍্যালী। ছবি- নিজস্ব।

মঙ্গল হোক প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের এটাই কামনা সঙ্ঘের : মোহন ভাগবত

মোরাদাবাদ (উত্তর প্রদেশ), ১৮ জানুয়ারি (হি.স.): প্রতিটি এলাকা এবং গ্রামে দায়িত্ববান কার্যকর্তা দাঁড় করানোই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র লক্ষ্য। শনিবার উত্তর প্রদেশের মোদারাবাদে মকর সংক্রান্তি উতবে এমনই মন্তব্য করেছেন আরএসএস-এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। সরসঙ্ঘচালক এদিন বলেছেন, আমরা সংবিধানকে যথাযথ অনুসরণ করে চলি। নাগরিক অধিকারের বিষয়ে পড়ুনঊ নাগরিক কর্তব্যের বিষয়ে পড়ুনঊ মার্গদর্শক তত্ত্ব পড়ুনঊ এসব পরিবর্তিত হয় নাঊ এগুলিই সংবিধানের ভিত্তি। আমরা সেই পথেই এগিয়ে চলেছিঊ ভারতের প্রতিটি নাগরিকের মঙ্গল হোক, এই ভাবনা মাথায় রেখেই সঙ্ঘ কাজ করেঊ এ জন্য প্রতিদিন অনুশীলন করা হয়।

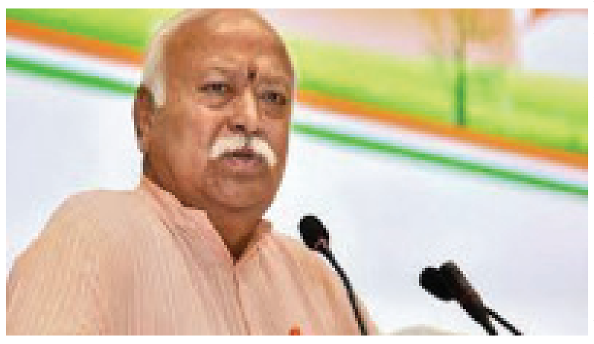

সরসঙ্ঘচালক আরও বলেছেন, নির্ভীক হও। শক্তিশালী হও। দেশের প্রতিটি হিন্দুর জন্য এটাই সঙ্ঘের বার্তা। প্রতিটি জনগণের মঙ্গল হোক, এটাই কামনা করে সঙ্ঘ।

সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতের কথায়, 'আমরা যখন শক্তিশালী হব, বিশ্ব আমাদের তখনই শান্তির পথে এগিয়ে যেতে দেবেঊ সুতরাং, সঙ্ঘের লক্ষ্য হল প্রতিটি এলাকা এবং গ্রামে দায়িত্ববান কার্যকর্তা দাঁড় করানো।

আরএসএস প্রধান বলেছেন, 'সরকারি সহায়তা ছাড়াই সঙ্ঘের এক লক্ষ ৩০ হাজারেরও বেশি সেবা কাজ চলছে। এতে কোনও বৈষম্য নেই। আমরা হিন্দুদের সংগঠিত করি, কিন্তু সেবাকাজের ক্ষেত্রে যদি অ-হিন্দুরাও সামিল হয় সঙ্ঘ তাঁদের পর মনে করে না।...তোমার বৈভব অমর হোক মা, আমরা থাকি বা না থাকি।'

মোহন ভাগবত আরও বলেছেন, 'সঙ্ঘ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কাজ বাড়লে কারও কারও অকারণে ব্যথা হয়। কারও বড় হওয়া ভদ্রলোকদের আনন্দ দেয়, কিন্তু দুষ্টুরা কষ্ট পায়। তারা অপপ্রচার শুরু করে, স্বয়ংসেবকরা এ সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত। ৬০ বছর ধরে এমনই চলছে। সমাজ এ ধরনের অপপ্রচার সম্পর্কে জানতে পেরেছে। সঙ্ঘের বিচার এবং মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করেই কাজ করেন স্বয়ংসেবকরা।

ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন

মনপাথরে বিজেপি'র অভিনন্দন মিছিল ও সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৮ জানুয়ারি ।। দীর্ঘ ২৩ বছর পর রিয়াং শরণার্থীদের ত্রিপুরা রাজ্যে পুনর্বাসন দেওয়ায় রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে মন পাথর বাজার কাপিয়ে এক মিছিল এবং পথসভা সংগঠিত করে বিজেপি মণ্ডল এবং বিজেপি জনজাতি মোর্চা। শান্তিরবাজার মহকুমার বীরচন্দ্র মনু মনপাথর বাজারে হয় এই মিছিল এবং পথসভা। এই মিছিল বীরচন্দ্র মনু বিজেপি মণ্ডল অফিস থেকে শুরু হয়। পুরো বাজার পরিক্রমা করে মনপাথর বাজারে এক সভায় মিলিত হয়। এই মিছিল এবং পথসভায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ৩৬ শান্তিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, ৩৬ শান্তিরবাজার জনজাতি মোর্চার সভাপতি উপেন্দ্র রিয়াং, বিজেপি দক্ষিণ জেলার কৃষাণ মোর্চার সভাপতি সত্যব্রত সাহা, বিজেপি দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক শ্যামলাল দেবনাথ, বিজেপি দক্ষিণ জেলার যুব মোর্চার সম্পাদক সুমন দেবনাথ, মণ্ডল সেক্রেটারি মম্বু মগ সহ আরো অনেকে। বক্তারা ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার সবকা সাথ, সবকা বিকাশমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে রিয়াং শরণার্থীদের দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধান করেছে। এই ধরনের পদক্ষেপের জন্য তারা রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এর ফলে দীর্ঘদিন ধরে শরণার্থীর জীবনযাপন করে আসা রিয়াং সম্প্রদায়ের মানুষজন স্থায়ী ঠিকানা ফিরে পেলেন বলেও বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন। এ ধরনের প্রয়াস সত্যিকার অর্থেই রিয়াংদের জীবনজীবিকার ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলেও তারা অভিমত ব্যক্ত করেন। সরকারের এধরনের পদক্ষেপের ফলে রাজ্যের জাতি উপজাতি সম্প্রীতির মেলবন্ধন আরও সুদৃঢ় হবে এবং সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়তে সহায়ক হবে বলেও তারা অভিমত ব্যক্ত করেন। সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়তে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ অক্ষুন্ন রেখে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান বক্তারা।

দুই নতুন মুখ, যোগেন মোহন ও সঞ্জয় কিষাণকে নিয়ে সম্প্রসারিত সর্বানন্দ সনোয়াল মন্ত্রিসভা

গুয়াহাটি, ১৮ জানুয়ারি (হি.স.) : যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটিয়ে আজ দ্বিতীয়বারের মতো সম্প্রসারিত হয়েছে সর্বাননন্দ সনোয়াল নেতৃত্বাধীন বিজেপি জোট সরকারের মন্ত্রিসভা। নয়া মন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন মাহমরার বিধায়ক যোগেন মোহন এবং তিনসুকিয়ার বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণ। তাঁরা দুজনেই প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন।

শনিবার সকাল নয়টা পাঁচ মিনিটে রাজভবনের দরবার হল-এ এক অনাড়ম্বড় পূর্ণ অনুষ্ঠানে নবনিযুক্ত দুই মন্ত্রীকে পদ ও গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি। মন্ত্রিসভার নয়া মন্ত্রীদের শপথ অনুষ্ঠানে কয়েকজন বিধায়ক, সরকারি বিভিন্ন উচ্চপদস্থ এবং পদস্থ অফিসারদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি, হস্ততাঁত ও বয়নশিল্প মন্ত্রী রঞ্জিত দত্ত, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী নবকুমার দলে, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা, মুখ্যমন্ত্রীর প্রেস ও আইনি উপদেষ্টা যথাক্রমে হৃষিকেশ গোস্বামী ও শান্তনু ভরালি প্রমুখ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, দুই প্রতিমন্ত্রী তপন গগৈ এবং পল্লবলোচন দাস সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার ফলে মন্ত্রিসভার দুটি আসন শূন্য হয়ে পড়েছিল। মূলত শূন্য এই দুই আসন পূরণের জন্য আজ মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন দুই বিজেপি বিধায়ক যোগেন মোহন ও সঞ্জয় কিষাণ। প্রসঙ্গত, গত ২০১৮ সালের ২৬ এপ্রিল সনোয়াল মন্ত্রিসভার প্রথম সম্প্রসারণ হয়েছিল। সেবার সম্প্রসারণের পাশাপাশি কয়েকজন মন্ত্রীর দফতরও অদল-বদল হয়েছিল। আজকের দুজনকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী-সহ রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা দাঁড়ালো ১৭-এ। তাঁদের তিনজন স্বতন্ত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী। এবার আরও দুই প্রতিমন্ত্রী যোগ হলেন। তাঁদের কোন দফতর দেওয়া হবে তা এখনও প্রকাশ করেননি মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক
ভারত সরকার

দুই ফোঁটা প্রত্যেক বার
পোলিও উপর জারি থাকুক জয়

ভারত পোলিও মুক্ত। কিন্তু পোলিও কিছু দেশে এখন রয়েছে এবং তা ফিরে আসতে। পারে আপনার শিশুর সুরক্ষায় বিষয়টি কোনও ঘাটতি হতে দেবেন না। পোলিও টিকা প্রত্যেক সময় দিন। পোলিও'র উপর জয় জারি রাখতে আপনিও অংশ গ্রহণ করুণ।

আরও বিস্তর জানতে, দয়া করে আশা/এএনএম/অনঙ্গয়ারি কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করুণ

Be Wise! Get your child fully immunized

www.mohfw.nic.in | www.pmindia.gov.in | www.mygov.in | YouTube mohfwindia | @MoHFW_INDIA

Davp 17102/13/0016/1920

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।